NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ ভোটার তালিকা প্রভাবিত করতে বেআইনি জন্মসনদ বিলি করছে পুরসভা

আজ সন্ধে ৮টার পর এসএসসির একাদশ-দ্বাদশের ফলপ্রকাশ ৩

কলকাতা ৭ নভেম্বর ২০২৫ ২০ কার্তিক ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ১৪৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 07.11.2025, Vol.19, Issue No. 146, 8 Pages, Price 3.00

তোমরা রোলমডেল, হরমনদের রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। বিশ্বজয়ের পর বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন হরমনপ্রীতরা। এবার বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে যান বিশ্বকাপজয়ী মহিলা ক্রিকেট দলের প্রতিনিধিরা।

ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্যরা রাষ্ট্রপতিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। দ্রৌপদী মুর্মুও ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'তোমরা এখন রোল মডেল। তরুণ প্রজন্ম, বিশেষ করে মেয়েরা অনুপ্রাণিত হবে। ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ের মাধ্যমে ইতিহাস তৈরি হয়েছে। দেশের প্রত্যেক কোণে এবং বিদেশে যেখানেই ভারতীয়রা আছেন, প্রত্যেকে এই জয় উদযাপন করছেন।' তিনি উল্লেখ করেন, 'সাতবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে হারানো ভারতীয় দলের শ্রেষ্ঠত্বের উদাহরণ। বিভিন্ন অঞ্চল, বিভিন্ন সামাজিক পটভূমি, বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে উঠে এসেছ তোমরা। কিন্তু সব মিলিয়ে একটাই দল, ভারত। এই দলই বিশ্বজয় করেছে।'

তিনি প্রধান কোচ, বোলিং কোচ, ফিল্ডিং কোচ এবং সাপোর্ট স্টাফ - সকলের অবদানের প্রশংসা করেন। তিনি কামনা করেন যে তারা তাদের পারফরম্যান্সের মাধ্যমে টিম ইন্ডিয়ার জন্য সাফল্যের নতুন রেকর্ড অর্জন করবে। ভবিষ্যতেও তারা ভারতীয় ক্রিকেটকে শীর্ষে রাখবে। রাষ্ট্রপতিকে জার্সি উপহার দেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর। ভারত জেতার পর এক্স হ্যান্ডলে উইমেন ইন ব্লুকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি। এবার সামনাসামনি হরমনপ্রীতদের অভিনন্দন জানালেন তিনি।

বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে বিশ্বকাপজয়ী মহিলা ক্রিকেট দলের সঙ্গে এক ফ্রেমে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

শান্তির ভোট-বিহারে পাথর-জুতো উপমুখ্যমন্ত্রীর গাড়িতে

পাটনা, ৬ নভেম্বর: বৃহস্পতিবার বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে নানা নাটকীয়তা, হামলা ও অভিযোগের আবহে। ১৮টি জেলায় মোট ১২১টি আসনে ভোট হয় এদিন। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুসারে বিহারে প্রথম দফায় ভোটদানের হার ৬৪.৬৬ শতাংশ।

এদিন ভাগ্য পরীক্ষা হয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদবের দুই পুত্র তেজ প্রতাপ যাদব ও তেজস্বী যাদবের। মহুয়া ও রাঘপুর থেকে লড়ছেন দুই ভাই। অন্যদিকে, বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীও রয়েছেন তালিকায়। এছাড়া সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া গায়িকা মৈথিলী ঠাকুর, গায়ক-অভিনেতা খেসরিলাল যাদবেরও এদিন ভাগ্যপরীক্ষা হয়।কোথাও কোথাও ইভিএম ত্রুটি, বিক্ষোভ ও সংঘর্ষের খবর মিললেও মোটের উপর ভোটগ্রহণ ছিল শান্তিপূর্ণ। ভোটের সার্বিক চিত্র দুপুর পর্যন্ত যেখানে গড় ভোটের হার ছিল ৪২ শতাংশের একটু বেশি, বিকেল গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই হার বেড়ে যায়। গ্রামীণ এলাকায় ভোট পড়েছে তুলনামূলকভাবে বেশি। খগড়িয়া, লখিসরাই ও বেগুসরাইয়ে ভোটের হার ৬০ শতাংশ ছুঁয়েছে। রাজধানী পাটনায় ভোট পড়েছে সবচেয়ে কম-প্রায় ৪৫ শতাংশ। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, সকালে কিছু ইভিএমে ত্রুটি ধরা পড়ায় প্রায় ৭০০টিরও বেশি যন্ত্র বদলানো হয়। এ ছাড়া কোথাও বড় ধরনের প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা যায়নি। হামলা ও উত্তেজনা ভোটের দিনে সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা ছড়ায় লখিসরাইয়ে। সেখানে উপমুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি প্রার্থী বিজয় কুমার সিন্‌হাকে লক্ষ্য করে হামলার অভিযোগ ওঠে। তাঁর গাড়িতে জুতো ও পাথর ছোড়ার অভিযোগে এলাকায় মুহূর্তেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। সিন্‌হা সরাসরি আরজেডি সমর্থকদের দায়ী করে পুলিশি পদক্ষেপের দাবি জানান। প্রশাসন জানিয়েছে, তদন্ত চলছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ে হামলার অভিযোগ ওঠার পরেই সক্রিয় কমিশন। দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বিহার পুলিশের ডিজিকে এই বিষয়ে 'দ্রুত পদক্ষেপ' করার নির্দেশ দিয়েছেন। কমিশন জানিয়েছে, কাউকে আইন হাতে তুলে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না। অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।

অন্যদিকে, ছাপড়ার মানঝি কেন্দ্রেও সিপিআই(এমএল) বিধায়ক সত্যেন্দ্র যাদবের গাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছে। তবে পুলিশ ঘটনার সত্যতা এখনও যাচাই করছে। ভোট বর্জন থেকে বিচিত্র কাহিনি মুজফ্‌ফরপুরের। সেখানকার এক গ্রামে পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়ায় ভোট বর্জন করেন স্থানীয়রা।

অন্যদিকে, বৈশালির আরজেডি নেতা কেদারপ্রসাদ যাদব মহিষের পিঠে চেপে ভোট দিতে যাওয়ায় এলাকাজুড়ে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। বখতিয়ারপুরে ভোট দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বলেন, ভোট দেওয়া কেবল অধিকার নয়, দায়িত্বও বটে। বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদের দাবি, নারী ভোটারদের উদ্বোধনই এনডিএ-র পক্ষে ইঙ্গিত দেয়। অন্যদিকে, কংগ্রেস নেতা কানহাইয়া কুমার বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, 'যে সরকার ভোট চুরি করে, সে জনগণের মঙ্গল করতে পারে না।' ভিআইপি দলের মুকেশ সাহানি এদিন ভোট দিয়ে বলেন, ভোটই দেশের মালিকানার প্রতীক। নালন্দায় বিজেপির চার কর্মীকে আটক করা নিয়ে শুরু হয় রেষারেষি। আরজেডি পক্ষের দাবি, প্রশাসন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কাজ করছে। রাজ্যের মুখ্যসচিব প্রত্যয় অমৃত জানান, কোথাও কোনো বড় অঘটন ঘটেনি এবং সবদিকেই প্রশাসন সতর্ক ছিল।

গণতন্ত্রের উৎসবের আবহদিনভর কাদা ছোড়াছুড়ি, অভিযোগ, বিক্ষোভের মধ্যেও রাজ্যজুড়ে ভোটের উৎসবের আমেজ ছিল স্পষ্ট। বুথে বুথে মহিলাদের দীর্ঘ লাইন, বৃদ্ধ-প্রবীণদের আগ্রহ সব মিলিয়ে প্রথম দফার ভোট প্রমাণ করেছে, নানা অভিযোগের মাঝেও গণতন্ত্র এখনও বিহারের শিরায় বয়ে চলেছে।

ফের লাল জেএনইউ

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর: জেএনইউয়ের চার গুরুত্বপূর্ণ পদেই জয়ী বাম জোট। ফের শূন্য হল এবিভিপি।

জেএনইউয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে এবিভিপির বিকাশ প্যাটেলকে চারশোর বেশি ভোটের ব্যবধানে হারালেন বাম জোটের প্রার্থী অদিতি মিশ্র। ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে ১২০০-র বেশি ভোটে এবিভিপি প্রার্থীকে হারালেন বাম জোটের কে গোপিকা। সম্পাদক পদে এবিভিপির রাজেশ্বর কান্ত দুবেকে একশোর বেশি ভোটে হারিয়েছেন সুনীল যাদব। এই আসনে লড়াই বেশ জোরদার হয়েছে। বাম প্রার্থী পেয়েছেন ১ হাজার ৯১৫ ভোট। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রার্থী পেয়েছেন ১ হাজার ৮৪১ ভোট। যুগ্ম সম্পাদক পদে জয়ী বাম জোটের প্রার্থী দানিশ আলি।

মঙ্গলবার জেএনইউ ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয়েছে। রাত ৯টা থেকেই কড়া নিরাপত্তায় ভোট গণনা শুরু হয়। জেএনইউ নির্বাচন কমিটি জানিয়েছে, ছাত্র সংসদ নির্বাচনে মঙ্গলবার ৬৭ শতাংশ ভোট পড়েছে।

জীবনকৃষ্ণের জামিনের আর্জি ফের খারিজ, মাথা খুঁজছে ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের খারিজ হয়ে গেল মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়কের জামিনের আবেদন। পাশাপাশি আগামী ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত জীবনকৃষ্ণ সাহার জেল হেপাজতের নির্দেশও দেয় আদালত। বৃহস্পতিবার বিধায়কের জামিন মামলার শুনানি ছিল বিচারভবনের ইডির বিশেষ আদালতে। সেই শুনানিতে এদিন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির তরফ থেকে দাবি করা হয়, নিয়োগ দুর্নীতিতে জীবনকৃষ্ণের অ্যাকাউন্টে জমা পড়া টাকা কোন মাথার কাছে গিয়েছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। শুধু জীবনকৃষ্ণ সাহাই নয়, তাঁর ঘনিষ্ঠদের অ্যাকাউন্ট থেকেও উদ্ধার হওয়া টাকা কার কাছে গিয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও এদিন আদালতে জানায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

প্রসঙ্গত, এর আগে শুনানিতে আইনজীবী মারফৎ ইডি আদালতে জানায়, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে বাজার থেকে মোট ৪৬ লক্ষ টাকা তুলেছিলেন বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক। যার মধ্যে বিধায়কের স্ত্রীয়ের অ্যাকাউন্টে গিয়েছে ২৬ লক্ষ টাকা এবং বাকি ২০ লক্ষ টাকা বাবার অ্যাকাউন্টে জীবনকৃষ্ণ পাঠিয়েছিলেন বলে দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার।

এদিকে গত কয়েকদিন আগেই ইডির মামলায় জামিনের জন্য বিশেষ আদালতে আবেদন জানান জীবনকৃষ্ণ। বৃহস্পতিবার ছিল সেই মামলারই শুনানি। শুনানিতে জীবনের জামিনের তীব্র বিরোধিতা করে ইডির আরও দাবি, ধৃত বিধায়কের দেওয়া বয়ান, প্রার্থীদের বয়ান দেখে আমরা কোরোবোরেট করতে পেরেছি যে কত টাকা জীবনকৃষ্ণ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠদের অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। শুধু তাই নয়, কোথা থেকে সেই টাকা ঢুকেছে তাও কার্যত স্পষ্ট বলে এদিন আদালতে জানান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। দীর্ঘ সওয়াল জবাবে জীবনকৃষ্ণ সাহার আইনজীবীর কাছে বিচারক জানতে চান, আপনার মক্কেল যে ক্রাইম করেছে সেটা দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বিচারকের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, ২৫ হাজারের জীবন নষ্ট হয়েছে।

নিজের হাতে ফর্ম নেননি, অপপ্রচারে ক্ষোভ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে রাজ্যজুড়ে যখন রাজনৈতিক তরজা চরমে, তখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম জড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল এক নতুন বিতর্ক। বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই নাকি বাসভবনের বাইরে এসে বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)-এর কাছ থেকে এনুমারেশন ফর্ম হাতে নিয়েছেন। কিন্তু বুধবার সন্ধ্যায় এই দাবি স্পষ্টভাবে অস্বীকার করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'গতকাল দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও আমাদের পাড়ায় এসেছিলেন তাঁদের নির্দিষ্ট কাজ করতে। কর্মসূত্রে, আমার রেসিডেন্স অফিসে এসে, রেসিডেন্সের ক'জন ভোটার জেনেছেন এবং ফর্ম দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু যতক্ষণ না বাংলার প্রতিটি মানুষ ফর্ম পূরণ করছেন, আমি নিজে কোনও ফর্ম পূরণ করিনি এবং করবও না।'

তাঁর অভিযোগ, কিছু সংবাদমাধ্যম এবং সংবাদপত্র ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সংবাদপত্র প্রকাশ করেছে যে, আমি বাসভবন থেকে বেরিয়ে এসে নিজের হাতে বিএলও-র কাছ থেকে এনুমারেশন ফর্ম গ্রহণ করেছি! এই খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার।'

প্রসঙ্গত, বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) ঘিরে গত কয়েকদিন ধরেই তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে অভিযোগ-প্রতিযোগিতা চলছিল। একদিকে বিজেপি নেতারা অভিযোগ তুলেছেন, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের স্থানীয় কর্মীরা বিএলও-র কাজকে প্রভাবিত করছেন, অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর নাম জড়িয়ে এই ধরনের খবর সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা আরও বেড়েছে।

তবে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে একেবারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তিনি নিজে এই প্রক্রিয়ায় এখনও অংশ নেননি এবং মানুষের মধ্যে যে ভুয়ো তথ্য ছড়ানো হচ্ছে, তা তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই মনে করেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সরাসরি প্রতিক্রিয়া শুধু সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশেই নয়, বরং রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়া রাজনৈতিক গুজবেরও জবাব। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে ভুয়ো প্রচার চালালে তা কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে।

বালি পাচার মামলায় প্রথম গ্রেপ্তার ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বালি পাচার মামলায় প্রথম গ্রেপ্তার ইডির। গ্রেপ্তার করা হয়েছে জিডি মাইনিং কোম্পানির প্রধান অরুণ শরাফ-কে। বালি থেকে গ্রেপ্তার হয়েছে তাঁকে, ইডি সূত্রের খবর। ভুয়ো চালান তৈরি করে বালি পাচারের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। তদন্তে নেমে ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরে তল্লাশি চালায় ইডি। তল্লাশি চলাকালীন একাধিক ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি।

ডিজি মাইনিং কোম্পানির প্রধান অরুণ শরাফের অফিস রয়েছে সল্টলেক ও বেহালায়। বালি পাচার কাণ্ডে দীর্ঘদিন ধরেই ইডির নজর ছিল অরুণ শরাফের উপর। এদিকে সূত্রে খবর, অরুণ নিজে বালি খাদান লিজ নিতেন। লিজ নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনওরকম ফাঁক-ফোঁকর রাখতেন না তিনি। অভিযোগ, তোলার সময় নিয়ম ভেঙে অতিরিক্ত বালি তুলতো অরুণের সংস্থা। টাকা নাকি ঢুকত অরুণের একাধিক অ্যাকাউন্টে। এই টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে বিদেশে পাচারের অভিযোগও উঠেছিল। তারপরই তদন্ত শুরু করেছিল ইডি। দীর্ঘদিন ধরে চলছিল তল্লাশি। ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনার একাধিক ঠিকানায় হানা দেন ইডি আধিকারিকরা। সংস্থার কর্মী থেকে শুরু করে বালি যে ট্রাকে নিয়ে আসা হয়, তার চালকদের বাড়িতেও তল্লাশি চলে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাজ্যের একাধিক ঠিকানায় চলছিল তল্লাশি।

সুপ্রিমের নির্দেশ ছাড়া ওবিসি মামলার শুনানি নয় হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: শীর্ষ আদালতের তরফে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্ট ওবিসি মামলায় কোনও নির্দেশ দিতে পারবে না। বৃহস্পতিবার এমনই নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চ। কলকাতা হাইকোর্ট পুরনো মামলার শুনানি করছে জেনে অসন্তোষ প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি গাভাই। এই প্রসঙ্গে তিনি এও বলেন, আমরা যখন মামলা শুনছি, তখন কলকাতা হাইকোর্ট কেন পুরনো মামলা শুনবে বলছে, এদিন এমন প্রশ্নও তোলেন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি। সঙ্গে এও জানান, নতুন মামলার স্থগিতাদেশেই তো সব কথা উল্লেখ করা আছে।

২০১০ সালের পর থেকে যাঁদের ওবিসিতে নথিভুক্ত করা হয়েছে, তাঁদের শংসাপত্র বাতিলের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। ২০১০ সালের আগে পর্যন্ত যে ৬৬টি জনগোষ্ঠী অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল তাদের শংসাপত্রই গ্রাহ্য বলে জানানো হয়। এরপরই এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য।

প্রসঙ্গত, ২০১০ সালের ৯ ডিসেম্বরের পর থেকে ইস্যু করা সমস্ত ওবিসি শংসাপত্র বাতিল করে কলকাতা হাইকোর্ট। সেই রায়ের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। মামলার শুনানি চলাকালীন এ দিন রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিবাল জানান, ১৮ নভেম্বর কলকাতা হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। তাঁর এই সওয়াল শুনে কলকাতা হাইকোর্টের অবস্থান নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই। সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যের ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত কোনও মামলার শুনানি করতে পারবে না কলকাতা হাইকোর্ট, নির্দেশ দেন তিনি।

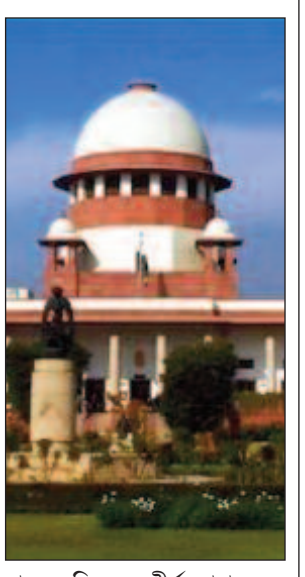

এসআইআরে কমিশনকে হলফনামা জমার নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে হলফনামা দেবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আগামী ১৮ নভেম্বরের মধ্যে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার শুনানিতে মামলাকারী আইনজীবী বিএলওদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়ার আবেদন জানান। এক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি স্মিতা দাসের ডিভিশন বেঞ্চের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, সরকার জানে কীভাবে তার কর্মীদের নিরাপত্তা দিতে হয়। আলাদা করে কোনও নির্দেশ দেওয়ার দরকার নেই।

গত সোমবার বাংলায় এসআইআর ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে এই প্রক্রিয়া। আমজনতার মনে হাজার হাজার প্রশ্ন। তৃণমূলের দাবি, ভোটে ফায়দা নিতে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ছাব্বিশের আগে এসআইআর। এই নিয়ে সরগরম রাজ্য-রাজনীতি। এরই মাঝে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে এসআইআর নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন পিন্টু কারার। কলকাতা হাইকোর্টে আবেদনে মামলাকারী এসআইআরের সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন করেন। একইসঙ্গে আদালতের নজরদারিতে এসআইআর করার কথাও বলেন। শুধু তাই নয়, বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেন এসআইআর প্রয়োজন তা স্পষ্ট করার আর্জিও জানান মামলাকারী। এরপর এদিন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চের এজলাসে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয়। শুনানিতে মামলাকারীর আইনজীবী সওয়ালে ২০০২- এর ভিত্তিতে কেন এসআইআর হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। একই সঙ্গে ২০২৫-এর তথ্যের ভিত্তিতে বাংলায় যাতে এসআইআর করা হয় সেই আবেদনও জানান।

অন্যদিকে, শুনানিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী জানান, ২০০২ সালে শেষবার এসআইআর হয়েছিল। সেই সময় যাদের নাম ভোটার লিস্টে ছিল তাদের নতুন করে কোনও নথি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এদিকে এসআইআর প্রক্রিয়ায় ইতিমধ্যে বিএলওরা বাড়ি বাড়ি যেতে শুরু করেছেন। হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। সে বিষয়টি এদিন কলকাতা হাইকোর্টে তুলে ধরেন মামলাকারীর আইনজীবী। জানান, দিকে দিকে বিএলওরা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছেন, তারা সরকারি কর্মী। তাদের নিরাপত্তা দেওয়া হোক। যদিও এহেন আবেদন খারিজ করে দেয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

আসারামকে জামিন

■ **স্বঘোষিত গুরু আসারাম বাপুকে ছ'মাসের জন্য জামিন দিল গুজরাত হাইকোর্ট। ২০১৩ সালে ধর্ষণের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে যাবজ্জীবন সাজা পেয়েছেন ৮৪ বছরের আসারাম। চিকিৎসার জন্য তাঁকে বৃহস্পতিবার জামিন দিল হাইকোর্ট। এর আগে একই ধরনের মামলায় তাঁকে ছ'মাসের জামিন দিয়েছে রাজস্থান হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার শুনানির সময়ে আসারামের আইনজীবী জানান, তাঁর মক্কেল অসুস্থ। তাঁকে অর্ন্তবর্তী জামিন দেওয়া হোক। রাজস্থান হাইকোর্টের জামিনের কাগজও দেখিয়েছেন তিনি। সরকারি আইনজীবী জামিনের বিরোধিতা করে জানান, আমদাবাদের জেলেও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে আসারামকে। শেষ পর্যন্ত আসারামকে ছ'মাসের জামিন দিল গুজরাত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ।**

'মনের দরজা খুলে' উদ্বোধন কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুরু হল ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। রাজ্যের সাংস্কৃতিক ক্যালেন্ডারের সবচেয়ে প্রতীক্ষিত এই অনুষ্ঠানটি শুরু হল মহাসমারোহে, নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে। ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের নৃত্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। উদ্বোধনী গানে, 'এসো মনের দরজা খোলো, এসো এখনই আলো জ্বালো', সুর-সংগীতের ছোঁয়ায় ছিল এক বিশেষ আবেগ, আর সেই গানের কম্পোজিশন করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী নিজেই।

এদিনের আসরে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক রমেশ সিপ্পি, যাঁকে সংবর্ধনা জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর হাতে দুর্গামূর্তি তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও সুজয় ঘোষকেও সংবর্ধনা জানানো হয়। চলতি বছরে বঙ্গবিভূষণ সম্মান প্রদান করা হয়েছে বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিন্‌হাকে এবং কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়কে। আরতির সম্মান গ্রহণের সময়ের আবেগঘন মুহূর্তে উপস্থিত সকলেই আবিষ্ট হয়ে পড়েন।

উদ্বোধনী ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী স্মরণ করেন ঋত্বিক ঘটক, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, উত্তমকুমার-সহ বাংলা সিনেমার স্বর্ণযুগের সব কিংবদন্তিকে। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, 'চলচ্চিত্র আমাদের আবেগ, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের গর্ব। বাংলা সিনেমা বিশ্বমানের, এই ঐতিহ্য আমরা আগলে রাখব।'

বৃহস্পতিবার ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ছবি: অদিতি সাহা

এই বছর মোট ৩৯টি দেশের ২১৫টি ছবি প্রদর্শিত হবে উৎসবে। তার মধ্যে ১৮টি ভারতীয় ভাষা ও ৩০টি বিদেশি ভাষার ছবি। বিশেষ বিভাগ হিসেবে থাকছে 'গানে গানে সিনেমা', সঙ্গে নানা সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং চলচ্চিত্র বিষয়ক আলোচনা সভা। এবারের উৎসবের ট্যাগলাইন, 'চলচ্চিত্র মেলায় বিশ্ব'। উৎসবের উদ্বোধনী ছবি 'সপ্তপদী', বাংলা চলচ্চিত্রের এক ক্লাসিক। সেই সূত্রেই নন্দন চত্বরে তৈরি হয়েছে এক নস্টালজিক সিনেমা-থিমযুক্ত পরিবেশ। কলকাতার পুরনো অভিজাত বাড়ির আদলে সাজানো দেওয়ালজুড়ে আঁকা হয়েছে 'সপ্তপদী'-র দৃশ্য।

৭ নভেম্বর থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হবে ঋত্বিক ঘটকের ছ'টি কালজয়ী ছবির পুনরুদ্ধারকৃত সংস্করণ, 'বাড়ি থেকে পালিয়ে', 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'অযান্ত্রিক', 'কোমল গান্ধার' ও 'সুবর্ণরেখা'।

নন্দন, রবীন্দ্র সদন, চিত্রা, ইনফোসিস অডিটোরিয়াম, মিতালি, শহরের প্রতিটি প্রেক্ষাগৃহই আগামী এক সপ্তাহে হয়ে উঠবে সিনেমা-প্রেমীদের মক্কা। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়, 'সিনেমা মানেই সংস্কৃতির সেতুবন্ধন, আর কলকাতা সেই সংহতির ঠিকানা।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৪/০৭/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০১২৭ নং এফিডেভিট বলে Swapan Pal S/o. Mohan Pal ও Swapan Kr. Pal S/o. M. Ch. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, No. G/5028129Y RFN/GD PROSENJIT PANJAI, S/o- SAGAR TIRTHA PANJAI hereby declare that in my father's documents his name was recorded as SAGAR-TIRTHA PANJAI. Vide an affidavit Sl. No. 13 sworn before the Notary Public at Krishnagar, Nadia on 03-11-2025 it is proved that SAGAR TIRTHA PANJAI and SAGAR-TIRTHA PANJAI is the same and one identical person.

নাম-পদবী

গত ০৪/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৮২৮ নং এফিডেভিট বলে Suryabhan Yadav S/o. Jangbahadur Yadav ও Sooyar Ban S/o. Jang Bahadur সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৫৫৫ নং এফিডেভিট বলে Sisir Kumar Banerjee S/o. Jadupati Banerjee ও Shishir Kr Banerjee S/o. J. P. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৭ ই নভেম্বর। শুক্রবার । ২০ শে কার্তিক। দ্বীতিয়া তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরি রবি র মহাদশা, ও বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ, সকাল ৬/৫৯ মিঃ পরে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধুদের অন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন শুক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুদদদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বুদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল ভারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন কারে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মেরত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পুর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পারা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের যারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পুজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

(বিজ্ঞানী স্যার সি ভি রমনের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।
দেশনায়ক অশ্বীনি কুমার দত্ত র প্রয়াণ দিবস। শুভ কর্ম বিবাহ।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ০৩/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৫৫৪ নং এফিডেভিট বলে Nirmal Kumar Mondal S/o. Krishna Chandra Mondal ও Nirmal Mondal S/o. K. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/১০/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১০০২৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjib Dey ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sudhanshu Dey ও Lt. S. K. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৮/০৯/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৪০৩ নং এফিডেভিট বলে Somnath Pyne S/o. Prahlad Pyne ও Somnath Pain S/o. P. N. Pain সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৫৬০ নং এফিডেভিট বলে Amal Kumar Ghosh S/o. Matilal Ghosh ও Amal Ghosh S/o. A. Kr. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৮৩০ নং এফিডেভিট বলে Shuvranshu Chakraborty S/o. Satyendra Kumar Chakraborty ও Shubharanshu Chakraborty S/o. S. K. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৮৩১ নং এফিডেভিট বলে Pratap Kumar Ghoshal S/o. Narendra Nath Ghoshal ও Protap Kr Ghoshal S/o. Lt. R. N. Ghoshal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/১১/২০২৫, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭১৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Asgar Ali (old name) S/o. Sk Ansar Ali, R/o. Memari, Amra, Dadpur, Hooghly-712149, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Asgar Ali (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Asgar Ali & Sk Asgar Ali S/o. Sk Ansar Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sk Asraful.

নাম-পদবী

গত ০৪/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৮২৯ নং এফিডেভিট বলে Prasanta Karmi S/o. Manik Chandra Karmi ও Prosanta Karmi S/o. M. Karmi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০৬/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ৩৩১০ নং এফিডেভিট বলে Praloy Mukherjee ও Prolay Mukherjee S/o. Hiren Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/১১/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১০১০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Raidhani Ganguli D/o. A. G. Ganguli (old name), R/o. Kalupukur Panchanantala, Chandannagar, Hooghly-712136, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Jhuma Chatterjee W/o. Muktiprasad Chatterjee (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Raidhani Ganguli D/o. A. G. Ganguli & Jhuma Chatterjee W/o. Muktiprasad Chatterjee & D/o. Arun Gopal Ganguly সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **Joti Chatterjee** @ Jyoti Chatterjee @ Jyotirmoyee Chatterjee D/o. Late Nirapada Mukherjee & W/o. Shri Shyama Prasad Chatterjee, presently resident of 'Diamond City', West Tower-9, Flat No. 3E, 18, Ho-Chi-Minh Sarani, P.O. Sarsuna, Behala, Kolkata-700061, W.B., India, all are the same & one identical person vide an Affidavit No. 04/25 dated 03/11/2025 sworn before Notary Public, High Court, Kolkata.

CHANGE OF NAME

I, **Jitendra Kumar Singh** S/O Triloki Nath Singh residing at S Baksara, Teachers Colony, P.O.- Baksara, P.S.- Santragachi, Dist-Howrah, Pin-711110, West Bengal, hereby declare that in my Driving Licence my name wrongly recorded as **"Jetendra Kr Singh"** in place of my actual name **"Jitendra Kumar Singh". "Jitendra Kumar Singh"** and **"Jetendra Kr Singh"** is the same and one identical person through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Howrah, dt. On 4.11.2025.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী দীপঙ্কর ঘোষ** পিতা ৺সমর ঘোষ ওরফে সমর চন্দ্র ঘোষ, সাকিম পোড়াবাজার, ধনিয়াখালি, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয় বিগত ইং ০৬/০৭/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর.-2, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03498/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(হারুন চোপদার** পিতা আব্দুল রহিম চোপদার সাকিম আলিপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিগত ইং ১২/০৭/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-2, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02352/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **ইসমাতারা খাতুন** স্বামী হারুন চোপদার, সাকিম আলিপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয়াকে ২১ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা ধনিয়াখালী, মৌজা নাকিড়াপাড়া, ২০৯ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. ৮৯ নং তথা হাল এল.আর. ৯ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৩৭৪ নং তথা হাল এল.আর. ৪০৪ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২১ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **ইসমাতারা খাতুন** স্বামী হারুন চোপদার, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ধনিয়াখালী ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **হারুন চোপদার** (আমমোক্তার)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী শিবানী কোলে** স্বামী ৺ভোলা কোলে, মাতা ৺কালিবালা পাল, সাকিম মালিয়াপাড়া, বিঘাটি, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, **২)শ্রী গোবিন্দ পাল, ৩)শ্রী নবকুমার পাল, ৪)শ্রী দিলীপ পাল, ৫)শ্রী কুশ পাল**, ২-৫এর পিতা ৺ভোলানাথ পাল ২-৫এর সাকিম জারুরা, পোলবা, হুগলী-৭১২১৩৮, **৬)শ্রীমতী অসিমা রায়** স্বামী বেচারাম রায়, পিতা ৺ভোলানাথ পাল, সাকিম দিঘানস্বর, নাগবল, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, **৭)শ্রীমতী সুষমা সরদার**, স্বামী কৃষ্ণ সরদার, পিতা ৺ভোলানাথ পাল, সাকিম দেবীপুর ইটখোলা, চন্দননগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১৩৬, **৮)শ্রীমতী চাঁপা মালিক** স্বামী কাশিনাথ মালিক, পিতা ৺ভোলানাথ পাল, সাকিম রানাগাছা, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২, **৯)শ্রী ভোলানাথ অধিকারী** পিতা ভূপেন চন্দ্র অধিকারী, **১০)শ্রী লালমোহন অধিকারী** পিতা শ্রী ভোলানাথ অধিকারী, ৯/১০ সাকিম বৌবাজার শিতলাতলা, খলীসানি, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১৩৮, **১১)শ্রীমতী পূর্ণিমা দাস** স্বামী কানাই চন্দ্র দাস, পিতা শ্রী ভোলানাথ অধিকারী, সাকিম ৯৯ শিতলাতলা, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, ৯নং এর স্ত্রী ও ১০/১১নং এর মাতা ৺শ্যামলী অধিকারী, **১২)শ্রী অধীর পাল ওরফে নন্টি পাল**, পিতা ৺জিতেন্দ্র পাল ওরফে জিতেন্দ্র নাথ পাল, ১৩)শ্রী বিজয় পাল পিতা ৺জিতেন্দ্র পাল, **১৪)শ্রী তপন পাল, ১৫)শ্রী বিমল পাল, ১৬)শ্রী অনিল পাল, ১৭)শ্রীমতী অনিমা বেরা** স্বামী বিশ্বনাথ বেরা, ১৪-১৭নং এর পিতা ৺লাল মোহন পাল, ১২-১৬এর সাকিম জারুরা, পোলবা, হুগলী-৭১২১৩৮, ১৭নং সাকিম ১৪৮/১ খুড়িগাছি নতুনপাড়া, এ্যাঙ্গাস, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২১, বিগত ইং ২৮/০৭/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১-১১নং বিক্রেতাগণ ১)I-07007/2023 নং ও ১২-১৭নং বিক্রেতাগণ ২)I-07014/2023 নং একুনে দুইটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাদেরকে **(১)শ্রী বাপ্পা পাল** পিতা শ্রী গোবিন্দ পাল ও **২)শ্রী রাজু পাল** পিতা শ্রী নবকুমার পাল উভয়ের সাকিম জারুরা, পোলবা, হুগলী-৭১২১৩৮) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমরা বিগত ইং ০৭/০৩/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03066/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ১)শ্রীমতী মধুমিতা পাল স্বামী শ্রী বাপ্পা পাল, ২)শ্রীমতী পার্বতী পাল স্বামী রাজু পাল, উভয়ের সাকিম জারুরা, পোলবা, হুগলী-৭১২১৩৮ মহাশয়াদ্বয়কে মোট ৪৪ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা এ্যারেঙ্গা, ৭৭ নং জে.এল ভুক্ত, ১)হাল এল.আর. ৩০ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৬৪০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩৮ শতকের মধ্যে ০৭ শতক, ২)হাল এল.আর. ৩০ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৬৪১ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৫৮ শতকের মধ্যে ০৯ শতক, ৩)হাল এল.আর. ১৭১ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৬৪০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩৮ শতকের মধ্যে ০৭ শতক, ৪)হাল এল.আর. ১৭১ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৬৪১ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৫৮ শতকের মধ্যে ০৯ শতক, ৫)হাল এল.আর. ৯৭ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৬৪১ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৫৮ শতকের মধ্যে ০৪ শতক, ৬)হাল এল.আর. ১৩৭ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৬৪১ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৫৮ শতকের মধ্যে ০৪ শতক, ৭)হাল এল.আর. ২১৮ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৬৪১ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৫৮ শতকের মধ্যে ০৪ শতক, একুনে উক্ত পাঁচটি খতিয়ানে ও দুইটি দাগে মোট ৪৪ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী মধুমিতা পাল** স্বামী শ্রী বাপ্পা পাল, **২)শ্রীমতী পার্বতী পাল** স্বামী রাজু পাল, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **১)শ্রী বাপ্পা পাল ও ২)শ্রী রাজু পাল** (আমমোক্তারদ্বয়)

নাম-পদবী

আমি, Ashish Kumar Das, S/o- Sarbeswar Das ঠিকানা- গ্রাম ও পোঃ- সৌদখালি, থানা- নন্দীগ্রাম, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৬৪৬, ভুলবশতঃ আমার ছেলে Prankrishna Das এর পাসপোর্টে (No- N5279396) বাবার নাম Asish Kumar Das হয়েছে। আমার ছেলের আধার কার্ডে (No- 26650890 4554) ও ভোটার কার্ডে (No- WZ11848472) বাবার নাম হয়েছে Ashis Das, 03-11-2025 তারিখ জুজিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্টক্লাস), হলদিয়া কোর্টের এফিডেভিট No- 11785 বলে Ashish Kumar Das, Ashis Das ও Ashis Kumar Das এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

সর্বসাধারণের অবগতিকরণ

সর্বসাধারণের অবগতিকরণ এই মর্মে সর্বসাধারণকে অবগত করা যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী শম্পা বসু এবং শ্রীমতী রাধা বসু, যিনি ১৭৮/আর. পি. এম. রায় রোড, কলকাতা- ৭০০০২৭ -এ বসবাসকারী, বর্তমানে ৪২/বি, চেতলা রোড, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০০২৭ (কমবেশী ৩৬৫ স্কোয়ারফিট) সংক্রান্ত সম্পত্তির মালিক।

উক্ত সম্পত্তিটি দলিল নং ১৯৪০৩/ ২০২২, তারিখ ০২/১২/২০২২ অনুসারে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল অনুযায়ী ক্রয়কৃত এবং সম্পূর্ণরূপে কোনো বাধা বা দেনামুক্ত (encumbrance-free) অবস্থায় রয়েছে। যে কোনো ব্যক্তি যদি উক্ত সম্পত্তি বা দলিলের উপর কোনো দাবি বা স্বত্ব দাবি করেন, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে প্রমাণসহ লিখিতভাবে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জমা দিতে হবে।

উক্ত সময়সীমার মধ্যে কোনো দাবি দাখিল না হলে, তা পরিত্যক্ত (waived) বলে গণ্য হবে এবং ভবিষ্যতে কোনো অবস্থাতেই তা গ্রহণযোগ্য হবে না, এবং নির্ধারিত লেনদেন প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে চলবে।

প্রকাশকারী
স্বাক্ষরিত/-
এ্যাডভোকেট, পল্লব কাঞ্জিলাল
ফোন: ৯৮৭৪৮৬৫৫৯৩

This is to notify that my client Sri Shubhrangshu Shekhar Chakraborty, son of Late Dilip Chakraborty of 25M, Sahanagar Road, P.S. Tollygunge, Kolkata- 700026 like to invite objection, if any, by any of the lawful claimant in respect of the property within District Hooghly, P.S. Dhaniakhali within the limits of Sahabazar Gram Panchayat, Bishnupur Sitalabari, Village & P.O. Bishnupur or any other properties left by Bhupendra Nath Chakraborty now deceased within 7(seven) days with proper proof of such claim or demand, failing which no subsequent claim shall be entertained by my aforesaid client regarding any of the properties left by said Bhupendra Nath Chakraborty.
Kaustav Bhattacharya, Advocate
(M) 8017148039

[illegible]

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **মমতাজ বিবি** স্বামী সেখ সবর আলি, সাকিম ভাস্তাড়া, গুড়াপ, হুগলী-৭১২৩০৩, মহাশয়া বিগত ইং ১৯/০৭/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-06630/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(মোস্তাফা মন্ডল** পিতা মরহুম ইলিয়াস মন্ডল সাকিম ভাস্তাড়া, গুড়াপ, হুগলী-৭১২৩০৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি সম্পত্তির অপর শরিক **সাবেরা বিবি** স্বামী মোস্তাফা মন্ডল, সাকিম ভাস্তাড়া, গুড়াপ, হুগলী-৭১২৩০৩ মহাশয়ার সহিত যৌথ ভাবে বিগত ইং ০২/১২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., ধনিয়াখালী, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-04965/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **কামরুদ্দিন সরকার** পিতা মরহুম ইসমাইল সরকার, সাকিম ভাস্তাড়া, গুড়াপ, হুগলী-৭১২৩০৩ মহাশয়কে ০৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা ধনিয়াখালী, মৌজা ভাস্তাড়া, ১৫৩ নং জে.এল ভুক্ত, ১)হাল এল.আর. ১৭৯৭ নং খতিয়ানে, আর.এস তথা হাল এল.আর. ১৩০৮ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩৫ শতকের মধ্যে ১ শতক, ২)হাল এল.আর. ২৬৮৭ নং খতিয়ানে, আর.এস তথা হাল এল.আর. ১৩০৮ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩৫ শতকের মধ্যে ৩ শতক, ও ৩)হাল এল.আর. ২১৬৫ নং খতিয়ানে, আর.এস তথা হাল এল.আর. ১৩০৮ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩৫ শতকের মধ্যে ২ শতক, একুনে তিনটি খতিয়ানে, একটি দাগে মোট ০৬ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে সম্পত্তির অপর শরিকের সহিত যৌথ ভাবে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **কামরুদ্দিন সরকার** পিতা মরহুম ইসমাইল সরকার, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ধনিয়াখালী ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মোস্তাফা মন্ডল (আমমোক্তার)**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)আনিসুর রহমান, ২)হাবিবুর রহমান**, উভয়ের পিতা মরহুম মাসুদার রহমান, **৩)মাসুদ রহমান** পিতা আনিসুর রহমান, সকলের সাকিম বড়পাড়া, চক্ বাঁশবেড়িয়া, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয়গণ বিগত ইং ১৯/০৫/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-04534/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **মহঃ সেখ নাসিম** পিতা মরহুম মহঃ সকুর ওরফে সুকুর আলি সাকিম শিবপুর ২য় বাই লেন, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিগত ইং ৩০/০৫/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-05707/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **খুদা বিবি** পিতা সেখ ওবা, সাকিম বড়পাড়া ডিঙ্গলহাট, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২ মহাশয়াকে **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা চক্ বাঁশবেড়িয়া, ৫২ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩৫১২, ৩৫১৫, ৫৪১৫, ৫৪১৬ ও ৫৭৫৪ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২৯২ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১১ শতকের মধ্যে ০১ কাঠা ০৩ ছটাক ২৯ বর্গফুট বা কমবেশী ২.০২ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **খুদা বিবি** পিতা সেখ ওবা, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency.
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,**
maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

রাজ্যের স্কুলে সকালের প্রার্থনায় 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গাওয়া আবশ্যক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের স্কুলের প্রার্থনায় বাধ্যতামূলক করা হল 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, রাজ্যের সমস্ত সরকার ও সরকার পোষিত স্কুলে প্রতিদিন সকালের প্রার্থনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত এই গান গাইতে হবে। রাজ্য সরকারের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে; এই নিয়ম কার্যকর হবে অবিলম্বে।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পয়লা বৈশাখকে 'রাজ্য দিবস' ঘোষণা করার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটিকে পশ্চিমবঙ্গের 'রাজ্য সংগীত' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্তের পরই শিক্ষা দপ্তর স্কুল স্তরে রাজ্য সংগীত প্রচলনের উদ্যোগ নেয়। বৃহস্পতিবারের নির্দেশিকা সেই সিদ্ধান্তকেই কার্যকর রূপ দিল।

পর্ষদের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মর্যাদা রক্ষায় রাজ্যের স্কুলগুলিতে প্রতিদিন সকালের প্রার্থনায় 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটি গাওয়া আবশ্যক।' রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই প্রতিটি বিদ্যালয়ে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে যাতে স্কুল প্রার্থনায় এই গানটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রয়োজনে গানটির লিরিক্স ও সুরচর্চার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহায়তা করতে বলা হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের উত্তাল সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গানটি রচনা করেছিলেন। দেশের ঐক্য ও বাংলার সাংস্কৃতিক গৌরবের প্রতীক হিসেবে এই গান আজও সমান প্রাসঙ্গিক। রাজ্য সরকারের এক আধিকারিকের কথায়, এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাংলার সংস্কৃতির প্রতি গর্ব ও আত্মপরিচয়ের বোধ আরও মজবুত হবে।

তৃণমূল কর্মীরা ভোটার তালিকার ফর্ম বিলি করছেন, চুপ রয়েছেন বিএলও, ক্ষুব্ধ সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) চলাকালীন ফের বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর দাবি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফালতা বিধানসভার ১৪৬ নম্বর বুথে দায়িত্বপ্রাপ্ত বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও), এর উপস্থিতিতেই তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা বেআইনিভাবে ভোটার তালিকার এনুমারেশন ফর্ম বিলি করছেন।

সুকান্তর অভিযোগ, ওই বুথের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও নিজে দায়িত্ব পালন না করে ফর্ম বিতরণের কাজ তুলে দিয়েছেন শাসক দলের বুথ সভাপতি ও সক্রিয় কর্মীদের হাতে। তাঁর কথায়, এটা প্রশাসনিক নিয়মবিরুদ্ধ, বেআইনি এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক। তৃণমূল এবার ভোটার তালিকাও দখল করতে চাইছে।

অভিযোগ আরও গুরুতর। সুকান্ত জানান, ওই এলাকায় এক স্থানীয় মহিলা যখন তৃণমূল কর্মীর কাছ থেকে ফর্ম নিতে অস্বীকার করেন, তখন তাঁকে ভয় দেখানো হয়, তাঁর মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়, এমনকী তাঁর ওড়না টেনে অপমান করা হয়; আর এই ঘটনাগুলির সবটাই ঘটেছে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও, এর সামনেই, যিনি নাকি নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে থেকেছেন।

সুকান্তর ভাষায়, অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, এই বিএলওর বিরুদ্ধে আগেও অভিযোগ উঠেছিল, কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এমন ব্যক্তিকে আবারও দায়িত্ব দেওয়া প্রশাসনিক দুর্নীতির চূড়ান্ত নিদর্শন।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর দাবি, অবিলম্বে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ, নিরপেক্ষ ও নির্ভীক তদন্ত শুরু করতে হবে। তিনি আবেদন জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন ও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে; এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বিএলও এবং তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এর পাশাপাশি তিনি সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্বকে লক্ষ্য করে। তাঁর তীব্র মন্তব্য; কালীঘাটের তথাকথিত রাজপুত্রকে জানিয়ে দিই, নিজের বিধানসভায় বিএলওদের কেনাবেচা বা ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখার খেলা আর চলবে না। বাংলার নারীরা এখন গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে নেমেছেন। এবার প্রতিরোধ অনিবার্য। রাজ্য রাজনীতিতে সুকান্তর এই বক্তব্য নতুন ঝড় তুলেছে। এসআইআর নিয়ে একদিকে প্রশাসনিক অনিয়মের অভিযোগ, অন্যদিকে নারীর মর্যাদা লঙ্ঘনের ঘটনা; দুইয়ের মিলিত রূপে ফালতার অভিযোগ রাজনৈতিকভাবে আরও বিস্ফোরক হয়ে উঠেছে।

রাজনৈতিক মহলে এখন প্রশ্ন একটাই; ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে প্রশাসনের ছত্রছায়ায় কি চলছে শাসক দলের 'বুথ দখলের' নতুন খেলা?

প্রয়াত সাংবাদিক রত্নেশ কুমার তিওয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রয়াত সাংবাদিক রত্নেশ কুমার তিওয়ারি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৩ বছর। তিনি রেখে গেলেন তাঁর বাবা-মা, স্ত্রী ও ছেলেকে। রত্নেশবাবু প্রেস ক্লাবের সক্রিয় সদস্যও ছিলেন। রত্নেশবাবু নিজের সাংবাদিকতার জীবন শুরু করেছিলেন দৈনিক জাগরণ পত্রিকায়, পরে রাজস্থান পত্রিকা, প্রভাত খবর, চ্যানেল ১০, রিপাবলিক হিন্দিতেও কাজ করেন। তিনি ডিজিটাল মিডিয়াতেই কর্মরত ছিলেন। সাংবাদিক রত্নেশ কুমার তিওয়ারির প্রয়াণে প্রেস ক্লাব গভীরভাবে শোকাহত।

অনাথ আশ্রম ভাঙার প্রতিবাদে ধিক্কার সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ডিএসপির বুলডোজারে রাস্তায় নেমে ধিক্কার সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের দুর্গাপুরে ক্ষোভের জোয়ার! ৩১ অক্টোবর রাত। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার দু'দিনের এক তরফা নোটিশে বুলডোজারের কামড়ে মুহূর্তে মাটির সঙ্গে মিশে যায় ২/১ ট্যাগর প্যালেসের পুনর্নির্মিত পরমানন্দ মিশন অনাথ আশ্রম। সমাজসেবার কেন্দ্রটি মুছে যাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে পশ্চিম বর্ধমান ও পার্শ্ববর্তী জেলা। এরই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টায় সংগঠিত হয় এক ধিক্কার মিছিল। নেতৃত্বে ছিলেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ। পাশে ছিল দুর্গাপুর নাগরিক রক্ষা মঞ্চ। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সমাজকর্মী, শিক্ষক, শ্রমিক সবাই একজোট হন আশ্রম ভাঙার এই ঘটনায় ন্যায়বিচারের দাবিতে। মিছিলটি শুরু হয় ট্যাগর প্যালেস থেকে এবং দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার প্রশাসনিক ভবন গিয়ে শেষ হয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৭ নভেম্বর ২০২৫, ২০ কার্তিক ১৪৩১ শুক্রবার

কারখানায় বিধ্বংসী আগুন

■ শহরে ফের বড় অগ্নিকাণ্ড। ডালহৌসিতে ২১ নম্বর আর এন মুখার্জি রোডে গাড়ির যন্ত্রাংশ তৈরি করার একটি কারখানায় আগুন লাগে। কারখানায় প্রচুর দাহ্য জিনিস মজুত থাকায় দ্রুত আগুন গ্রাস করে কারখানাটিকে। সঙ্গে গোটা এলাকা ঢাকা পড়ে কালো ধোঁয়ায়। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন। আগুন নেভানোর পাশাপাশি দমকলের কর্মীরা ওই এলাকা ফাঁকা করে দেন। আশপাশের দোকানিদেরও নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, ২১ নম্বর আর এন মুখার্জি রোডের একেবারে ঘিঞ্জি এলাকায় এই কারখানাটি। সরু গলির মধ্যে অজস্র দোকান ও ছোট অফিস, গোডাউন রয়েছে। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ হঠাৎই ওই গোডাউনের পিছন থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন সামনের দোকানের কর্মীরা। প্রথমে আশপাশের দোকানিরাই জল ঢেকে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পাশাপাশি গোডাউনের ভিতরে থাকা কয়েক জনকে বাইরে বের করে আনেন। কিন্তু দাহ্য পদার্থ থাকায়, আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে দ্রুত। প্রথমে দমকলের ২ টি ইঞ্জিন আসে, পরে আরও তিনটি। কিন্তু ধোঁয়ায় ততক্ষণে গোটা এলাকা গ্রাস করেছে। অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে ভিতরে ঢুকে কাজ করেন দমকলকর্মীরা। আগুনের থেকে ধোঁয়ার তীব্রতা এত যে সেখানে শ্বাস নেওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

ভোটার তালিকা প্রভাবিত করতে বেআইনি জন্মসনদ বিলি করছে পুরসভা

অভিযোগ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের ভোটার তালিকা সংশোধনের মাঝেই এবার বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, কলকাতা পুরসভা (কেএমসি) পরিকল্পিতভাবে বেআইনি, অনৈতিক এবং অসাধু উপায়ে জন্মসনদ বিলি করছে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে, যাদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বুধবার এক বিবৃতিতে শুভেন্দু বলেন, কলকাতা পুরসভা এখন গণহারে বেআইনি জন্মসনদ বিলি করছে; যা প্রকৃত নাগরিকদের জন্য নয়, বরং এমন সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের দেওয়া হচ্ছে, যাঁরা চলতি বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় বাদ পড়ার মুখে।

তাঁর অভিযোগ, এই কাজটি আসলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বিকৃত করার এক প্রকাশ্য প্রয়াস। শুভেন্দুর কথায়, জন্মসনদ একটি আইনি নথি, যা সাধারণত নবজাতক বা বিরল ক্ষেত্রে দেরিতে নথিভুক্ত জন্মের জন্য দেওয়া হয়। কিন্তু এটিকে রাজনৈতিক প্রকৌশলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ভোটার তালিকা প্রভাবিত করতে। এই ঘটনায় স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী—

তিনি কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরে একটি আরটিআই (আরটিআই) আবেদন জমা দিয়েছেন, গত ৩০ দিনে কতগুলি জন্মসনদ ইস্যু করা হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য জানতে। পাশাপাশি, কলকাতা পুরসভার মুখ্য প্রশাসক তথা মিউনিসিপাল কমিশনারকে চিঠি লিখে তিনি দাবি করেছেন, ৬ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত এবং আগের বছরের একই সময়কাল অর্থাৎ ২০২৪ সালের তুলনামূলক তথ্য প্রকাশ করার জন্য। এই তথ্যের মধ্যে তিনি বিশেষভাবে জানতে চেয়েছেন; মোট কতটি জন্মসনদ ইস্যু হয়েছে, পুরসভার আওতার বাইরে, অর্থাৎ নন-রেসিডেন্টদের মধ্যে কতগুলি ইস্যু হয়েছে, ২০০৭ সালের আগে জন্মগ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে 'লেট রেজিস্ট্রেশন'-এর সংখ্যা কত, এবং সাম্প্রতিক নবজাতকদের জন্মসনদের সংখ্যা কত। শুভেন্দুর সতর্কবার্তা, জন্ম এবং মৃত্যু আইন, ১৯৬৯-এর বিধি লঙ্ঘন করে কোনও বেআইনি পথে জন্মসনদ প্রদান হলে তা সহ্য করা হবে না। তিনি আরও বলেন, এই পুরো প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য যদি হয় বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের বৈধতা দেওয়া এবং ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা, তবে তা গণতন্ত্রের ভিত্তি নষ্ট করবে। আমি নির্বাচন কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি, অবিলম্বে তদন্ত শুরু করা হোক। বিরোধী দলনেতার অভিযোগে নতুন করে রাজনৈতিক অস্থিরতার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে রাজ্যে, বিশেষত যখন ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ (এসআইআর) নিয়ে একাধিক বিতর্ক ইতিমধ্যেই মাথাচাড়া দিয়েছে। শুভেন্দুর এই অভিযোগের পর রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে; কলকাতা পুরসভা সত্যিই কি ভোটার তালিকা বদলে দেওয়ার খেলার মঞ্চ হয়ে উঠছে?

আজ সন্ধে ৮টার পর এসএসসির একাদশ-দ্বাদশের ফলপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ এসএসসি-র একাদশ-দ্বাদশের ফলপ্রকাশ। সন্ধ্যা ৮ টার পর ফলপ্রকাশ হবে। এদিকে ফল প্রকাশের আগে বারবার খতিয়ে দেখা হচ্ছে রেজাল্ট। চাকরিহারাদের ভাগ্য ঝুলছে এই রেজাল্টের ওপর। সূত্রের খবর, ৮ জন চাকরিপ্রার্থীর নথি যাচাই করছে এসএসসি। এসএসসি সূত্রে খবর, এই আট জন চাকরিপ্রার্থী দাবি করেন, তাঁরা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকতা করেন। তাঁদেরও যাতে রাজ্যের চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের মতো অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর দেওয়া হয়, তা বিবেচনা করতে। উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার আগেই ঘোষণা করেছিল, রাজ্যের স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক শিক্ষককে তাঁদেরকে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর দেওয়া হবে।

এদিকে ওই আট জন চাকরিপ্রার্থী কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন। হাইকোর্ট ওই চাকরিপ্রার্থীদের নথি যাচাই করার নির্দেশ দিয়েছে এসএসসিকে। এই চাকরিপ্রার্থীরা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নম্বর পাওয়ার যোগ্য কি না তার নথি যাচাই করে জানাবে এসএসসি। সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকালে সল্টলেকের আচার্য সদনে নথি যাচাইয়ের জন্য তাঁদের ডেকে পাঠানো হয়।

প্রথমে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির ফল প্রকাশিত হবে, তারপর তার নথি যাচাই ও ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। তারপর নবম দশমের নথি যাচাইয়ের পর ইন্টারভিউ হবে। দু'টি স্তর মিলিয়ে শূন্যপদ ৩৫ হাজার ৭২৬টি। তার মধ্যে একাদশ ও দ্বাদশের ১২ হাজার ৫১৪টি শূন্যপদ রয়েছে। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে আবেদন করেছিলেন দু'লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৪৩ জন। তার মধ্যে ৩ হাজার ১২০ জন বিশেষ ভাবে সক্ষম। ৯৩ শতাংশ পরীক্ষায় বসেছিলেন। ১০০টি শূন্যপদের জন্য ডাক পাবেন ১৬০ জন চাকরিপ্রার্থী। এর ফলে ৩৫ হাজার ৭২৬ টি শূন্যপদের জন্য ডাক পাবেন ৬০ হাজার চাকরিপ্রার্থী। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। কার্যত রোষের মুখে পড়েছিল কমিশন এবং রাজ্য সরকার। ফলে, সুপ্রিম কোর্টেও ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিল হয়ে যায়। তাতে চাকরি হারান প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী। শীর্ষ আদালতেরই নির্দেশে সেই পরীক্ষাই আবার নতুন করে হয়।

ফর্ম বিলির সময়ে হাতাহাতি

■ এসআইআরের ফর্ম বিলির মাঝেই বিজেপির বিএলএ ও তৃণমূল কর্মীর হাতাহাতি! উত্তপ্ত হয়ে উঠল লেকটাউনের বিধানপল্লি। স্থানীয় সূত্রে খবর, বিএলএকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বিএলও জানান, তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হবেন। যদিও এই বিএলএ-এর সঙ্গে থাকা বিএলও এবিষয়ে কিছুই জানেন না বলে দাবি করেছেন। এসআইআর চলছে রাজ্যে। এখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলি করছেন বিএলওরা। তাঁদের সঙ্গে থাকছেন বিএলএ-রা অর্থাৎ যাঁরা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি। বৃহস্পতিবার সকালে লেকটাউন বিধানপল্লিতে যান ওই এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও। সঙ্গে ছিলেন বিএলএ-২ অর্থাৎ বিজেপির বিএলএ। তাঁর দাবি, তিনি যখন বিএলও-এর সঙ্গে কাজ করছিলেন তখন তৃণমূল কর্মীরা জমায়েত করেন। কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। হাত থেকে খাতা টেনে নেন। এক তৃণমূল কর্মী তাঁকে চড়ও মারেন বলে অভিযোগ। এদিকে তৃণমূলের অভিযোগ, বিএলএ-ই চড় মারেন এক কর্মীকে। বিজেপির বিএলএ ও তৃণমূল কর্মীর আক্রমণ-পালটা আক্রমণে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। দীর্ঘক্ষণ পর শান্ত হয় এলাকা। এদিকে সঙ্গে থাকা বিএলও'র দাবি, তিনি নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কীভাবে ফর্ম পূরণ করতে হবে তা বোঝাচ্ছিলেন। সেই কারণে তিনি জানেন না ঠিক কী ঘটেছে।

অনিকেতকে পোস্টিং দিতে হবে আরজি করেই, নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোকে পোস্টিং দিতে হবে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজেই। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু রায়ের সিঙ্গল বেঞ্চের রায় বহাল রেখে এমনটাই জানাল বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ। গত ২৪ শে সেপ্টেম্বরের নির্দেশ বহাল রাখল ডিভিশন বেঞ্চ। প্রসঙ্গত, পোস্টিং বিতর্কে রাজ্যের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন অনিকেত মাহাতো।

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের পরিবর্তে অনিকেত মাহাতোকে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ পোস্টিং দেওয়া হয়। ২৭ মে ২০২৫ এই পোস্টিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। অনিকেত মাহাতো দাবি করেন, তার র‍্যাঙ্ক ২৪। আরজি কর হাসপাতালে অ্যানাস্থেসিয়া বিভাগে ৪ টি শূন্যপদ আছে। তার মধ্যে ১ টি শূন্যপদে মেধাতালিকায় অনিকেতের আগে থাকা একজন চিকিৎসককে নিয়োগ করা হয়েছে। ২টি শূন্যপদে ২৬ এবং ৩৪ র‍্যাঙ্ক করা দুই চিকিৎসককে নিয়োগ করা হয়েছে। অথচ অনিকেত নিয়োগ পাননি। ৮৭১ জনের মধ্যে ৮৬৯ জনের পোস্টিং এসওপি অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর মেনেই হয়েছে। তবে অনিকেত মাহাতো সহ দু'জন চিকিৎসকের ক্ষেত্রে এই এসওপি মানা হয়নি। এরপরই বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু জানান, রাজ্য এর কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। এর পাশাপাশি বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর পর্যবেক্ষণে বলেন, এসওপি তৈরিই করা হয় যাতে প্রত্যেকে সমানাধিকার পান। এসওপিকে মান্যতা না দিয়ে রাজ্য সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারা অর্থাত সমানাধিকার সংক্রান্ত ধারা অমান্য করতে পারে না। প্রসঙ্গত, চলতি বছরে তিন চিকিৎসকের প্রথম পোস্টিংয়ের জায়গা বদল নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধে। অনিকেত মাহাতো, আসফাকুল্লা নাইয়া ও দেবাশিস হালদার, তিন জনই আরজি কর আন্দোলনের মুখ। কাউন্সেলিংয়ে দেবাশিস হালদারকে মালদার গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে, অনিকেত মাহাতোকে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ও আসফাকুল্লাকে পুরুলিয়ায় পাঠানো হয়।

শুরু হল এক সপ্তাহব্যাপী কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। সৌরভকে উত্তরীয় পরিয়ে, দুর্গা মূর্তি দিয়ে সম্মান জানান দেব। অন্যদিকে কালজয়ী সংগীত শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়কে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হয়।

এসআইআর বিজেপির চক্রান্ত, আতঙ্কিত হবেন না, আমরা পাশে আছি: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া (এসআইআর) নিয়ে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক তরজা। এই পরিস্থিতিতেই বৃহস্পতিবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে শোনা গেল স্পষ্ট বার্তা; এসআইআর বিজেপির চক্রান্ত! আতঙ্কিত হবেন না, আমরা পাশে আছি।

অভিষেকের অভিযোগ, বিজেপি ভোটার তালিকা সংশোধনের নাম করে রাজ্যে ভয় ও বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তাঁর কথায়, এসআইআর এর নামে মানুষের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু বাংলার মানুষকে আমি আশ্বস্ত করতে চাই; কাউকে একা থাকতে হবে না। তৃণমূল আপনার পাশে রয়েছে, থাকবে। তিনি জানান, সাধারণ মানুষের সহায়তার জন্য রাজ্যজুড়ে একযোগে শুরু হচ্ছে বিশেষ হেল্পডেস্ক ব্যবস্থা। কলকাতা পুরসভা থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত পঞ্চায়েত পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে খোলা হবে এই হেল্পডেস্ক, যেখানে নাগরিকেরা ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যায় সাহায্য পাবেন।

রাজ্যের 'শিশুসাথী' প্রকল্পে ৬৩ হাজারেরও বেশি শিশুর বিনামূল্যে চিকিৎসা, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের শিশুস্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার রাতে এক্স -এ মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সবসময়ই আমাদের শিশুদের সর্বোত্তম স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০১৩ সালে শুরু হওয়া 'শিশু সাথী' প্রকল্পের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত জন্মগত হৃদরোগ, ঠোঁট বা তালু ফাটা, ক্লাবফুট এবং নিউরাল টিউব ডিফেক্টে আক্রান্ত ৬৩ হাজারেরও বেশি শিশুর বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়েছে। এই প্রকল্পে রাজ্য সরকারের ব্যয় হয়েছে ৩০০ কোটিরও বেশি টাকা, যাতে কোনও শিশুই চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হয়।

২০১৩ সালে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে শুরু হয়েছিল এই 'শিশু সাথী' প্রকল্প। মূল উদ্দেশ্য; আর্থিক অনটনে থাকা পরিবারগুলির সন্তানদের বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা ও জটিল অস্ত্রোপচারের সুযোগ করে দেওয়া। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি ও সহযোগী হাসপাতাল এই প্রকল্পের আওতায় যুক্ত রয়েছে। জন্মগত হৃদরোগ, ঠোঁট ও তালু ফাটা, ক্লাবফুট কিংবা নিউরাল টিউব ডিফেক্টের মতো জটিল রোগে আক্রান্ত শিশুদের এই প্রকল্পে বিনা খরচে চিকিৎসা করানো হয়। মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ;

NABAGRAM PEOPLES' CO-OPERATIVE CREDIT BANK LTD.
11, Vivekananda Road, P.O: Nabagram, Dist: Hooghly, Pin-712246
Ph:(033) 2673-0919 / 0944 / 0966

SITUATION VACANT Date:07/11/2025

Applications are invited from eligible candidates for the following post:-
Post: C.E.O (Chief Executive Officer)
Eligibility: 1) Graduation in any discipline.
2) Professional certification at the senior level in the Banking sector with minimum 8years of experience.
3) Preferably, the age should not be less than 35 years and not more than 70 years.
4) Knowledge of Bengali language must.
Option 1: Please send your Resume at: 1) npccbl1962@gmail.com or 2) admin@nbgcoopbank.com
Option 2: Please send your Resume **by 10/12/2025**, in envelop to the above-mentioned registered office.

W. B. State Govt. Employees' Co-operative C.S. Ltd.
Chinsurah, Hooghly-712101
Regd. No. 61 of 1918 Dated 6. 2.1918

রাজ্য সরকারী কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিতে ট্রেনি নিয়োগ

ট্রেনি নিয়োগ করবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের হুগলী কালেক্টরেট শাখা। ফ্রেশার বি.কম ও বি.টেক ডিগ্রিধারীরা আবেদনের যোগ্য। প্রার্থী বাছাই হবে সরাসরি ইন্টারভিউ এর মাধ্যমে। বয়সসীমা ০১.০১.২০২৫ তারিখ হইতে ২১ থেকে ৪০ এর মধ্যে হতে হবে। ট্রেনিরা প্রতি মাসে স্টাইপেন্ড পাবেন। মোট ১ (এক) বছরের ট্রেনিং হবে। নিজের বায়োডাটা সহ সকল প্রকার শিক্ষাগত ও পরিচয়ের নথি (আসল ও জেরক্স) সাথে নিয়ে সরাসরি ইন্টারভিউ আসবেন।

● **ইন্টারভিউ হবে আগামী ১৬/১১/২০২৫ সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টো পর্যন্ত।**
ইন্টারভিউ হবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের হুগলী কালেক্টরেট শাখা অফিসে। শুধুমাত্র হুগলী জেলার বাসিন্দারাই এই পদে আবেদন করতে পারবেন।

● পদ: ট্রেনি, ● শূণ্যপদ : ২ (দুই), ● বয়সসীমা : ২১ থেকে ৪০
● শিক্ষাগত যোগ্যতা : বি.কম ও বি.টেক (কম্পিউটার সায়েন্স)
● জাতি : সাধারন (১টি) এস.সি/এস.টি (১টি) ● স্টাইপেন্ড : ৯০০০/- (প্রতি মাসে)
** বায়োডাটা সহ সকল নথি (আসল ও জেরক্স) সহ ৪ কপি রঙিন ছবি নিয়ে আসতে হবে।
**বিশদে জানতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের হুগলী কালেক্টরেট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

SBI
এসবিআই এইচএলসি হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ই-মেল - sbi.10263@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)

LOAN ACCOUNT NO. :- 37760850629 (HBL)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি - হাওড়া শাখা অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে দাবি নোটিশ **১৮.০৮.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী পুলিন কুমার দাস,** ঠিকানা ফ্ল্যাট নং ২০১, ৩য় তল, ৪০৯, মোহিয়ারি রোড, পো - সাঁত্রাগাছি, হাওড়া - ৭১১১১২ নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২১,৮২,৯৫৬.০০ টাকা (একুশ লাখ বিরাশি হাজার নশো ছাপান্ন টাকা) ১৮.০৮.২০২৫ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ সহ** আদায়দানের জন্য ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া শাখার** নিকট বকেয়া **২১,৮২,৯৫৬.০০ টাকা (একুশ লাখ বিরাশি হাজার নশো ছাপান্ন টাকা) ১৮.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট মার্বেল মেঝে সহ ফ্ল্যাট নং ২০১ উত্তর মুখী তিনতলায় পরিমাপ আনুমানিক ৭৫০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া , দুই বেড রুম, এক বাথরুম,এক কিচেন, এক ডাইনিং তথা লিভিং হল এক ব্যালকনি, উক্ত জি-৩ চার তলা ভবনে অবস্থিত হাওড়া পুরসভা হোল্ডিং নং ৪০৯, মোহিয়ারি রোড, আরআই ফ্ল্যাগ নং ৭৭৭, এলআর দাগ নং ৮৪৪, ৮৪৫, আরএস খতিয়ান নং ৯৯৫, এলআর খতিয়ান নং ২০১৭/১ অবস্থিত মৌজা সাঁতরাগাছি, জেএল নং ৪, থানা : জগাছা, জেলা : হাওড়া -৭১১১১২, এইচএমসি ওয়ার্ড নং ৪৮, জোল এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার , হাওড়া অফিস অধিক্ষেত্রে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ। ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে : খোলা জায়গা;দক্ষিণে : সিঁড়ি এবং ফ্ল্যাট নং ২০২,; পূর্বে : খোলা জায়গা; পশ্চিমে : খোলা জায়গা। **সম্পত্তি শ্রী পুলিন কুমার দাস এর নামে। উল্লেখ্য দলিল নং ০৫১৩০৩৭১৭-২০১৮ সালের,** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫১৩-২০১৮, পৃষ্ঠা ১১০৫১৫ থেকে ১১০৫৬৯, ডিএসআর-২, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।

বিঃদ্রঃ দখলের নোটিশটি ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা তা না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই নোটিশটিকে পরিষেবার একটি বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তারিখ - ০৪.১১.২০২৫
স্থান - জগাছা, হাওড়া

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড
(কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের একটি সহায়ক প্রতিষ্ঠান)

ইসিএলের কেন্দা এলাকার ওয়েস্ট কেন্দা ওসিপি (নিউ কেন্দা ওসিপি প্যাচ, কোয়ারি ৩) জন্য জমি কেনার প্রস্তাব করা হয়েছে। নিম্নলিখিত প্লটের জমির মালিকদের, যা ECL ওয়েবসাইটেও প্রকাশিত হয়েছে, তাদের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা তাদের অনুমোদিত মালিকানার নথি এজেন্ট নিউ কেন্দা কলিয়ারি, কেন্দা এরিয়া অফিসে জমা দিন। ওয়েস্ট কেন্দা ওসিপি (নিউ কেন্দা ওসিপি প্যাচ, কোয়ারি ৩) সম্পর্কিত প্লটগুলির আরও বিশদ জানতে দয়া করে আমাদের ওয়েবসাইট **www.easterncoal.nic.in**. লগ ইন করুন।

২০৭৩ (পি), ২১২১, ২১২২, ২১২৩, ২১২৪, ২১২৫, ২১২৬, ২১২৭ (পি), ২১৩১, ২১৩৬, ২১৩৭, ২১৩৮, ২১৩৯, ২১৪০, ২১৪১, ২১৪২ (পি), ২১৫৯, ২১৬০ (পি), ২১৬৫, ২১৬৭, ২১৬৮, ২১৬৯, ২১৭০, ২১৭১, ২১৭২, ২১৭৩, ২১৭৪, ২১৭৫, ২১৭৬, ২১৭৭, ২১৮১, ২১৯০, ২১৯৩ (পি), ২১৯৪, ২১৯৫, ২১৯৬, ২১৯৭, ২১৯৯, ২২০১, ২২০২, ২২০৩, ২২০৪, ২২০৫, ২২০৬, ২২০৭, ২২০৮, ২২০৯, ২২১০ (পি), ২২১১, ২২১৩, ২২১৪, ২২১৫ (পি), ২২১৬ (পি), ২২২০, ২২৫৪, ২২৫৬, ২২৭৬, ২২৭৭, ২২৮২, ২২৮৩, ২২৮৫, ২২৮৬, ২২৮৭, ২২৮৮, ২২৯১ (পি), ২২৯২, ২২৯৩, ২২৯৪, ২২৯৫, ২২৯৬, ২২৯৭, ২২৯৮, ২২৯৯, ২৩০০, ২৩০১, ২৩০২,

মৌজা- কেন্দা, জে এল নং ৭৩, থানা- জামুরিয়া, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান

২৩৩৪ (পি), ২৩৮৯, ২৩৯০, ২৩৯৫, ২৩৯৬, ২৩৯৭, ২৩৯৮, ২৩৯৯, ২৪০৩ (পি), ২৪০৫, ২৪০৬, ২৪০৭, ২৪১১ (পি), ২৪১৯ (পি), ২৪২০, ২৪২১, ২৫৪৪, ২৫৫৪, ২৫৫৮, ২৫৭০, ২৫৮১, ২৫৮৩ (পি), ২৫৮৫, ২৫৮৬, ২৫৮৭, ২৫৮৮, ২৫৮৯, ২৫৯০, ২৫৯১, ২৫৯৭, ২৫৯৮, ২৫৯৯, ২৬০০, ২৬০৫, ২৬০৬, ২৬০৯, ২৬১০, ২৬১১, ২৬১২, ২৬১৩, ২৬১৪, ২৬১৫, ২৬১৬, ২৬১৭, ২৬১৮, ২৬১৯, ২৬২০, ২৬২১, ২৬২২, ২৬২৩, ২৬২৪, ২৬২৫, ২৬২৬, ২৬২৭, ২৬২৮, ২৬২৯, ২৬৩০, ২৬৩১, ২৬৩২, ২৬৩৩, ২৬৪৫, ২৬৫১, ২৬৩২/২৭০৩. ২২৫০/২৭১২ (পি), ২৬১৯/২৭৪৯, ২১১০/৩০৪১, ২১৯৯/৩০৪৬, ২১৯৯/৩০৪৭, ২২০২/৩০৪৮, ২২০৮/৩০৪৯, ২২০৮/৩০৫০, ২২০৮/৩০৫১, ২২৮৭/৩০৫৯, ২২৮৮/৩০৬০, ২২৯২/৩০৬১, ২২৯২/৩০৬২, ২৩০০/৩০৬৩, ২৩০০/৩০৬৪, ২৩০০/৩০৬৫, ২৩০০/৩০৬৬, ২৩০০/৩০৬৭, ২৩১৭/৩০৭১, ২৩১৭/৩০৭৪, ২৬৩৩/৩১৮১, ২৬৩৩/৩১৮২, ২৩১৬/৩০৮৩, ২৩১৬/৩০৮৪ (পি), ২৪২১/৩০৮৭, ২৫৪৪/৩১৩৪, ২৫৪৪/৩১৩৫, ২৫৪৪/৩১৩৬, ২১৪২/৩১৫৩, ২১৪২/৩১৫৫, ২১৪২/৩১৫৬, ২১৪২/৩১৫৭, ২১৪২/৩১৫৯, ২১৪২/৩১৬০, ২৫৮৯/৩১৭১, ২৬৮৯/৩১৭২, ২৫৯৬/৩১৭৫, ২৫৯৬/৩১৭৬, ২৬৩১/৩১৭৭, ২৬৩১/৩১৭৮, ২৬৩৩/৩১৭৯, ২৬৩৩/৩১৮০, ২৬৩৩/৩১৮৩, ২৬১৪/৩১৮৪, ২৬১৪/৩১৮৫, ২৬১৪/৩১৮৬, ২৬১৫/৩১৮৭, ২৬১৫/৩১৮৮, ২৬১৫/৩১৮৯, ২৬৫১/৩১৯০, ২৬৫১/৩১৯১, ২৬৫১/৩১৯২, ২৬৫১/৩১৯৩, ২৬৫১/৩১৯৪, ২৬৫১/৩১৯৫, ২৬৫১/৩১৯৬, ২৬৫১/৩১৯৭, ২৬৫১/৩১৯৮, ২৬৫১/৩১৯৯, ২৬৫১/৩২০০, ২৬৫১/৩২০১, ২৬৫১/৩২০২, ২৬৫১/৩২০৩, ২৬৫১/৩২০৪, ২৬৫১/৩২০৫, ২৬৫১/৩২০৬, ২৬৫১/৩২০৭, ২৬৫১/৩২০৮, ২৬৫১/৩২০৯, ২৬৫১/৩২১০, ২৩১৭/৩৩০৬, ২৩১৮/৩৩২৬, ২৩০২/৩৩৪৫, ২৬২০/৩৪০৩, ২৩১৮/৩৪৩১, ২৬১৮/৩৪৩৪, ২৬১৮/৩৪৩৫, ২৫৭৫/৩৪৫৬

এইচওডি, ভূমি
কেন্দা এরিয়া

CBC - 04106/12/0050/25-26

সম্পাদকীয়

প্রযুক্তির ভূত, এমআইটির গবেষণায় ভয়াবহ ইঙ্গিত

নিজেদের অজান্তেই এক ভয়ঙ্কর প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে। এই প্রজন্ম আর কোনও পরিস্থিতিতেই মাথা খাটাতে নারাজ। হোমওয়ার্ক থেকে শুরু করে স্কুলের প্রোজেক্ট, ছবি আঁকা বা রচনা লেখা — সবেতেই তাঁরা ক্রমশ এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর হয়ে উঠছে। অভিভাবকরাও ঘাড় থেকে বোঝা নামাতে ছেলেমেয়েদের ওই দিকেই ঠেলে দিচ্ছেন। মুহূর্তেই হয়ে যাচ্ছে কাজ। এ এক অশনি সংকেত। না জেনেই আমরা এভাবে সর্বনাশ করছি আগামী প্রজন্মের। এই বিষয়ে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি বা এমআইটি-র এক গবেষণা সম্প্রতি সামনে এসেছে। সেখানেই উঠে এসেছে এক ভয়াবহ প্রজন্মের ছবি। এমআইটির গবেষকেরা একটি সমীক্ষা চালাচ্ছেন গত দু'বছর ধরে। তাঁরা বলছেন, আমেরিকায় প্রায় ২৪ শতাংশ ছেলেমেয়ে তাঁদের স্কুলের পড়ায় ব্যাপক ভাবে এআই-কে কাজে লাগাচ্ছে। এদের বয়স ১৩ থেকে ১৭-র মধ্যে। হোমওয়ার্ক থেকে অ্যাসাইনমেন্ট লেখা বা প্রজেক্টের কাজেও ভরসা সেই যান্ত্রিক মস্তিষ্ক বা এআই। এমআইটির গবেষকেরা ৫৪ জন পড়ুয়াকে নিয়ে একটি পরীক্ষা করেন। তাদের তিনটি দলে ভাগ করে প্রত্যেককে রচনা লিখতে দেওয়া হয়। একটি দল নিজের মাথা খাটিয়ে লেখে, অন্য দল গুগল হাতড়ে তথ্য জোগাড় করে ও তৃতীয় দল পুরোপুরিই এআই-কে কাজে লাগিয়ে রচনাটি লেখে। ফেলে। পরে ইলেক্ট্রোএনসেফ্যালোগ্রাফি যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা যায় যারা নিজের বুদ্ধি ও সৃজনশীলতা দিয়ে রচনা লিখেছে তাদের বুদ্ধিমত্তা ও মেধা অনেক বেশি। যারা গুগলের সাহায্য নেয় তাদের আত্মবিশ্বাস অনেক কম ও যারা এআই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েছে তাদের চিন্তাশক্তি ও ভাবনার পরিসর একেবারেই তলানিতে চলে গিয়েছে। কোনও কাজেই তারা সঠিক ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। যান্ত্রিক মস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীলতাই এই পরিণতির কারণ। এমন উদাহরণ কেবল বিদেশে নয়, এই দেশেও দেখা যাচ্ছে। এর থেকে মুক্তির ওপায়টা কী ভেবে পাচ্ছেন না বিশেষজ্ঞরা। তবে সবাই একমত একমাত্র অভিভাবকরা কড়া হাতে হাল ধরলে পরিস্থিতি কিছুটা বদলাতে পারে।

আজকের দিন

১৯৬৬ সালের ৭ নভেম্বর, তপস্বী, নাগা সাধুদের নেতৃত্বে এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এবং ভারতীয় জনসংঘ (ওরফে জনসংঘ) সমর্থিত হিন্দু বিক্ষোভকারীদের একটি দল গোহত্যাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার প্রতিবাদে ভারতীয় সংসদের সামনে উপস্থিত হয়। এই ঘটনার ফলে একটি দাঙ্গা শুরু হয় যার ফলে ৭ জন নিহত এবং শত শত আহত হয়। নগর কর্মকর্তারা মোট ক্ষতির পরিমাণ ১ বিলিয়ন টাকা বলে অনুমান করেছেন; অসংখ্য যানবাহন ও দোকাল ধ্বংস করা হয়। এই পর্বটি ছিল হিন্দু সমাজে শ্রদ্ধার ঐতিহ্যবাহী প্রতীক গরু রক্ষার জন্য হিন্দু অধিকারের দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি। ১৯৬৫ সালের শেষের দিকে লবিং গোষ্ঠী, নাগা সাধু এবং অনেক ধর্মীয় ধর্ম আচার্য এবং প্রভাবশালী হিন্দু ধর্মীয় সংগঠনের অংশগ্রহণে এক সভায় এক বছরব্যাপী বিক্ষোভ ও পিকেটিংয়ের কর্মসূচি শুরু হয়, যার পরিণামে সংসদ অভিমুখে পদযাত্রার পরিকল্পনা করা হয়। জনসংঘ এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিল। বিক্ষোভটি তৎকালীন সরকারের প্রধান নেতাদের লক্ষ্য করে করা হয়েছিল। দুই সপ্তাহ পরে, প্রভাবশালী সাধুরা প্রতিবাদে তাদের অনশন শুরু করেন; তবে, ফ্রন্টে ফাটল দেখা দিতে শুরু করে এবং গান্ধী গরু জবাই নিষিদ্ধ করার সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণের জন্য একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেন। ফ্রন্টটি ধারাবাহিকভাবে ভোটে পরাজিত হয়, মনোনীতরা অবশেষে পদত্যাগ করেন, কমিটি কখনও কোনও প্রতিবেদন তৈরি করে না এবং রাজনীতিবিদরা জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুকে বিষয়টি থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। এই ঘটনাটি বহু বছর ধরে জাতীয় রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছিল।

জন্মদিন

আজকের দিন

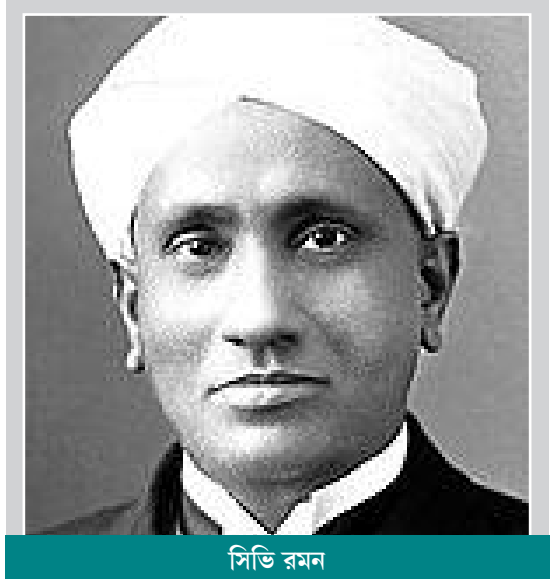

সিভি রমন

১৮৮৮ বিশিষ্ট নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী সি ভি রমনের জন্মদিন।
১৯৫৪ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা কমল হাসানের জন্মদিন।
১৯৭১ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর জন্মদিন।

দার্জিলিং ও আলিপুরদুয়ার

সবুজ স্বপ্নে গেরুয়া কাঁটা

সুবীর পাল

বহু আলোচিত, সমালোচিত, বিতর্কিত এসআইআরয়ের ঘনঘটায় পশ্চিমবঙ্গ আজ সারা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তুলেছে। কার্যত যেন এই ভূখণ্ডে বেঁধে গিয়েছে সাংবিধানিক প্রয়োগের সঙ্গে অসাংবিধানিক প্রতিবাদের মজারু যুদ্ধ। গণতন্ত্রের মৌতাতে। সেখানেই উত্তুরে নির্বাচনী বাতাস যেন পুরো দমে আছড়ে পড়েছে পাহাড়ি প্রান্তরেও।

অবশেষে নির্ঘন্ট জারি যে হইয়াই গেল।

বহু বিতর্কিত সেই নির্ঘণ্ট। ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের।

যদিও চলতি ইংরেজি বছর পেরোলেই রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন একেবারে এ দুয়ার প্রান্তে। তবে এ নির্ঘন্ট যে সেই ভোট বাদ্যির নির্ঘন্ট নয় তাই বলে। এ হলো এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সংশোধনের নির্ঘন্ট। যা এই বছরের ২৭ অক্টোবর নয়া দিল্লির বিজ্ঞান ভবণ থেকে ঘোষিত হয়েছে। রাজ্যওয়াড়ি ভোটার তালিকা নিবিড় সংস্কারের নিমিত্তে। সমগ্র দেশের চালচিত্রে। বাংলা সহ বারোটি রাজ্যে ২৮ অক্টোবরের যাত্রাপথ সুচনা থেকে।

বাঙালির বহুর পুজো পর্ব আপাতত শেষ। সুতরাং ভোটের তাপ উত্তাপের মৌসুমী বায়ু যথা নিয়মে মৃদু হলেও ঢুকেই পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরে, তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে। এসআইআরয়ের বিরোধীতায় তৃণমূলের পরিস্কার স্বঘোষিত স্ট্যান্ড হলো, বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী। অন্যদিকে, বিজেপির আস্তিন গোটানো বডি ল্যাঙ্গুয়েজে ক্রমশঃ প্রকাশ্য, দুধেল গাই দূর হটো এসআইআর পারলে রোখো। আর বঙ্গজ কংগ্রেস ও আলিমুদ্দিনের সিপিএম তো বিতর্কের উষ্ণ ওম সেঁকছে এখনও তাড়িয়ে তাড়িয়ে। হ্যাঁ বা না'য়ের খো খো কোর্টের কোন দিকে অবশেষে ঝাঁপ মারবে তা এখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি তারা।

রাজ্যে এসআইআর লাগু প্রসঙ্গে রাজনৈতিক দলগত রণং দেহী ট্যাগ অফ ওয়ারের এমন অবস্থান নিয়ে কিন্তু বেশ চুটিয়ে উপভোগ করছেন সিংহভাগ রাজ্যবাসী। কেউ কেউ ফিসফিসিয়ে বলছেন, 'শেষমেশ রাজ্যে না আবার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়ে যায়। যা গন্ডগোলের হাওয়া দেখছি।' উল্টোদিকে অনেকেরই মন্তব্য শোনা যাচ্ছে, 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল, সব ম্যানেজ হয়ে যাবে বুঝলেন।'

বিতর্ক তো হবেই। সামনে যখন ভোটের হাতছানি। বিধানসভার পটভূমিতে। আবার রাজ্যটির নাম যদি হয় পশ্চিমবঙ্গ। তবে এই রাজ্যে দুটি ক্ষেত্র ভূমি কিন্তু অদ্ভুত রকমের দ্বিধা বিভক্ত। সংবিধানের কলমের দাগে যদিও এই দুই প্রান্তর মিলিমিশি করি কাজ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ। কিন্তু বাস্তবের আঁচড়ে কি অবাক করা অমিলের আড়াআড়ি দুটি পৃথক বঙ্গবিশ্ব। একটি দক্ষিণবঙ্গ। অপরটি উত্তরবঙ্গ।

তবে সামাজিক চালচিত্রে উত্তরবঙ্গ যে বরাবরের প্রশাসনিক মহলে অনেকটাই দুয়োরানি স্বরূপ, এটা ভারতবাসী হিসেবে এক সদ্যজাত শিশুও জানে। এক্ষেত্রে স্থানীয় আমজনতা যে গবেষণাগারের অনেকটা পোষ্য গিনিপিগ হলেও রাজনৈতিক অআকখ'তে তাঁরা আবার চাকুমচুকুম খাসা হটকেক। যেমনটি সব ঝুট হ্যায় আড়ালে রাজ্য প্রশাসনের উত্তরকন্যার স্বঘোষিত হরিহর আত্মা সাথী পাহাড়কন্যাকে প্রোজেক্ট করা হয় বিশ্ববাংলা জুড়ে। হাজার হলেও শৈলশহর দার্জিলিং বলে কথা। এটাও তো আবার লোকসভার নিরিখে একটা প্রেস্টিজিয়াস কেন্দ্র হিসেবে চির চিহ্নিত। সারা ভারতের নির্বাচনী ময়দানের প্রেক্ষাপটে।

তবে সাম্প্রতিক কালের রাজনীতিতে দার্জিলিং যেন বড্ড বেসুরো শাসক তৃণমূলের সম্পর্কে। এ যেন কিছুতেই বাগে আনা যায় না। অথচ নরমে গরমে এই শৈল শহর ভোটের পেয়ালায় বারবার টাটকা দার্জিলিং টি বিজেপিকেই আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছে পরপর কয়েকটি নির্বাচন পর্বে।

দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলো হলো যথাক্রমে কালিম্পং, দার্জিলিং, কার্শিয়াং, মাটিগারা-নকশালবাড়ি, শিলিগুড়ি, ফাঁসিদেওয়া, চোপড়া।

সদ্য অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া গতবছরের লোকসভা নির্বাচনে এই পাহাড়ি কন্যার বরমাল্য পায় সেই বিজেপি। এর আগেও এখান থেকে দিল্লির সংসদে যাওয়ার প্লেনের টিকিটটি কিন্তু হাসিল করেছিল একই দল। এবারের ভোট গণনার শেষে কমুগুল নেতা রাজু বিস্তা পান ৫১.১৮ু ভোট অর্থাৎ ৬,৭৯,৩৩১টি ভোট তালুবন্দি করেন। সেখানে তৃণমূলের গোপাল লামার ঝুলিতে আসে ৩৭.৭৩ু ভোট। সুতরাং ৫,০০,৮০৬টি ভোটেই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আর কংগ্রেসের অবস্থা তো বুড়ি ছোঁয়ার মতো। মুনীশ তামাং ভাগে পান ৬.২৮ু ভোট। মানে ওই মেরে কেটে ৭৩,৩৭৪ ভোট প্রাপ্তি ঘটেছে।

আবার ২০২১ সালে এ যাবৎ রাজ্যের সর্বশেষ বিধানসভা নির্বাচনে কালিম্পং থেকে জিত হাসিল করে বিজিপিএম (আক্ষরিক অর্থে নির্দল) ৩,৮৭০ ভোটে। সেখানে দার্জিলিং কেন্দ্রে ২১,২৭৬ ভোটে বিজয়ী হয় গেরুয়া শিবির। কার্শিয়াং কেন্দ্রটিও ১৫,৫১৫ ভোটে জিতে নেয় বিজেপি। মাটিগারা-নকশালবাড়িতে ৭০,৮৪৮ ভোট ফারাকে বিজেপি জয়ী হয়েছিল অনায়াসে। একই দল শিলিগুড়িতেও বিজয়রথ অব্যাহত রেখেছে ৩৫,৫৮৬ ভোট ব্যবধান তালুবন্দি করে। ফাঁসিদেওয়াতেও গেরুয়া আবীর উড়েছিল ১৭,২৭১ ভোটে এগিয়ে। তবে চোপড়া কেন্দ্রে ৬৪,৯০৫ ভোটের বড় ব্যবধানে শেষ হাসিটি হাসে তৃণমূল। একইসঙ্গে ঘাসফুল শিবির ২০২৬ সালের নির্বাচনে এই কেন্দ্রটি পুনরায় দখল করার বিষয়ে এখন যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। তবে কালিম্পং ও দার্জিলিং আসনটি দখল করার জন্য ঘাসফুল বাহিনী যে এখন থেকেই বেশ তেড়েফুঁড়ে মাঠে নেমে পড়েছে তা কিন্তু যথেষ্ট লক্ষণীয়। তেমনই বিজেপির হাতছাড়া দুটি সিটও কিভাবে নিজেদের দলে ভেড়ানো যায় তা নিয়ে রাজ্য নেতৃত্ব পাহাড়ে মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছে দফায় দফায়। তাদের এবারের টার্গেট আসলে সাতে সাত। আর সিপিএম বা কংগ্রেস এই দোড়ে এখনও পর্যন্ত নৈব নৈব চ।

দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের মতো উত্তরবঙ্গে আরও একটি বহুল চর্চিত সংসদীয় আসন রয়েছে, যার নাম আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্র। এর অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা আসন রয়ে গেছে। যেগুলো হলো তুফানগঞ্জ (কোচবিহার জেলার অন্তর্গত), কুমারগ্রাম, কালচিনি, আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা, মাদারিহাট এবং নাগরাকাটা (জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে)।

আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রে ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপি জয়ী হয়েছিল বিজেপি। পরবর্তী ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটেও এখানে নিজেদের জমি ধরে রাখতে সাফল্য পেয়েছিল গেরুয়া শিবির। যদিও বাম আমলে এই নির্বাচনী ক্ষেত্রটি আরএসপির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল।

২০১৯ সালে লোকসভার এই আসনে বিজেপি জিতেছিল ২,৪৩,৯৮৯ ভোটে। তখন এখানকার সবকটি বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিল বিজেপি। যদিও আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রের বিধায়ক ২০২৩ সালে যোগ দেন তৃণমূলে। ২০২৪ সালের পুনরায় লোকসভায় যান বিজেপি প্রার্থী ৭৫,৪৪৭ ভোটে জয়লাভ করে এই ভোট কেন্দ্র থেকে।

২০২১ সালের সংসদীয় ভোটে তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি পেয়েছিল ১,১৪,৫০৩টি ভোট। তৃণমূল ৮৩,৩০৫টি ভোট পায়। সুতরাং বিজেপির লিড ছিল ৩১, ১৯৮ ভোটের। কুমারগ্রাম আসনে বিজেপি পায় ১,১১, ৯৭৪টি ভোট। আর তৃণমূলের প্রাপ্তি ছিল ১,০০,৯৭৩টি ভোট। এখানেও বিজেপি জেতে ১১,০০১ ভোটে। অপর কেন্দ্র কালচিনিতে বিজেপি ১,০৩,১০৪টি ভোট করায়ত্ব করে। অন্যদিকে তৃণমূলের জোটে ৭৪,৫২৮টি ভোট। ফলে বিজেপি জয়ী হয় ২৮,৫৭৬ ভোটে।

এরপর ভোটে আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি ভোট পেয়েছিল ১,০৭,৩৩৩টি। তৃণমূল ৯১, ৩২৬টি ভোট হাসিল করে। অতএব বিজেপি ১৬,০০৭ ভোটের জয় পেয়ে যায়। ফালাকাটা কেন্দ্রে বিজেপি দখলে নেয় ১,০২,৯৯৩টি ভোট। তৃণমূল ৯৯,০০৩ ভোটে সীমিত থাকে। ফলে ফালাকাটায় তৃণমূল ফালা ফালা হয়ে যায় বিজেপির কাছে মাত্র ৩,৯৯০ ভোটে। আবার মাদারিহাট কেন্দ্রে বিজেপি সমর্থন পেয়েছিল ৯০,৭১৮টি ভোটের। তৃণমূল ৬১,০৩৩টি ভোট সাকুল্যে পায়। এই আসনেও তাই বিজেপি জিতে যায় ২৯,৬৮৫ ভোটে। এমনকি নাগরাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি সাড়া পায় ৯৪,৭২২টি ভোটের। সেখানে তৃণমূল ৭১,২৪৭টি ভোটে সীমাবদ্ধ থাকে। অগত্যা নাগরাকাটাতেও বিজেপি নিজের কপালে বিজয় তিলক কাটে ২৩,৪৭৫ ভোটের ব্যবধানে। অর্থাৎ সার্বিক ভাবে আলিপুর লোকসভা কেন্দ্রে থেকে তৃণমূল থেকে বিজেপি এগিয়ে ছিল ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ১,৪৩,৯৩২ ভোটের পার্থক্যে।

এখানেই লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, ২০১৯ সালের লোকসভা ভোট ময়দান থেকে পরবর্তী দুই বছরে বিজেপির সিন্দুকে ১,০০,০৫৭টি ভোট কম জমা পড়ে। তার মধ্যে আবার আলিপুরদুয়ার বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক তৃণমূলের পতাকা ইতিমধ্যেই হাতে নিয়েছেন মানুষের সেবা আরও যাতে বেশি করে করতে পারেন, এমনটাই বিবৃতি দিয়ে। এমনই নির্বাচনী পাটিগণিতকে সামনে রেখে তৃণমূল এখন এটাই পর্যালোচনা করছে, ২০১৯ থেকে দুই বছরের মধ্যে এক লক্ষ ভোট বিজেপির ফান্ডে কম জমা হয়। আবার সেই গেরুয়া জয় ২০২৪ সালে নেমে আসে মাত্র ৭৫,৪৪৭জন সমর্থনে। ফলে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের জন্য তৃণমূল এখন তাওয়ায় রুটি সেঁকতে শুরু করেছে। কারণ বিজেপির এই ক্রমাগত বছরের পর বছর যাবৎ ব্যাপক রক্তক্ষরণে তৃণমূল প্রত্যাশিত ভাবেই উল্লসিত। আগামী ভোটে বিজেপির ভোট ব্যাঙ্কে ফাটল ধরিয়ে অন্তত চারটে আসন আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্র থেকে ছিনিয়ে আনাই হলো ঘাসফুল শিবিরের এখন অর্জুনের পাখির চোখ। অপরদিকে দলীয় কোন্দলে জীর্ণ বিজেপি নিজেদের ঘর গুছিয়ে কিভাবে সবকটি আসনে ফের গেরুয়া আবীর উড়াতে পারবে, সেই রণকৌশল ঠিক করতেই এই মুহূর্তে অনেকটাই মরিয়া ভাজপা নেতৃত্ব।

আর সবার শেষে তো হিরো নাম্বার ওয়ান জনতা জনার্দন তো রয়েছেই। তাঁদের মর্জির রসায়নটাই কিন্তু আসল তুরুপের তাস। এটা ভাবলেই কিন্তু ভোট প্রার্থীদের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরতে বাধ্য। কারণ উত্তরের মানুষ কিন্তু হাড়ে হাড়ে জানে, নিত্য বঞ্চনার সঙ্গে প্রতিশ্রুতির ককটেল কতটা নেশা ধরায়!

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল মানেই জাতীয় ঐক্য

প্রদীপ মারিক

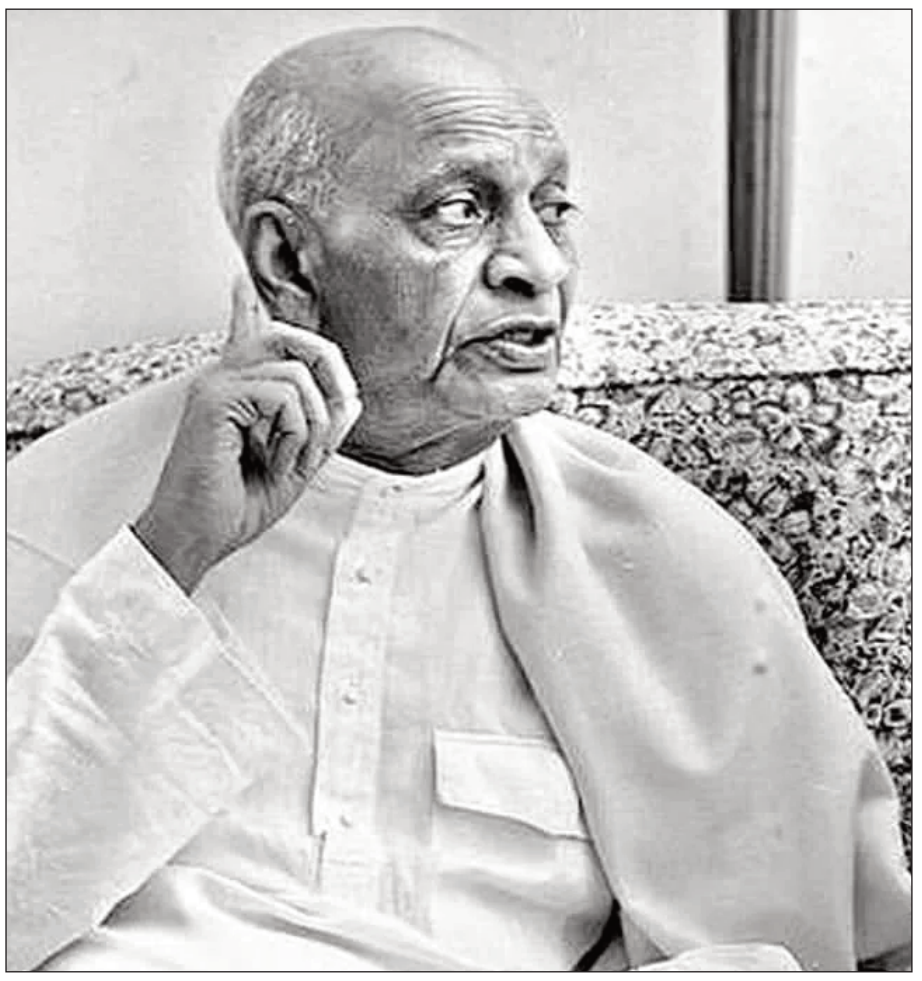

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতের একতা ও ঐক্যবদ্ধের প্রতীক। সম্প্রতি মোদি মন্তব্য করেছেন, দেশভাগের রাতেই জঙ্গিদের খতম করে দেওয়া উচিত ছিল, শোনা উচিত ছিল সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সতর্কবাণী। মোদি বলেছেন, 'দেশভাগের সময়ে ভারতমাতা দু'টি খণ্ডে ভাগ হয়েছিলেন। সেই রাতেই মুজাহিদিনরা কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা চালিয়েছিল। সে সময়েই ওদের খতম করে দিলে ৭৫ বছর ধরে এই অশান্তি ভোগ করতে হত না। সেই রাতেই যদি মুজাহিদিনকে নিকেশ করে ফেলা যেত, সর্দার প্যাটেলের কথায় মান্যতা দেওয়া হত তবে ৭৫ বছর ধরে এই সন্ত্রাস ছড়ানোর ঘটনাই ঘটত না।'

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ভারতের লৌহমানব' বা 'দ্য আয়রনম্যান অফ ইন্ডিয়া' বলে ডাকা হয়, যার জন্মদিবস পুরো ভারতে 'রাষ্ট্রীয় একতা দিবস' হিসেবে পালিত হয় । গান্ধীজীর একটি আদেশে সর্দার প্যাটেল অখণ্ড ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি ভারতের সর্বকালের অন্যতম মহান রাজনীতিবিদ। সর্দার প্যাটেল ছিলেন দেশের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পরাধীন ভারতে গুজরাটের এক সম্ভ্রান্ত কুর্মী পরিবারে বল্লভভাই প্যাটেল জন্মগ্রহণ করেন। বাবা জাভেরভাই প্যাটেল ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের সেনাবাহিনীতে কিছুদিন কাজ করেছিলেন এবং মা লাডবাঈ ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক তপস্বিনী মহিলা। বাবা-মায়ের সূত্রেই বল্লভভাই প্যাটেল হয়ে উঠেছিলেন একটি প্রগাঢ়, শীতল এবং আপোষহীন ব্যক্তিত্বের।

ছত্রিশ বছর বয়সে তিনি ইংল্যান্ড গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়বেন বলে মনস্থির করেছিলেন। ইংল্যান্ডের মিডল টেম্পলে ৩৬ মাসের ব্যারিস্টারির পড়া ৩০ মাসে শেষ করে রেকর্ড সৃষ্টি করেন।

দেশে ফিরে গুজরাটের গোধরায় ওকালতি শুরু করেন। উকিল হিসেবে ব্যাপক সুনাম কুড়ান। ব্রিটিশ সরকার তাকে বিচার বিভাগীয় উচ্চতর পদে নিয়োগের প্রস্তাব করলে তিনি তা ফিরিয়ে দেন। যে ব্রিটিশদের হাতে পুরো ভারত ছিল পরাধীন তাদের অধীনে চাকরিবৃত্তি বল্লভভাইয়ের মনঃপুত হয়নি।

গোধরায় গান্ধীজীর সাথে বল্লভভাইয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। গান্ধীজীর আচরণ ও দর্শনে প্যাটেল মুগ্ধ হন। তিনি গান্ধীজীর স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। ইংরেজি বেশ-ভূষা ছেড়ে খাদি পরা শুরু করেন। গান্ধীজীর অনুরোধে প্যাটেল কংগ্রেসে যোগ দেন এবং গুজরাট কংগ্রেসের সেক্রেটারি পদ গ্রহণ করেন। পরের বছর গুজরাটের কায়রায় ভয়াবহ বন্যায় কৃষকগোষ্ঠী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্রিটিশ সরকার বন্যার বিষয়টি মাথায় না নিয়েই কায়রার কৃষকদের ওপর করারোপ করে। কৃষকরা 'কর দেব না' আন্দোলন শুরু করলে পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করে।

ব্রিটিশ সরকার কৃষকদের জমি কেড়ে নেওয়া শুরু করলে বল্লভভাই ছুটে যান কায়রায়। কায়রার কৃষকদের সংগঠিত করে বিশাল 'কর শুল্ক অভিযান' পরিচালনা করেন। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশরাজ নত হয় এবং কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া শুরু করে। কায়রার কৃষকরা বল্লভভাইকে 'সর্দার' উপাধি প্রদান করে।

সর্দার প্যাটেল ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস (আইসিএস) ও ভারতীয় পুলিশ সার্ভিস (আইপিএস) গঠন ও সংস্কারে সর্দার প্যাটেলের অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর উদ্যোগে বিখ্যাত লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য কারাবন্দী নেতাদের মধ্যে সর্দা র বল্লভভাই পটেল ছিলেন। 'লবণ আন্দোলন' চলাকালীন তার অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য অসংখ্য লোকের দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুপ্রাণিত করেছিল যারা পরবর্তীকালে এই আন্দোলনকে সফল করতে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। কংগ্রেস সদস্যদের অনুরোধে গান্ধী কারাগারে বন্দী থাকাকালীন তিনি গুজরাত জুড়ে সত্যগ্রহ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম উপ ধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। পাশাপাশি তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রীর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন বল্লভ ভাই প্যাটেল। ক্ষমতা লাভ করেই তিনি ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে মন হন। প্রণয়ন করেন 'ইন্সট্রুমেন্ট অফ এক্সেশন' নীতির। উত্তরে রাজা হরি সিং এর কাশ্মীরকে কূটনৈতিকভাবে ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে সংযুক্তি করেন। তেমনই দক্ষিণের ত্রিভাঙ্কুর রাজ্য এবং নিজামের হায়দ্রাবাদকে ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সংযুক্ত করতে বাধ্য করেন। বাদ যায়নি পশ্চিমের গুজরাট জুনাগর রাজবংশও। তারাও ভারতে ইউনিয়নের কাছে আত্মসমর্পণ করে। দীর্ঘদিন ধরে পর্তুগিজ অধীনে থাকা গোয়াও সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেলের নেতৃত্বেই ভারতীয় অঙ্গরাজ্য হিসেবে সংযুক্ত হয়। এভাবেই গড়ে ওঠে আসমুদ্রহিমাচল তথা বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র।

আধুনিক ভারতের ভিত্তি স্থাপনে সর্দার প্যাটেলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর নেতৃত্ব এবং জাতীয় ঐক্যের প্রতি অটল অঙ্গীকারের কারণে, সর্দার প্যাটেলকে 'জাতীয় ঐক্যের স্থপতি এবং ভারতের লৌহমানব' হিসেবে সম্মান করা হয়। বিভিন্ন ভাষা মত ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে গড়ে উঠেছে ভারত। এত বিপুল বৈচিত্র থাকার জন্য যেমন মিল রয়েছে তেমন রয়েছে বহু অমিল বহু বৈসাদৃশ্য। মতান্তর থাক আর মনান্তর। তবুও ভারতবাসী আজও একসূত্রে গাঁথা। স্বাধীনতার পর বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতীয় সংস্কৃতিতে একসূত্রে করে তোলার কারিগর যিনি তিনি ছিলেন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল। দেশ মাতৃকার প্রতি তার অবদান ই জাতীয় ঐক্য দিবস হিসাবে স্বীকৃত।

এসআইআর-এর ফর্ম নিয়ে বসে তৃণমূল নেতা, ছবি ভাইরাল হতেই কাঁকসায় বিক্ষোভ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এসআইআর-এর ফর্ম নিয়ে বসে তৃণমূলের নেতা, কর্মীরা। সমাজমাধ্যমে সেই ছবি ভাইরাল হতেই,কাঁকসার বিডিও অফিসের গেট বন্ধ করে বিক্ষোভে বসেন বিজেপি কর্মীরা।

জানা গেছে, গত মঙ্গলবার থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে এসআইআর। সেইমতো মঙ্গলবার থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি কাঁকসা ব্লকেও বাড়ি বাড়ি এসআইআর-এর ফর্ম বিতরণ করার কাজ শুরু হয়। তবে বুধবার সন্ধ্যায় কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধানের স্বামী কার্তিক সিং ও এক পঞ্চায়েতের সদস্যকে এসআইআর ফর্ম নিয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। সেই ছবি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পরই বৃহস্পতিবার ঘটনার প্রতিবাদে নামে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। বৃহস্পতিবার কাঁকসা বিডিও অফিসের গেট বন্ধ করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা বিক্ষোভে বসেন। বিজেপির বিক্ষোভ ঘিরে বিডিও অফিস চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মার অভিযোগ, যেসমস্ত ফর্ম নির্বাচন কমিশনের লোকেরা বাড়ি বাড়ি বিলি করবেন, সেই ফর্ম দেখা যাচ্ছে তৃণমূল নেতারা নিয়ে বসে রয়েছেন। তাঁর

অভিযোগ, তৃণমূল নেতা, কর্মীদের হাতে এসআইআর-এর ফর্ম গেল কিভাবে? কার নির্দেশে বিডিও, কাঁকসা ব্লকে প্রশাসন চালাচ্ছেন? সেই উত্তর চাইতেই তাঁরা বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। যতক্ষণ না তারা উত্তর পাচ্ছেন না, ততক্ষণ তাদের আন্দোলন চলবে বলে হুঁশিয়ারি দেন বিজেপি কর্মীরা। যদিও কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য দাবি করেন,'বিজেপি ভয় পেয়ে এই সব করছে। কাঁকসার সব বুথে তাঁরা বিএলএ দিয়ে পারেন নি। যদি এমন ছবি ভাইরাল হয়ে থাকে তাহলে সেটা আগে বিএলও-কে ধরা উচিত। দীর্ঘক্ষণ ধরে বিক্ষোভ দেখানোর পর বিজেপি কর্মীরা কাঁকসার বিডিও-র কাছে লিখিত অভিযোগ জানান। কাঁকসার বিডিও সৌরভ গুপ্তা জানিয়েছেন, 'এই বিষয়ে অভিযোগ পাওয়ার পরেই আমি ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। প্রাথমিকভাবে আমি জানতে পেরেছি এসআইআর এত ফর্ম বিএলও-র কাছেই আছে। তবে ভাইরাল ছবিতে তৃণমূল নেতাদের কাছে কিসের ফর্ম রয়েছে সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

এসআইআর আবহে পুরপিতার অভিনব উদ্যোগ বারাসাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: এসআইআর আতঙ্কে ভুগছে গোটা রাজ্যে। ইতিমধ্যেই সেই আতঙ্কে একাধিক আত্মহত্যা ঘটনা সামনে এসেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন আতঙ্কিত না হতে। বলেছেন একটিও বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে দিল্লি গিয়েও আন্দোলন করা হবে। সেই আবহের মধ্যেই দলীয় নির্দেশে তৃণমূল কর্মীরা ক্যাম্প করে মানুষের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে। কোনও কোনও তৃণমূল নেতা কর্মীরা আবার সব রকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিতে মাইকে প্রচার চালাচ্ছে। এবার একধাপ এগিয়ে বারাসাত পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে পুরপিতা দেবব্রত পাল এক অভিনব উদ্যোগ নিলেন। তার ওয়ার্ডে ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে থাকা সকল ভোটারের নাম-সহ সমস্ত তথ্য বড় বড় করে ছাপিয়ে ফ্লেক্সে টাঙিয়ে দিলেন ওয়ার্ডের বিভিন্ন জনবহুল মোড়ে মোড়ে। ফলে কাউকে তাঁর ভোটার তালিকার নাম ও ক্রমিক সংখ্যা খুঁজতে ওয়েবসাইট ঘাটতে হচ্ছে না। তাঁরা ফ্লেক্সের ছবি তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে পুরপিতা দেবব্রত পাল জানান, 'আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই এসআইআর পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের নির্দেশকে মান্যতা দিতে এই উদ্যোগ নিয়েছি।' তাঁর দাবি, নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট খুঁজে নাম বের করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না। অনেকক্ষেত্রেই ওয়েবসাইট খোলাও যাচ্ছে না। ফলে মানুষের মধ্যে একটা ভয়, সংশয় কাজ করছে। এইসব সমস্যা থেকে ওয়ার্ডবাসীকে নিষ্কৃতি দিতে প্রতিটি পার্টে আলাদা আলাদা করে ২০০২ এর ভোটার লিস্ট-সহ বিএলওদের নাম ও মোবাইল নম্বর, বিএলএ-২ দের নাম ও মোবাইল নম্বর ছাড়াও এলাকার দলীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত তৃণমূল কর্মীদের নাম ও নম্বর দিয়ে ফ্লেক্স ছাপিয়ে টাঙিয়ে দিয়েছি। ১০ নম্বর ওয়ার্ডে ৮টি পার্ট আছে, প্রতিটি পার্টের মোড়ে মোড়ে এই ধরনের ফ্লেক্স লাগানো হয়েছে মানুষের সুবিধার্থে। এলাকার মানুষের দাবি, 'দেবব্রত পালের ব্যতিক্রমী কাজগুলির মধ্যে এই পরিস্থিতিতে এমন উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। এই ফ্লেক্সের থেকে সকলে তাঁদের নাম ও ক্রমিক সংখ্যা পেয়ে যাচ্ছে। অনেক সুবিধা হচ্ছে।

SBI এসবিআই হোম লোন সেন্টার হাওড়া শাখা (১০২৬৩)
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ইমেল : sbi.10263@sbi.co.in

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

মূল বিক্রয় দলিল হারিয়েছে

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **শ্রী সুমন ব্যানার্জি, পিতা শ্রী গোপাল চন্দ্র ব্যানার্জি,** নিবাস ফ্ল্যাট নং ২০২, ৩য় তল, ৫/১, দানেশ শেখ লেন, পো : দানেশ শেখ লেন,থানা : এ জে সি বোস বোটানিক্যাল গার্ডেন, জেলা : হাওড়া-৭১১১০৯,কে হোম লোন মঞ্জুর করা হয়েছিল উল্লেখ্য অ্যাকাউন্ট নং ৩৬৪৮৪৫৭৩২৪৬ এবং শ্রী সুমন ব্যানার্জি স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া- ৯, জি টি রোড (দক্ষিণ),হাওড়া -৭১১১০১এর নিকট মূল দলিল নং ১-০৫০১০২৩২৭/২০১৭ তারিখ ২৪.০৩.২০১৭, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ০৫০১০-২০১৭, পৃষ্ঠা ৫৮৯২৮ থেকে ৫৮৯৭৪, -২০১৭ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর-১,হাওড়া সমীপে সম্পর্কিত সম্পত্তির সকল অংশ **ফ্ল্যাট নং ২০২, ৩য় তল,** ৫/১, দানেশ শেখ লেন, পো দানেশ শেখ লেন, থানা : এ জে সি বোস বোটানিক্যাল গার্ডেন, জেলা হাওড়া-৭১১১০৯, পরিমাপ **১০২৫ বর্গফুট** (আনুমানিক) অবস্থিত সকল অংশ জমি ৫/১, দানেশ শেখ লেন, পো দানেশ শেখ লেন থানা : এজেসি বোস বোটানিক্যাল গার্ডেন,জেলা হাওড়া-৭১১১০৯ এইচএমসি অধীনে দাখিল করেন। সংশ্লিষ্ট উক্ত দলিল স্থানান্তরিত/হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য **জি ডি ই নং ৩০১ তারিখ ০৪.১১.২০২৫** তারিখে হাওড়া থানায় দাখিল করা হয়েছে।
কোনও ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তি/দলিল সম্পর্কে কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে দাখিল করতে পারেন, অন্যথায় ব্যর্থ হলে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার হাওড়া,
হাওড়া -৭১১১০১

IndusInd Bank

রিজিওনাল অফিস : সাবিত্রী টাওয়ার, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট-৪
দখল বিজ্ঞপ্তি (রুল-৮(১) দেখুন)
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি. এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে **০৬.০৬.২০২৫** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে **ঋণগ্রহীতা - মেসার্স বেঙ্গল ট্রেডার্স** (ঋণগ্রহীতা, স্বত্বাধিকারী - গৌতম কুমার সাহা কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী) **শ্রী গৌতম কুমার সাহা** (স্বত্বাধিকারী মেসার্স বেঙ্গল ট্রেডার্স এবং জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা) এবং **শ্রীমতী ইন্দ্রানী সাহা** (জামিনদাতা) নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৩০,২৬,৯০০.১৩ টাকা (তিরিশ লাখ ছাব্বিশ হাজার নশো টাকা এবং তেরো পয়সা)** উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত দাবি নোটিশে প্রদত্ত তারিখ থেকে নথিভুক্ত হারে এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ অ্যাক্টের রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **০৪ নভেম্বর ২০২৫** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যেকোনও প্রকার লেনদেনে উল্লিখিত **৩০,২৬,৯০০.১৩ টাকা (তিরিশ লাখ ছাব্বিশ হাজার নশো টাকা এবং তেরো পয়সা)** উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত দাবি নোটিশে প্রদত্ত তারিখ থেকে নথিভুক্ত হারে এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারেও।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৬, পরিমাপ আনুমানিক ৭৮৯ বর্গফুট ৪র্থ তল (পিছনের অংশে) জি-৩ তলা ভবনে নাম শ্রী অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১০২, শ্রীপল্লি, ওয়ার্ড নং ১১৪, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, নবাবগঞ্জ ক্লাব এর নিকট, থানা : রিজেন্ট পার্ক,কলকাতা - ৭০০০৯৩। সম্পত্তির বিস্তারিত নির্দিষ্টভাবে দলিল নং ০৬৭৯৭-২০০৬ তারিখ ১৩.০৪.২০০৬, সম্পত্তি শ্রী গৌতম কুমার সাহা এর নামে।

তারিখ- ০৪.১১.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান- কলকাতা — ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ কুমার অরুণ প্রকাশ, ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯১৩৬০৫২১০১

পরিশিষ্ট - IV-A
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ২৮.১১.২০২৫
সময় ঃ ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৮.১১.২০২৫** তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **২৪,০০,২১,৬৯৮.৩৪ টাকা (চব্বিশ কোটি একুশ হাজার ছশো আটানব্বই টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা)** টাকা এবং **২৮.১০.২০১৬** থেকে পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স অ্যাডামস মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড** রেজিস্টার্ড অফিস লেমন ফ্রেশ, ২৯/১, কলাবাগান লেন, ডুমুরজোলা স্টেডিয়ামের বিপরীতে শহর এবং জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১১০১ **এবং জামিনদাতাগণ (ক) শ্রী মানস রায় (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)** ২৬৩/৪৮, বেনারস রোড, নেতাজিগড়, হাওড়া - ৭১১১০৮ **(খ) শ্রীমতী সুমিত্রা রায় (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)** পি৮৮/১, বেনারস রোড, নেতাজিগড়, বেলগাছিয়া, হাওড়া - ৭১১১০৮ **(গ) শ্রী গৌতম ঘোষ (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)** গ্রাম - হামিরবাটি, পোস্ট - মাধবপুর, থানা - আরামবাগ, হুগলি **(ঘ) শ্রীমতী মুন্মুন পাঁজা (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)** ১৪/২ পি রোড, নেতাজিগড়, হাওড়া - ৭১১১০৮ কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য এবং স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম	সম্পত্তির বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা
১	অফিস স্পেস নং ২, ২য় তলে, ব্লক নং ১, হোল্ডিং নং ২৯/১, কলাবাগান লেন, ওয়ার্ড নং ৪৪, আরএস দাগ নং ৮৩, খতিয়ান নং ৪৯, জেএল নং এইচ ও ১, মৌজা এবং থানা : শিবপুর, হাওড়া, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫১৪৮ বর্গফুট এবং এক ঢাকা কার পার্কিং স্পেস আনুমানিক ১২০ বর্গফুট একতলায় প্রেমিসেস ওয়ার্ড নং ৪৪ অধীন, হাওড়া পৌর নিগম, হোল্ডিং নং ২৯/১, কলাবাগান লেন,থানা : শিবপুর, দলিল নং ২৯৭৮ -২০১২। সম্পত্তি মেসার্স অ্যাডামস মার্কেটিং প্রা লি এর নামে। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** অংশ হোল্ডিং নং ৩১ এবং ২৮, কলাবাগান লেন; **দক্ষিণে :** অংশ হোল্ডিং নং ৯ এবং ১০, কলাবাগান লেন; **পূর্বে :** হাওড়া নিকাশি ক্যানাল রোড; **পশ্চিমে :** মোতি ঝিল। **(ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত)**	**২,৩৮,০০,০০০ টাকা** (দুই কোটি আটত্রিশ লাখ টাকা)	**২৩,৮০,০০০ টাকা** (তেইশ লাখ আশি হাজার টাকা)
২	বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১৬, ৫ম তলে, এইচ এম সি হোল্ডিং নং পি-৮৮/১, বেনারস রোড, নেতাজিগড়, মৌজা : বেলগাছিয়া, জেএল নং ৯, খতিয়ান নং ৪১২, দাগ নং ১৮৭, থানা : লিলুয়া, হাওড়া-৭১১১০৮, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭২২ বর্গফুট জি-৪ তলা ভবন, বিবেকানন্দ ভবন,দলিল নং ১-১২৮৫০-২০০৬, সম্পত্তি মানস রায় এর নামে। **চৌহদ্দি : উত্তরে:** ফ্ল্যাট নং ২০; **দক্ষিণে :** বেনারস রোড; **পূর্বে :** পি-৮৬ বেনারস রোড; **পশ্চিমে :** সিঁড়ি এবং ফ্ল্যাট এর প্রবেশ পথ। **(ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত)**	**২০,০০,০০০ টাকা** (কুড়ি লাখ টাকা)	**২,০০,০০০ টাকা** (দুই লাখ টাকা)

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) আগ্রহী দরদাতাদের নিলামের তারিখের অনেক আগেই তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS ট্রান্সফারের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষিত দরদাতার অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে তাদের ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে।

তারিখ : ০৭.১১.২০২৫, স্থান : কলকাতা — সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

GPT group

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬
CIN- L20103WB1980PLC032872, ওয়েবসাইট- www.gptinfra.in
ই-মেল- gil.cosec@gptgroup.co.in, ফোন-০৩৩ - ৪০৫০ ৭০০০

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত	বর্ষ থেকে তারিখ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত
	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৪
	পর্যালোচিত	পর্যালোচিত	পর্যালোচিত
১ কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৭,৮৬৬.৮৮	৫৯,১৩০.২৪	২৮,৭৫২.২৫
২ নিট লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	২,৯০৩.৫৪	৬,২২৫.৬১	২,১৩১.০১
৩ নিট লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	২,১৮০.২৪	৪,৫২৮.২২	১,৭৬৩.০০
৪ সময়কালে মোট ব্যাপক আয়	১,৯২৪.৫১	৫,০৭৮.৫৯	১,৪৫৪.৪৮
৫ ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি	১২,৬৩৬.৪৬	১২,৬৩৬.৪৬	১২,৬৩৬.৪৬
৬ শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)* - মৌলিক এবং মিশ্রিত	১.৭২*	৩.৫৮*	১.৪৭*

১ স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের অতিরিক্ত তথ্য নিম্নে বর্ণনা করা হল - (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত	বর্ষ থেকে তারিখ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত
	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৪
	পর্যালোচিত	পর্যালোচিত	পর্যালোচিত
(ক) কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৬,৯৩৩.১০	৫৭,৯১৫.৭৬	২৮,০৭১.৫৩
(খ) লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	২,৮৫৬.৫০	৫,৮৪৬.০৭	২,৯১৬.০৮
(গ) লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	২,১০৮.২৫	৪,৩৬৬.৩০	২,১৬৬.০৩
(ঘ) বছরে মোট ব্যাপক আয়	২,১০৮.২৫	৪,৩৬৬.৩০	২,১৬৬.০৩

২ উপরোক্তটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের কনসোলিডেটেড এবং স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের কনসোলিডেটেড এবং স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com এবং www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gptinfra.in -তেও পাওয়া যাবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
ড. ওম তাঁতিয়া
চেয়ারম্যান
DIN: 00001342

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ৬ নভেম্বর, ২০২৫

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ৪, বি.বি.ডি. বাগ (পূর্ব), স্টিফেন হাউজ, কক্ষ নং ৫, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০০১
কর্পোরেট অফিস : ৫ম তল, শালিন বিল্ডিং, নেহরু ব্রিজ কর্নারের নিকটে, আশ্রম রোড, আহমেদাবাদ - ৩৮০ ০০৯, গুজরাট
টেলি: ০৩৩-২২৩০১১৫৩, CIN No : L63090WB1989PLC099645
ই-মেল : cs.legal.frontline@gmail.com, www.frontlinecorporation.org

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত সময়ের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য বোর্ড মিটিংয়ের অবহিতকরণ

নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ২৯ অনুসারে, আমরা আপনাকে জানাতে চাই যে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা শুক্রবার, ১৪ নভেম্বর, ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সমাপ্ত ২য় ত্রৈমাসিক এবং ছয় মাসের অ-নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য।
পরিচালক, প্রোমোটার্স, মনোনীত ব্যক্তি এবং পরিচালকদের নিকটাত্মীয়, প্রোমোটার্স, মনোনীত ব্যক্তি এবং তাদের সংযুক্ত ব্যক্তিদের নিকটাত্মীয়দের দ্বারা কোম্পানির শেয়ারের লেনদেনের জন্য ট্রেডিং উইন্ডো ১ অক্টোবর, ২০২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ সমাপ্ত ২য় ত্রৈমাসিক এবং ছয় মাসের অ-নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের সময়কাল ঘোষণার ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে।
ট্রেডিং উইন্ডো বন্ধের সূচনা ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি)-এর কাছে জমা দেওয়া হয়েছে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
এস কে ভর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: আহমেদাবাদ
তারিখ: ০৬.১১.২০২৫

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৭ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ভলান্টারি লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১৪ অধীনে)
অমৃতলক্ষ্মী নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

১.	কর্পোরেট সংস্থার নাম	অমৃতলক্ষ্মী নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট সংস্থার গঠনের তারিখ	০৬.০৬.২০১৩
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট সংস্থা গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট সংস্থার কর্পোরেট আইডেন্টি নাম্বার/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিটি নাম্বার	U70200WB2013PTC194322
৫.	কর্পোরেট সংস্থার রেজিস্টার্ড অফিস এবং মূল অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	১৮, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৬৯
৬.	কর্পোরেট সংস্থার লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	০৩.১১.২০২৫
৭.	লিকুইডেটরের নাম, ঠিকানা, ইমেল ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার	হংসরাজ জারিয়া ৩৬, অবিনাশ শাসমল লেন, বেলেঘাটা, ফুলবাগান, পবনপুত্র হোটেল, কলকাতা - ৭০০০১০ এর নিকট ইমেল : amritlaxmivolliq@gmail.com মোবাইল : ৯৮৩১৬৪৮৬৫৪/৯৮৩৬৪০০৮৮৪ রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-002/IP-N00835/2019-2020/12663
৮.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	০৩.১২.২০২৫

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে অমৃতলক্ষ্মী নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড-এর ভলান্টারি লিকুইডেশন শুরুর তারিখ ০৩.১১.২০২৫।
অমৃতলক্ষ্মী নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড-এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ০৩.১২.২০২৫ তারিখে বা তার পূর্বে লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ৭ -এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ হাতে হাতে, পোস্ট বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

তারিখ : ০৬.১১.২০২৫ — (হংসরাজ জারিয়া)
স্থান : কলকাতা — লিকুইডেটর

SBI এএমসিসি চুঁচুড়া (৬২৯৮৯)
২য় তল এসবিআই খাদিনামোড় শাখা, খাদিনামোড়
পো - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২১০১
শাখার ইমেল আইডি: sbi.62989@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
[পরিশিষ্ট-৪ {রুল-৮(১)}] (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এ/সি নং- ৩৮২২৫০৩২৭৭৫(সিসি)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে **২৯.০৪.২০২৫** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **মেসার্স এইচ. ভ্যান্ডার,** কাকলি সিনেমাতলা, পাণ্ডুয়া, পোঃঅঃ এবং থানা- পাণ্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১৪৯, **স্বত্বাধিকারী: সৈয়দ মুবারক আলি,** পিতা- সৈয়দ আবদুর রউফ, গ্রাম- গাজীপুর, পোঃঅঃ- মালিয়া, হাজিপুর ত্রিবেণী, থানা- পাণ্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪০৫ -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **৭,৬৬,৯২৯ টাকা (সাত লক্ষ ছেষট্টি হাজার নয়শো উনত্রিশ টাকা মাত্র) ৩১/১০/২০২৫ অনুযায়ী** তদুপরি পরবর্তী সুদ সহ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদার টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৪ নভেম্বর, ২০২৫** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **৭,৬৬,৯২৯ টাকা (সাত লক্ষ ছেষট্টি হাজার নয়শো উনত্রিশ টাকা মাত্র) ৩১/১০/২০২৫ অনুযায়ী** তদুপরি পরবর্তী সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া - এএমসিসি চুঁচুড়া শাখার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতা এবং /বা জামিনদারগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ৪ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা : পাণ্ডুয়া, জেএল নং ১০৮, আরএস দাগ নং ৯৪৩, এলআর দাগ নং ১১৫১, আরএস খতিয়ান নং ৬১৩, খতিয়ান নং ৩৪৬৬ (দলিল অনুযায়ী), এলআর খতিয়ান নং ৭৮১০(পর্চা অনুযায়ী) পাণ্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, অবস্থিত গ্রাম পূর্ব বেলিয়াহাটা, পো পাণ্ডুয়া, থানা : পাণ্ডুয়া, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১৪৯-**দলিল নং আই-১২২১,** বুক নং ১, ভল্যুম নং ২২, পৃষ্ঠা ২২৩ থেকে ২২৮ -২০০৮ সালের। এডিএসআরও পাণ্ডুয়া, হুগলি। **সম্পত্তি সৈয়দ মুবারক আলি,** পিতা সৈয়দ আবদুর রউফ এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : পুকুর; দক্ষিণে: নাজির আহমেদের সম্পত্তি; পূর্বে : সাধারণ চলার পথ এবং কাজি রাকিব আহমেদের জমি; পশ্চিমে : পুকুর।

তারিখ: ০৪.১১.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: চুঁচুড়া — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank এলাহাবাদ ALLAHABAD

কাশিমবাজার শাখা
৪৬/৬ বাবুলবোনা রোড
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০১

পরিশিষ্ট - ৪ (তপশিল - ৩)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **০৬.০৮.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা** মেসার্স পবিত্র ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, স্বত্বাধিকারী শ্রীমতী তময়া সাহা দত্ত, স্বামী দেব কুমার দত্ত, ১৮/এন/৫০ এসি রোড, ইন্দ্রপ্রস্থ খাগরা, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০৩ **আরও ঠিকানা** - ৭, এ সি রোড, জোড়াপুকুর, রেসিডেন্সি, ইন্দ্রপ্রস্থ, খাগরা, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০৩ **আরও ঠিকানা** - পিতা মণি মোহন সাহা, ৯৫/১, পিলখানা রোড, রানীবাগান, পো এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০১ **ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা, জামিনদাতা - শ্রীমতী তময়া সাহা দত্ত** স্বামী দেব কুমার দত্ত, ৭, এ সি রোড, জোড়াপুকুর, রেসিডেন্সি, ইন্দ্রপ্রস্থ, খাগরা, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০৩ **আরও ঠিকানা** - পিতা মণি মোহন সাহা, ৯৫/১, পিলখানা রোড, রানীবাগান, পো এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০১ **কাশিমবাজার শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৭৯,৭০,৯৫৪.০০ টাকা** (উনআশি লাখ সত্তর হাজার নশো চুয়ান্ন টাকা) **(বকেয়া ৭৭২২৩৯৬.০০ টাকা + এমওআই ২৪৮৪৯৪.০০ টাকা) ০৬.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেনে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** নিকট বকেয়া **৭৯,৭০,৯৫৪.০০ টাকা** (উনআশি লাখ সত্তর হাজার নশো চুয়ান্ন টাকা) **(বকেয়া ৭৭২২৩৯৬.০০ টাকা + এমওআই ২৪৮৪৯৪.০০ টাকা) ০৬.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকদত্ত সম্পদ : সম্পত্তি -১ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন পবিত্র আবাসন ফ্ল্যাট জি-এ,একতলায়, এরিয়া ১১৫০ বর্গফুট, তময়া সাহা দত্ত এর নামে, খতিয়ান নং এলআর ৪৪৬৪, ৪৪৬৫, ৪৪৬৬, ৪৫৬৩/১, দাগ নং এলআর ১৩১০, , জেএল নং ৯৫, মৌজা : খাগড়া জয়চাঁদ, এইচ/এন-৫০/১, এ সি রোড, বহরমপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৭ অধীন, পো : খাগড়া,জেলা : মুর্শিদাবাদ,পিন : ৭৪২১০৩। **ভবনের চৌহদ্দি : (মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী) :** উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া রোড, দক্ষিণে : ১৫ ফুট চওড়া এ সি রোড, পূর্বে : ১৫ চওড়া এ সি রোড, পশ্চিমে : হাই ড্রেন।
সম্পত্তি ২: সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন, জোড়া পুকুর রেসিডেন্সি, ফ্ল্যাট নং ১-এ, দোতলায় এরিয়া -(৬৫৫-২২৮) ৮৮৩ বর্গফুট **সম্পত্তি তময়া সাহা দত্ত এর নামে,** খতিয়ান নং এলআর ৩৮৪২, ৩৮৪৩, ৩৮৪৪, ৩৮৪৫, দাগ নং এলআর ১০৮ এবং ১০ , জেএল নং ৯৫, মৌজা : খাগড়া জয়চাঁদ, এইচ/এন-৭, এ সি রোড, বহরমপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৪ অধীন, পো : খাগড়া, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০৩। **ভবনের চৌহদ্দি (মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী) :** উত্তরে : খোলা জায়গা, দক্ষিণে : সিঁড়ি এবং লিফট, পূর্বে : খোলা জায়গা, পশ্চিমে : খোলা জায়গা।

তারিখ : ০৪.১১.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কাশিমবাজার — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

আঁচল ইস্পাৎ লিমিটেড

CIN: L27106WB1996PLC076866
রেজিস্টার্ড অফিস : মৌজা -চামরাইল, এনএইচ- ৬, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ -৭১১১১৪
ইমেল : cs@aanchalispat.com, ফোন : ০৩২১২-২৪৬১২১
ওয়েবসাইট : www.aanchalispat.com

পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ এর বিধান অনুসারে, যা কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধি, ২০১৪ ("রুলস"), সাধারণ সভা সংক্রান্ত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড-২ ("এসএস-২"), সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) বিধিমালা, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস) সংস্থান অধীনে, ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা সাধারণ বিজ্ঞপ্তি ('এমসিএ সার্কুলার') এবং আইন, নিয়ম, প্রবিধান, বিজ্ঞপ্তি এবং বিজ্ঞপ্তি (যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন, স্পষ্টীকরণ, প্রতিস্থাপন (গুলি) বা আপাতত বলবৎ পুনর্প্রণয়ন (গুলি) সহ) এর অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, এখানে বর্ণিত প্রস্তাবটি আঁচল ইস্পাত লিমিটেড ("কোম্পানি" বা "এআইএল") এর সদস্যদের ডাকযোগে বিশেষ প্রস্তাবনা হিসাবে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হচ্ছে শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।
ডাক ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.aanchalispat.com, স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং পূর্বা শেয়াররেজিস্ট্রি (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেডের ওয়েবসাইট https://evoting.purvashare.com/ এও পাওয়া যাবে।
পোস্টাল ব্যালট নোটিশে প্রস্তাবিত রেজোলিউশনটি পোস্টাল ব্যালট রিমোট ই-ভোটিং ("ই-ভোটিং") এর মাধ্যমে লেনদেন করা হবে। কোম্পানি তার সকল সদস্যকে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে পূর্বা শেয়াররেজিস্ট্রি (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেডের পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। সদস্যদের ভোটাধিকার ৩১ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখের কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে এবং কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন অনুসারে। কাট-অফ তারিখে সদস্য নন এমন ব্যক্তিদের এই বিজ্ঞপ্তিটি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত।
সদস্যদের মনে রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে যে পোস্টাল ব্যালট ই-ভোটিং শুক্রবার, ৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে সকাল ৯টা (আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং শনিবার, ৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকেল ৫টা (আইএসটি) এ শেষ হবে। একইভাবে, ই-ভোটিংয়ের ক্ষেত্রে, পূর্বা শেয়াররেজিস্ট্রি (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।
কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ মেসার্স মনীষা সরাফ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস (সদস্যপদ নং. এফসিএস ৭৬০৭. সিপি নং. ৮২০৭), প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, কে পোস্টাল ব্যালট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার ("স্ক্রুটিনাইজার") হিসেবে নিযুক্ত করেছে। পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়াটি শেষ হওয়ার দুই দিনের মধ্যে ই-ভোটিং যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হওয়ার পর, স্ক্রুটিনাইজার তাদের প্রতিবেদন কোম্পানিতে জমা দেবেন এবং পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল (ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদান) কোম্পানিতে জমা দেবেন এবং এটি স্টক এক্সচেঞ্জে জানানো হবে যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পোস্ট করা হবে।
ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিং সম্পর্কে আপনার যদি কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে আপনি শ্রীমতী দীপালি ধুরি, কমপ্লায়েন্স অফিসার, পূর্বা শেয়াররেজিস্ট্রি (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিট নং ৯, শিব শক্তি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, জে. আর. বোরিচা মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০১১-কে একটি ইমেল লিখতে পারেন অথবা evoting@purvashare.com ইমেল পাঠাতে পারেন অথবা ০২২-৪৯৬১৪১৩২ এবং ০২২-৪৯৭০০১৩৮ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

আঁচল ইস্পাৎ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
পুষ্পেন্দু কয়াল
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান : হাওড়া
তারিখ : ০৬.১১.২০২৫

COSMIC CRF

COSMIC CRF LIMITED

CIN:L27100WB2021PLC250447
Registered Office : 19, Monohar Pukur Road, 2nd Floor, Kolkata-700029
email: cs@cosmiccrf.com, Phone :- +91 33 7964 7499
website: www.cosmiccrf.com

UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2025 (₹ in Lakhs)

SL.NO	PARTICULARS	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Half Year Ended			Year Ended	Half Year Ended			Year Ended
		30.09.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	30.09.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	30.09.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	30.09.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)
1.	Total Income from Operations	16,377.48	14,315.87	15,864.98	30,180.85	30,716.70	23,257.59	16,939.89	40,197.48
2.	Net Profit/(Loss) for the Period (Before Tax, Exceptional and/or Extra Ordinary items)	2,086.56	878.28	1,600.63	2,478.91	3,115.24	1,488.30	1,628.76	3,117.06
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional items and/or Extra Ordinary Items)	2,086.56	878.28	1,600.63	2,478.91	3,115.24	1,488.30	2,220.34	3,708.64
4.	Net Profit/(Loss) for the Period after Tax (after Exceptional and/or Extra Ordinary items)	1,532.13	624.32	1,208.78	1,833.10	2,450.20	1,145.00	1,757.64	2,902.64
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the Period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	-	-	-	-	-		-	-
6.	Paid-up Equity Share Capital	918.76	918.76	819.80	918.76	918.76	918.76	819.80	918.76
7.	Other Equity	38,144.74	16,498.20	20,114.42	36,612.62	39,977.64	37,972.47	20,114.42	37,972.47
8.	Earning Per Share Basic Diluted	 18.69 18.69	 7.46 7.46	 14.74 14.74	 22.20 22.20	 29.89 29.89	 13.71 13.71	 21.44 21.44	 35.15 35.15

Notes on Standalone and Consolidated Financial Results :

1. These Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the half year ended 30th September, 2025 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective board meetings held on 5th November, 2025. The Statutory Auditors of the Company have carried out a limited review of these results and have expresed an unmodified conclusion in their report. The results are being published in accordance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2. The Unaudited Standalone and Consolidated Financial Fesults for the half year ended 30th September 2025 of the Company has been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standards (IND AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013 read with rule 3 of the companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 and relevant amendment thereof .
3. This is the first period for which the Company has prepared the financial results in compliance with Ind AS. Prior to April 1, 2025, the Company had prepared its financial statements in accordance with the Accounting Standards notified under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 (previous GAAP).
4. The figures for the corresponding previous period have been restated to comply with Ind AS to make them comparable with the current period's results. The transition to Ind AS has been carried out in accordance with Ind AS 101 "First-time Adoption of Indian Accounting Standards", and the impact of transition on retained earnings, if any, has been disclosed in the accompanying Statement of Unaudited Financial Results.
5. The Company operates on one segment hence no sepearate segment reporting is required.
6. Earning per share have been calculated on the weighted average of the share capital outstanding during the end of the half year i.e 30th September/or at the end of the year. Half yearly EPS is not annualised.
7. The legal issue of arbitration matter involving the Contingent Liability of Rs.1034.33 Lakhs is pending for adjudication with the Ex-Supreme Court Judge as the Sole Arbitrator and financial effect if any will be provided on settlement of the issue.
8. The Consolidated Financial Results include the financial results of both subsidiaries of the company namely M/s N. S. Engineering Projects Pvt. Ltd. and M/s Cosmic Springs & Engineers Ltd. which have become subsidiaries from the financial year 2024-25.
9. The aforesaid Financial Results for the Half Year ended 30th September 2025 are also being disseminated on the website of the Company i.e www.cosmiccrf.com

For and on behalf of the Board of Directors
Cosmic CRF Limited
Sd/-
Aditya Vikram Birla
Managing Director
DIN: 06613927

Place : Kolkata
Date : 5th November 2025

পুরুলিয়াতে বিজেপির পরিবর্তন সভায় তৃণমূলের কঠোর সমালোচনা মিঠুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়া জেলার ন'টি বিধানসভার সবগুলিতেই বিজেপিকে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে পুরুলিয়ায় বিজেপির পরিবর্তন সভায় তৃণমূলকে কটাক্ষ করে তুলোধুনা করলেন বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার বিকেলে পুরুলিয়ার ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে দলীয় জনসভায় যোগ দেন তিনি। এই সভাতেই এসআইআর-সহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'টিএমসি মানে টেরর মেনুফেকচারিং কোম্পানি। সন্ত্রাস ছাড়া মানুষকে তৃণমূলের কিছু দেওয়ার নেই।'

পাশাপাশি 'এসআইআর আটকানো যাবে না' বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন মিঠুন চক্রবর্তী। অভারতীয়দের কোনও ঠাঁই নেই একথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এসআইআর নিয়ে ভারতীয় মুসলমানদের কোনও ভয় নেই। তাঁদের ভোটের অধিকার পুরো থাকবে। যারা ভারতীয় নাগরিক নয়, তাদের জন্য এত কিছু করছে তৃণমূল। পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানানোর চেষ্টা করছে ঘাসফুল শিবির। সেই চেষ্টা সফল হবে না।' তিনি আরও বলেন, 'বিজেপি ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু তাঁরা বিজেপিকে ভোট দেননা।' নির্বাচনের আগে দলীয় নেতা কর্মীদের এক জোট হওয়ার বার্তা দিয়ে এই বর্ষিয়ান নেতা বলেন, 'মনোমালিন্য মিটিয়ে নিন। এক হয়ে লড়তে হবে।' এদিন বিজেপির পরিবর্তন সভাতে বক্তব্য রাখেন রাহুল সিনহা, পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো-সহ দলীয় নেতৃত্ব। রাহুল সিনহা বলেন, 'একটাও মৃত্যু এসআইআর-এর কারণে হয়নি। তৃণমূল যে কোনও মৃত্যুকে এসআইআর-এর কারণে হচ্ছে বলে আতঙ্ক ছড়াতে চাইছে।' অপরদিকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মিঠুন চক্রবর্তী সাংবাদিকদের একাধিক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'এসআইআর শুরু হওয়ার পর যেভাবে রোহিঙ্গাদের ভয় ঢুকেছে, যার ফলে কলকাতা-সহ সারা রাজ্যজুড়ে অনুপ্রবেশকারীরা পালাচ্ছে।' পাশাপাশি তিনি বলেন, '২০২৬-এর বিধানসভায় না-জিতলে আমাদের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে। পুরুলিয়ার ন'টি বিধানসভাতে জয়লাভ করতে হবে বিজেপিকে।'

এবার সহরায় উৎসবে নাচের বিরোধিতায় সরব পশুপ্রেমীরা

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃতির টানে নাচে মেতে ওঠেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা রাণীবাঁধের বিধায়িকা জ্যোৎস্না মাণ্ডি। গত বুধবার খাতড়া মুকুটমনিপুর যাওয়ার রাস্তায় রূপারহীড় গ্রামের মাঠে অনুষ্ঠিত হল ৯১তম ঐতিহ্যবাহী আদিবাসী সহরায় উৎসব। এই উৎসবেই মন্ত্রী জ্যোৎস্না মাণ্ডিকে নাচ করতে দেখা যায়। প্রতিবছর রূপারহীড় ও সংলগ্ন প্রায় ১০টি গ্রামের আদিবাসীরা রাস পূর্ণিমার দিনে একদিনের সহরায় উৎসবের আয়োজন করেন। এই মেলায় জেলা ছাড়াও পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে অসংখ্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা সামিল হন। এই মেলায় মনিহারি ও খাবারের দোকানে ভিড় লক্ষ্য করা যায়। সন্ধ্যা সময় ধামসা-মাদলের তালে শুরু হয় সাংস্কৃতিক নৃত্য প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান। সহরায়, ডান্টা, লাগড়ে, ডাহার, লুহুরী সহ বিভিন্ন নাচে অংশ নেন বিভিন্ন জেলা থেকে আসা অসংখ্য দল। রাতভর নাচ-গানে মুখর থাকল উৎসব মাঠ। বিজয়ী দলগুলিকে দেওয়া হয় পুরস্কার।

সারা জেলার রাজনৈতিক নেতা ও

কর্মীরা যখন এসআইআর নিয়ে ব্যস্ত, তখন ধামসা-মাদলের তালে নাচে মেতে উঠলেন রাজ্যের মন্ত্রী। তিনি মেতে ওঠেন তাঁর নিজের সমাজ ও সংস্কৃতির শিকড়ে। একজন আদিবাসী কন্যা হয়ে সবার সঙ্গে সহরায় নৃত্যে পা মেলালেন তিনি। তাঁকে ঘিরে কৌতুহলীদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে, এই সহরায় উৎসবকে কেন্দ্র করে দুপুরে মোরগ লড়াই ও বিকেলে গোরু খুঁটা পালিত হয়। এই দুই অনুষ্ঠান দুটি ঘিরে মেলা মাঠে দেখা যায় টানটান

উত্তেজনা। একটা গোরুকে খুঁটিতে বেঁধে তাকে ঘিরে ধামসা, মাদল ও ন্যাকড়া উচ্চ শব্দে বাজিয়ে উল্লাসে মেতে উঠতে দেখা যায়। লোম-সহ পশুর শুকানো চামড়া গোরুটি মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলা হয় তাকে। গোরুটি আতঙ্কিত হয়ে আত্মরক্ষার তাগিদে যত ছটছট করে, তত বেড়ে চলে তাকে ক্ষেপানোর উদ্যোগ। এদিকে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে জেলার পশু প্রেমী সংগঠন 'মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডস'। তাদের বক্তব্য, 'এই আচরণ পশু ক্লেশ নিবারণী আইনের পরিপন্থী। রাজ্য সরকারের একজন মন্ত্রী যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সেখানে এটা কাম্য নয়। আদিবাসীদের সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে গোরু পূজা বা গোরুখুঁটা যুক্ত। এটা আদিবাসীদের এক পবিত্র লোকাচার। তাই এই লোকাচার পালনের সময় গোরুদের প্রতি মানবিক ও আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন।

এসআইআর শুরু হতেই আরামবাগে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, আহত এক কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: এসআইআর-এর সার্ভেতে বিএলও'র সঙ্গে বাড়ি বাড়ি কে যাবে, তা নিয়ে এবার প্রকাশ্যে দ্বন্দ্বে জড়াল তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী। এনিয়ে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর পরিবারের লোকজনকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল দলেরই বুথ সভাপতি ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এসআইআর নিয়ে তৃণমূলের দলীয় কোন্দল ক্রমশই প্রকাশ্যে এসে যাওয়ায় দলের উর্ধ্বতন নেতৃত্ব রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়েছেন। শুধু এক জায়গায় নয় বিভিন্ন জায়গাতেই সামান্য কারণ নিয়েও নিজেদের মিধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছেন তৃণমূলের কর্মী ও স্থানীয় নেতারা। আর এই ঘটনায় বিএলও'রাও হতবাক। তবে এবিষয়ে তাঁরা কোন মন্তব্য করতে চাননি। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার গোঘটের কুমারগঞ্জে সার সহায়তা শিবির কার দখলে থাকবে তা নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দে উত্তেজনা ছড়ায়। আর এবারে আরামবাগের মাধবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অজয়পুর গ্রামে এই ঘটনায় শোরগোল ছড়িয়েছে। জানা গেছে, আক্রমণের জেরে জখম পঞ্চায়েত সদস্যর নাম অসীম মালিক। তিনি মাধবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। ঘটনা নিয়ে তাঁর অভিযোগ, দলের উর্ধ্বতন নেতৃত্বের নির্দেশে তিনি এসআইআরের জন্য বিএলও'র সঙ্গেই অজয়পুর গ্রামে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছিলেন। সেই সময় তৃণমূলের বুথ সভাপতি অজয় মালিক ও তাঁর অনুগামীরা এসে তাঁকে বাঁশ দিয়ে মারধর করতে থাকে। তার হাত থেকে সমস্ত কাগজ পত্র ছিনিয়ে নেয়। ছিঁড়েও দেয়। এরপর অসীমবাবুর পরিবারের লোকজন জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। সেই সময় তাঁর ভাই ও মাকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় অসীম-সহ তিনজন গুরুতর জখম হন। এরপর স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। যদিও অভিযুক্ত স্থানীয় তৃণমূল বুথ সভাপতি অজয় মালিকের দাবি, 'ওই পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপির লোকজনকে নিয়ে ঘুরছিলেন। সেটারই প্রতিবাদ করা হয়। মারধরের অভিযোগ ভিত্তিহীন। উনি মিথ্যা কথা বলছেন।' তবে এবিষয়ে আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক মধুসূদন বাগ বলেন, 'এটা তৃণমূলের ক্ষমতা দখল ও টাকার ভাগের লড়াই। যেখানেই যাবেন মানব কল্যাণের পরিবর্তে ওনারা সমাজের ক্ষতি করবেন। এসআইআর নিয়েও ওদের দ্বন্দ্ব। কি বলব আর।' যদিও তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক স্বপন নন্দী বলেন, 'এরকম কিছু নয়। আমি খোঁজ নিয়েছি। একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। তবে বিএলও কোনও মন্তব্য করতে চাননি।'

ফের বিজেপি নেতাদের গাছে বেঁধে রাখার নিদান

বিতর্কে ধনিয়াখালির তৃণমূল বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: তৃণমূলের নেতারা বারেবারে হুমকি দিচ্ছেন, বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে ছেড়ে কথা বলা হবে না। আর সেই তালিকাতেই এবার নাম লেখালেন ধনিয়াখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র। তিনি বলেন, 'বিজেপির যারা চুঁচুড়ার ভোটারদের নাম বাদ দিতে চান, তাঁদের দেখলেই গাছে বেঁধে রাখবেন। কোনও ছাড় নেই।' বাংলায় এসআইআর চালু হতেই ময়দানে নেমেছে তৃণমূল-বিজেপি দুই পক্ষই। এসআইআর-এর পক্ষে যখন বিজেপি নেমে পড়েছে। চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে চুঁচুড়া বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজনে বিধায়ক অসিত মজুমদারের নেতৃত্বে এসআইআর নিয়ে প্রতিবাদী জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে ধনিয়াখালির বিধায়ক বলেন, 'আমি চুঁচুড়ার প্রত্যেকটা নেতৃত্বকে বলব যারা এই বাংলার, যারা চুঁচুড়ার ভোটারদের নাম বাদ দিতে চায়, জনগনের নাম বাদ দিতে চায়, টাউন ব্লক থেকে বিজেপির সেই নেতাদের দেখলেই গাছে বেঁধে রাখবেন, কোনও ছাড় নেই।' এপ্রসঙ্গে বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য স্বপন পাল বলেন, 'ধনিয়াখালির বিধায়ক বিজেপি নেতাদের গাছে বেঁধে রাখার নিদান দিচ্ছেন। তাহলে পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রকে কী তারা চুরি করে ফেলেছে? না-কি, পশ্চিমবঙ্গে তালিবানি শাসন চলছে? নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ১২টি রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে। সেখানে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের যত অসুবিধে হচ্ছে। খানাকুলে দেখলাম তৃণমূলের লোকেরা দলীয় পতাকা নিয়ে বুথ লেভেল অফিসারদের সঙ্গে যাচ্ছে। অথচ বিজেপির বিএলএ-২রা যখন বিএলও-এর সঙ্গে যাচ্ছেন, তাঁদের হুমকি দিয়ে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর মানে কী পশ্চিমবঙ্গে শুধু টিএমসি একাই শাসন করবে? বাকি কাউকে কাজ করতে দেবে না? পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রকে এইভাবে হত্যা করবে?'

ডানকুনিতে জীবিত ভোটারের নাম ডিলিট করা নিয়ে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদ, হুগলি ডানকুনি: পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের মিলনী এলাকার ২২৪ নং বুথের বাসিন্দা ছায়া ঘোষ জীবত এবং বর্তমানে তাঁর বয়স ৮৪। জীবিত ভোটারের নাম ডিলিট করা নিয়ে বিতর্ক ডানকুনিতে। ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম থাকলেও, ২০২৫-এর ভোটার লিস্ট থেকে ডিলিট করা হয়েছে জীবিত ভোটারের নাম। যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। নিবার্চন কমিশনের দেওয়া ২০২৫ সালের ভোটার তালিকা অনুযায়ী, 'ডিলিট' করা হয়েছে ছায়া ঘোষের নাম। কেন, কীভাবে নির্বাচন কমিশন জীবিত ভোটারের নাম ডিলিট করেছে, তা নিয়ে ধন্দে বিএলও থেকে রাজনৈতিক দলের বিএলএ-রাও। বিএলএ বলেন, '২২৪ নম্বর বুথের সিরিয়াল নম্বর ৪৬। ছায়া ঘোষ জীবিত। কিন্তু ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায়, তাঁর নাম দেখাচ্ছে ডিলিটেড। কীভাবে সম্ভব? এটা তো নির্বাচন কমিশনের দেখা উচিত ছিল। আমরা বাড়িতে ঢুকে তাঁর ছবিও তুলেছি। তাঁর সঙ্গে কথাও বলেছি। নিশ্চয়ই কমিশনের দৃষ্টিতে আনা হবে।' আর এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূল নেতা কবিরুল আলম বলেন, 'এটা একটা অনিচ্ছাকৃত ভুল। আসলে ছায়া ঘোষ শয্যাশায়ী। প্রথমে বাড়ির লোক মানতে চাননি, পরে ছেলে স্বীকার করেছেন, বাড়ির লোকের তরফ থেকেই মৃত বলা হয়েছিল। প্রথমে মানতে চাননি, পরে যখন তাঁর সই দেখানো হয়, তখন স্বীকার করেন। তবে ৬ নম্বর ফর্ম ফিলাপ করে আবার নাম তুলে দেওয়া হবে।' বিজেপি নেতা কৃষ্ণেন্দু মিত্র বলেন, '২০২৫ সালের ভোটার লিস্ট রাজ্য নির্বাচন কমিশন করেছে। তৃণমূলের বলা উচিত, তারা যে ভুল করেছে, সেটার পাপক্ষয় করতে হবে। এখানে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন কোথা থেকে এল? এটা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দায় ও এখানকার বিডিও, যিনি ঘরে বসে কাজ করেছিলেন, তাঁর দায়।'

গুড়াপের তৃণমূল কর্মী খুনে সিপিএমের ৮ কর্মী দোষী সাব্যস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ১৫ বছর আগে হুগলির গুড়াপে নৃশংসভাবে খুন করা হয় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী ক্ষুদিরাম হেমব্রমকে। বৃহস্পতিবার সেই ঘটনায় আট জন সিপিএম কর্মীকে দোষী সাব্যস্ত করল চুঁচুড়া আদালত। শুক্রবার এই মামলার সাজা ঘোষণা হবে। ২০১০ সালের ১৮ মার্চ। রাজ্যজুড়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে সেই সময়ে। ক্ষুদিরামের ছেলে সুনীল পরীক্ষার জন্যে বাড়িতে পড়াশোনা করছিলেন। কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ক্ষুদিরাম বেলা তিনটে নাগাদ বাড়ি থেকে বের হন। কাজ মিটিয়ে এলাকার বন্ধু তপন রুইদাসের বাড়িতে যান। বন্ধুর মেয়ের বিয়ের আলোচনার জন্যেই তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম। ক্ষুদিরামের ছেলে জানান, বন্ধুর বাড়ি থেকে ক্ষুদিরামকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে অভিযুক্তরা। সুনীল বলেন, 'বাবাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়। এর পরে দেহ লোপাটের চেষ্টা করা হয়। মৃতদেহ বস্তাবন্দি করে দু'কিমি দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলা হয়।' রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকেই ক্ষুদিরামকে হত্যা করা হয়েছিল বলে দাবি সুনীলের।

গুড়াপ থানার পুলিশ তদন্তে নেমে দশ জন সিপিএম কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের বিরুদ্ধে খুন-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়। চুঁচুড়া আদালতে চার্জশিট জমা দেয় পুলিশ। মোট ১২ জন সাক্ষী দেন এই মামলায়। বিচারপর্ব চলার সময়ে দুই অভিযুক্তের মৃত্যু হয়। আটজন জামিনে ছাড়া পেয়েছিলেন। এ দিন সকলকে দোষী সাব্যস্ত করেন চুঁচুড়া আদালতের অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক সঞ্জয়কুমার শর্মা। সরকারি আইনজীবী চণ্ডী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'পুলিশ চার্জশিট জমা দেওয়ার পর ১২ জন সাক্ষী পেশ করা হয়। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ময়নাতদন্ত করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, ক্ষুদিরামের শরীরে ২১টি আঘাতের চিহ্ন ছিল। নৃশংস খুনের ঘটনা এটা। এই মামলায় সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি না হলে যাবজ্জীবন।' বিষয়টি নিয়ে হুগলি জেলা সিপিএমের সম্পাদক দেবব্রত ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

আইএসএফ অফিসে বিএলও, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: রাতের অন্ধকারে আইএসএফ-এর পার্টি অফিসে গিয়ে এসআইআরের ফর্ম ফিলআপ করতে যাওয়ার অভিযোগে জনতার তাড়া খেলেন এক বিএলও। ঘটনাটি ঘটেছে উলুবেড়িয়া এক ব্লকের তপনা পঞ্চায়েতের উত্তর ষোড়শ গ্রামের ১৭৮/১১৯ বুথ এলাকায়। জানা গিয়েছে, এই বুথের বিএলও শেখ শামিউল্লাহ রাত ১০টায় আইএসএফের দোড়ল কলোনির পার্টি অফিসে নেতা কর্মীদের নিয়ে ফর্ম পূরণ ও অন্যান্য কাজ করছিল। খবর পেয়ে এলাকার বাসিন্দারা তাড়া করে ধরে ফেলে। পরের ওই পার্টি অফিসে আটকে পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে, দু'জনকে আটক করলেও বিএলও-কে ছেড়ে দেয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় এলাকায় চাপা উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

ভোটার লিস্ট নিয়ে সংশয়ে বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকা সংশোধন 'এসআইআর'। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গেও শুরু হয়েছে এসআইআর প্রক্রিয়া। ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য বিএলও-রা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য, এসআইআর নিয়ে দোলাচলে রয়েছেন অন্ডাল ব্লকের খান্দরা উদবর্তন বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের একাংশ। আশ্রমে কেউ থাকেন দীর্ঘদিন ধরে। আবার কেউ আবাসিক হয়েছেন খুব সম্প্রতি। গত পঞ্চায়েত ভোটের আগে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বৃদ্ধাশ্রমে আবাসিকদের জন্য ক্যাম্প করা হয়েছিল। সেই ক্যাম্পে ৮ থেকে ১০ জন আবাসিক আগে যেখানে থাকতেন সেখানকার তালিকা থেকে নাম কেটে বর্তমানে এখানে নাম তুলেছেন। অন্যদের নাম এখনও রয়ে গেছে পুরনো জায়গায়। যাদের নাম এখানে নেই, সেই সব আবাসিকদের একাংশই এসআইআর নিয়ে রয়েছেন দোলাচলে। আবাসিকদের বক্তব্য, 'বেশ কিছুদিন ধরেই

সংবাদমাধ্যমে এসআইআর নিয়ে হইচইয়ের কথা জেনেছি। তবে এসআইআর প্রক্রিয়া আসলে কি! নাম বাদ গেলে পরিণতি কি হবে? সেই সব বিষয়ে খুব একটা স্বচ্ছ ধারণা নেই।' অমলা চক্রবর্তী (নাম পরিবর্তিত) নামে এক আবাসিক বলেন, 'আগে আসানসোলে বাড়িতে থাকতাম। সেখানে দু-তিন বছর আগে শেষ ভোট দিয়েছি। তারপর আর ভোট দেওয়া হয়নি। ওখানকার ভোটার তালিকাতেই এখনো নাম রয়েছে। বিএলও-দের সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ করব, কোথায় ফর্ম জমা দিতে হবে? বিষয়টি জানা নেই। তবে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নিজের নাম আছে বলে জানান তিনি। উর্ধ্বতন বৃদ্ধাশ্রমের সম্পাদক অমিতাভ সরকার বলেন, 'আবাসিকরা এই বিষয়ে আমাদের এখনও কেউ কিছু বলেনি। তবে কেউ সমস্যার কথা বললে আমরা প্রশাসনের সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো।' অন্ডালের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) দেবাঞ্জন দত্ত বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে কারও কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। যাদের নাম রয়েছে এক জায়গায় অথচ বর্তমানে থাকেন অন্য কোথাও। তাঁরা অনলাইনে ২০০২ সালের ভোটার তালিকা ও এসআইআর ফর্ম ডাউনলোড করে যেকোনও জায়গা থেকে অনলাইনের মাধ্যমে জমাও করতে পারবেন। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে কেউ সমস্যার কথা জানালে সমাধানের বিষয়ে তাঁকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে।'

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
হরিণাভি শাখা
রামকৃষ্ণ কমপ্লেক্স, এনএসসি বোস রোড, হরিণাভি, কলকাতা - ৭০০১৪৮

পরিশিষ্ট-IV
[রুল -৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতাগণকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ নিম্নোক্ত মতে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/অংশীদারগণ জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা, শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
ঋণগ্রহীতা : শ্রী প্রবীর সেন বক্সি **শাখা : হরিণাভি**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ডি-২, ৩য়তল, ব্লক-বি,হোল্ডিং নং ২৫, এম এন রায় রোড, হরিনাভি, সুভাষিণী গার্লস হাই স্কুল এর নিকট, মৌজা : হরিনাভি, জেএল নং ৩৬, আরএস দাগ নং ৮৮৯,আরএস খতিয়ান নং ২৪৯, থানা : সোনারপুর, পো : হরিনাভি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ১৮, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা, কলকাতা- ৭০০১৪৮। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** অংশত একতলা ভবন, অংশত খালি জমি; **দক্ষিণে :** অংশত দোতলা ভবন, অংশত খালি জমি; **পূর্বে :** খালি জমি; **পশ্চিমে :** অংশত এম এন রায় রোড, অংশত দোতলা ভবন।	১) ৩০.০৫.২০২৫ ২) ০৪.১১.২০২৫ ৩) **৫,৭৩,৫৮৭.১৭ টাকা** (পাঁচ লাখ তিয়াত্তর হাজার পাঁচশ সাতাশি টাকা এবং সতের পয়সা)
ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতী মৌসুমী দেবনাথ এবং শ্রী প্রণব দেবনাথ **শাখা : হরিণাভি**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি : ফ্ল্যাট নং ডি, ৫মতল, (দক্ষিণ-পূর্ব দিকে) উষা সুন্দরী অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ৩০৬/৫, এসবিএ ৯৪০ বর্গফুট কমবেশি আরএন চক্রবর্তী রোড,পো : সুভাষগ্রাম, থানা : সোনারপুর, কলকাতা- ৭০০১৪৭, রাজারপুর সোনারপুর পুরসভা ওয়ার্ড নং ১৯, মৌজা : বংশীধরপুর,জেএল নং ৩৪, আরএস দাগ নং ৪৬৪/৮২৯, ৪৬৪/৮২৮, ৪৬৪/৫২৪, ৪৬৪, আরএস খতিয়ান নং ২৫৮ এবং ৫৯২ থেকে ৫৯৪ , এলআর খতিয়ান নং ২৯৮৪ থেকে ২৯৮৬, ৫৯, ৫৫৯, ৪১০, ৯৭৩ এবং ২৮৬৯ থেকে ২৮৭১, সম্পত্তি শ্রীমতি মৌসুমী দেবনাথ, শ্রী প্রণব দেবনাথ এবং শ্রী প্রিয় লাল দেবনাথ এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ২৬৬৮/২০১৮। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ফ্ল্যাট নং সি এবং অন্যান্যর সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** ২০ আর এন সি রোড, **পূর্বে :** সুভাষগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন, **পশ্চিমে :** সাধারণ চলার পথ।	১) ০৩.০৬.২০২৫ ২) ০৪.১১.২০২৫ ৩) **৫,১১,১৯২.৫৪ টাকা** (পাঁচ লাখ এগার হাজার একশ বিরানব্বই টাকা এবং চুয়ান্ন পয়সা)

তারিখ : ০৪.১১.২০২৫
স্থান : হরিণাভি

স্বা/- চিফ ম্যানেজার/অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসাত জোনাল অফিস
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৬৪

ই-অকশন অনুষ্ঠিত হবে ০৯-১২-২০২৫ তারিখে

ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক দেওয়া স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির পাবলিক নোটিস

যেহেতু, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস -এর ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত ১৩(১২) ধারা অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**র অনুমোদিত অফিসার সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) অধীনে ঋণগ্রহীতাদের ডিমান্ড নোটিস ইস্যু করেছেন ও অনুমোদিত অফিসার অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। অনুমোদিত অফিসার উক্ত আইনের রুল ৮ -এর সাব রুল ৫ ও ৬ অধীনে বর্ণিতমতো তারিখ, স্থান ও সময় ই-অকশনের আয়োজন করবেন। জনসাধারণ ও সাধারণভাবে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে সারফেইসি অ্যাক্ট অধীনে ই-নিলাম পরিচালিত হবে বিক্রয়ার্থে রুল ২০০২ -এর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-তে উপস্থাপিত শর্ত মোতাবেক এবং ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের উসুলের জন্য নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে।

শাখার নাম সহ ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ/ বকেয়ার পরিমাণ (টাকায়)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও দখলের তারিখ	মজুত মূল্য (টাকায়) এবং বায়না টাকা জমা (ইএমডি, টাকায়)
শিশিরকুঞ্জ শাখা **ঋণগ্রহীতা: দেবজ্যোতি সেনগুপ্ত এবং রিমা সেনগুপ্ত** **ঠিকানা:** ৫৭৩/১, অশোকনগর, শক্তি সংঘ ক্লাবের কাছে, অশোকনগর	২য় ফ্লোরে (উত্তর-পূর্ব কোণ) অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি-২০১ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৪০ বর্গফুট, হাসি ভিলা নামক বিল্ডিং, যা মৌজা - মাসুন্দা, জে.এল. নং- ৩৪, রে.সা. নং- ৯৬, তৌজি নং- ১৬৯, এল.আর. খতিয়ান নং- ২৭৩১, আর.এস. দাগ নং- ১৮৬/১৬৩১ যা এল.আর. দাগ নং- ৩৩৭ সংশ্লিষ্ট আর.এস. খতিয়ান নং- ২৪, জমিদার খতিয়ান নং-১১ তে অবস্থিত এবং যার হোল্ডিং নং ১৭২, ডঃ বি.সি. রায় সরণি, পো.ও থানা- নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা-৭০০১৩১।	**২৩,৩৫,০৯৭/- টাকা** ০৮.০৪.২০২৫ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ সহ	২৮.০৮.২০১৯ এবং ১৯.০৮.২০২০ (বাস্তবিক দখল)	**৮,৫০,০০০/- টাকা এবং ৮৫,০০০/- টাকা**
কামারহাটি শাখা **ঋণগ্রহীতা: শ্রী অমিত আগরওয়াল** **ঠিকানা:** মেগা টাওয়ার, ৩৫/১ বিটি রোড, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০০৫৬	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ই (ইউ/সি) ৫ তলে, জি-৪ তলা বসবাসের ভবনে ঠিকানা ৭/৬/২৩ বাগস্টেশন রোড, পো - কাঁচড়াপাড়া, থানা - বিজপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৪৪৩১৪৫, মৌজা - মল্লিকবাগ, জেএল নং ০১, এলআর খতিয়ান নং ২১৪২, ২১৪৩, ২১৪৫, ২১৪৬, ২১৪৭ আরএস দাগ নং ৬৩, এলআর দাগ নং ৩০৪, হোল্ডিং নং ৭/৬/২৩, ওয়ার্ড নং ১, হালিশহর পুরসভা অধীন, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা **চৌহদ্দি :** উত্তরে : কালীপদ পালের জমি, দক্ষিণে : শ্রী কেশব সিং, পূর্বে : ৯ ফুট ৭ ইঞ্চি চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং শ্রীমতী রেণুবালা সরকারের ভবন, পশ্চিমে : কালীপদ পালের ভবন।	**৩৩,৩৯,৫৬২/- টাকা** ০৮.০৪.২০২৫ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ সহ	০৮.০৫.২০১৫ এবং ১৬.০৯.২০১৫ (বাস্তবিক দখল)	**১১,৫০,০০০/- টাকা এবং ১,১৫,০০০/- টাকা**
কৈখালী শাখা **ঋণগ্রহীতা: শ্রী সুপ্রিয় রায় এবং শ্রীমতী মৌসুমী রায়** **ঠিকানা:** ১১৪, নিউ কলোনি সোদপুর, পানিহাটি পৌরসভা ওয়ার্ড নং-১২, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ১১০।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আবাসিক ফ্ল্যাট, যা একটি তিনতলা ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং জি১ (দক্ষিণ-পূর্ব-উত্তর দিকে) -এ অবস্থিত। এটির পরিমাপ কমবেশি ৬০৭ বর্গফুট এসবিইউ। হোল্ডিং নং ১১৪, নিউ কলোনি সোদপুর, মৌজা-সোদপুর, জে.এল. নং-৮, আর.এস. নং-৪৫, আর.এস. দাগ নং-৬৬৩ (পি) এ এল.ও.পি. নং ২এ, আর.এস. খতিয়ান নং-২, থানা-খড়দহ, পানিহাটি পৌরসভা ওয়ার্ড নং-১২ এর অধীনে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ১১০। ফ্ল্যাটটিতে ১টি বেডরুম, ১টি রান্নাঘর ও খাবার ঘর সহ ড্রইং রুম, ১টি টয়লেট রয়েছে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর দিকে- এল.ও.পি. নং-৪/ মানিক দে-র বাড়ি। দক্ষিণ দিকে- ১৮ ফুট চওড়া পৌর রাস্তা। পূর্ব দিকে- এল.ও.পি. নং-২বি/ এম ব্যানার্জি-র বাড়ি। পশ্চিম দিকে- ১৮ ফুট চওড়া পৌর রাস্তা। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি:** উত্তর দিকে- খোলা আকাশ। দক্ষিণ দিকে- খোলা আকাশ। পূর্ব দিকে- খোলা আকাশ। পশ্চিম দিকে- সিঁড়ি এবং সাধারণ করিডর।	**২০,১২,৪৫১/- টাকা** ০৬.১১.২০২৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি আরও সুদ এবং খরচ	১১.০৫.২০২৩ এবং ১৯.০৯.২০২৩ (বাস্তবিক দখল)	**১৫,৭৪,০০০/- টাকা এবং ১,৫৭,৪০০/- টাকা**
কৈখালী শাখা **ঋণগ্রহীতা: শ্রীমতী সুমিতা ভৌমিক এবং শ্রী মৃন্ময় ভৌমিক** **ঠিকানা:** ১১৪, নিউ কলোনি সোদপুর, পানিহাটি পৌরসভা ওয়ার্ড নং-১২, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ১১০।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আবাসিক ফ্ল্যাট নং এফ১, একটি তিনতলা ভবনের প্রথম ফ্লোরে এ অবস্থিত। এটির পরিমাপ প্রায় ৮৫০ বর্গফুট এসবিইউ। হোল্ডিং নং ১১৪, নিউ কলোনি সোদপুর, মৌজা-সোদপুর, জে.এল. নং-৮, আর.এস. নং-৪৫, আর.এস. দাগ নং-৬৬৩ (পি) এ এল.ও.পি. নং ২এ, আর.এস. খতিয়ান নং-২, পি.এস. থানা-খড়দহ, পানিহাটি পৌরসভা ওয়ার্ড নং-১২ এর অধীনে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ১১০। ফ্ল্যাটটিতে ২টি বেডরুম, ১টি রান্নাঘর ও খাবার ঘর সহ ড্রইং রুম, ১টি টয়লেট রয়েছে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর দিকে- এল.ও.পি. নং-৪/ মানিক দে-র বাড়ি। দক্ষিণ দিকে- ১৮ ফুট চওড়া পৌর রাস্তা। পূর্ব দিকে- এল.ও.পি. নং-২বি/ এম ব্যানার্জি-র বাড়ি। পশ্চিম দিকে- ১৮ ফুট চওড়া পৌর রাস্তা। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি:** উত্তর দিকে- খোলা আকাশ। দক্ষিণ দিকে- খোলা আকাশ। পূর্ব দিকে- খোলা আকাশ। পশ্চিম দিকে- সিঁড়ি এবং সাধারণ করিডর।	**২০,৯০,০০৪/- টাকা** ০৬.১১.২০২৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি আরও সুদ এবং খরচ	৩১.০৭.২০২৩ এবং ১৯.১০.২০২৩ (বাস্তবিক দখল)	**২২,০৪,০০০/- টাকা এবং ২,২০,৪০০/- টাকা**
এআইটি ক্যাম্পাস শাখা **ঋণগ্রহীতা: শ্রী দেবেন্দ্র চৌধুরী** **জামিনদার: শ্রী পৃথ্বীরাজ নাথ** **ঠিকানা:** এ-৩, দিগন্ত অ্যাপার্টমেন্ট, দক্ষিণায়ন, সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১০	তৃতীয় ফ্লোরে (পূর্বদিকে) অবস্থিত ফ্ল্যাট নং-এ, যার পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ৮৩৮ বর্গফুট -এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, স্বপ্ন নীল অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত, যা প্রেমিসেস নং ১৪৬, দক্ষিণায়ন, সোদপুর, মৌজা - সোদপুর, জে.এল. নং- ১০, তৌজি নং- ১৭২, আর.এস. দাগ নং- ৮১৫/২৩২৪, খতিয়ান নং-১১০৮, ওয়ার্ড নং-২৩, থানা - খড়দহ, পানিহাটি পৌরসভার সীমানার মধ্যে অবস্থিত, এবং এ.ডি.এস.আর.ও. সোদপুর, কলকাতা-৭০০১১০, জেলা ২৪ পরগনা (উত্তর) এর এক্তিয়ারভুক্ত। **ভবনের চৌহদ্দি:- উত্তরে-** শিমুল সাহা, **দক্ষিণে-** বীরেন্দ্রনাথ দাসের জমি, **পূর্বে-** ২৫ ফুট দক্ষিণায়ন রোড, **পশ্চিমে-** ১৪ ফুট প্রশস্ত রাস্তা। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি:- উত্তরে-** উন্মুক্ত, **দক্ষিণে-** উন্মুক্ত, **পূর্বে-** উন্মুক্ত, **পশ্চিমে-** সিঁড়ি, লিফট এবং আংশিকভাবে ফ্ল্যাট নং-বি দ্বারা।	**৪০,২০,৯০৬/- টাকা** ০৬.১১.২০২৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি আরও সুদ এবং খরচ	০৩.০৮.২০২১ এবং ২৯.১১.২০২১ (বাস্তবিক দখল)	**১৫,৩৫,০০০/- টাকা এবং ১,৫৩,৫০০/- টাকা**
	তৃতীয় ফ্লোরে (পশ্চিমদিকে) অবস্থিত ফ্ল্যাট নং-বি, যার পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ৭৫৯ বর্গফুট -এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, স্বপ্ন নীল অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত, যা প্রেমিসেস নং ১৪৬, দক্ষিণায়ন, সোদপুর, মৌজা- সোদপুর, জে.এল. নং- ১০, তৌজি নং- ১৭২, আর.এস. দাগ নং- ৮১৫/২৩২৪, খতিয়ান নং-১১০৮, ওয়ার্ড নং-২৩, থানা - খড়দহ, পানিহাটি পৌরসভার সীমানার মধ্যে অবস্থিত, এবং এ.ডি.এস.আর.ও. সোদপুর, কলকাতা-৭০০১১০, জেলা ২৪ পরগনা (উত্তর) এর এক্তিয়ারভুক্ত। **ভবনের চৌহদ্দি:- উত্তরে-** শিমুল সাহা, **দক্ষিণে-** বীরেন্দ্রনাথ দাসের জমি, **পূর্বে-** ২৫ ফুট দক্ষিণায়ন রোড, **পশ্চিমে-** ১৪ ফুট প্রশস্ত রাস্তা। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি:- উত্তরে-** উন্মুক্ত, **দক্ষিণে-** উন্মুক্ত, **পূর্বে-** সিঁড়ি, লিফট এবং আংশিকভাবে ফ্ল্যাট নং-এ দ্বারা, **পশ্চিমে-** উন্মুক্ত।			**১৩,৮৯,০০০/- টাকা এবং ১,৩৮,৯০০/- টাকা**

নিয়ম ও শর্তাবলী :

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল "**অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং**" প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://BAANKNET.com/** -এর মাধ্যমে হবে।
(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ০৯.১২.২০২৫ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত, যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ১০ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১২০ মিনিট এবং যদি শেষ ১০ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ১০ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ১০ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। ডাকদাতারা ১০,০০০/- টাকায় (দশ হাজার টাকা মাত্র) তাঁদের প্রস্তাব বৃদ্ধি করতে পারেন উপরে বর্ণিতমতো। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি ০২.১২.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টার মধ্যে দেখতে পারেন।**
(৩) **আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://BAANKNET.com/ -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডিও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন শ্রী অবিনাশ সাহু (+৯১-৮২৪৯৩২৮৫৪৭) অথবা শ্রী গৌরভ কান্ত (+৯১-৮২৯২৪৭৭৩৩৯) -এর সঙ্গে।**
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ "**যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে**", "**যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে**" এবং "**কোনও রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে**" বিক্রি হবে। আগ্রহী বিডারদের নিজের মত অকশনে দেওয়া সম্পত্তি জড়িত কোন দায়, সম্পত্তির মালিকানা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া যা ওই সম্পত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে সে সব সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে এমনি বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময় (যেসব সম্পত্তি প্রতীকী দখল আছে তার ক্ষেত্রে) তার খরচ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে বিড জমা দেওয়ার আগে। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ক্রেডিটর কোনওভাবেই দায়ী হবেন না **কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া এবং কোন বিলম্ব, মূল্য এবং/অথবা কোনও আইনি জটিলতা যা বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময় দেখা দিতে পারে** (যেসকল সম্পত্তি প্রতীকী দখলে আছে তার ক্ষেত্রে)।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) ই-ব্যাঙ্কনেট -এর উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৭) **আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে ০৮.১২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৪.০০টা পর্যন্ত।**
(৮) **সর্বোচ্চ/সফল ডাকদাতাকে বিক্রয় সম্পর্কে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক ডাক গৃহীত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সামিল করে ডাক অর্থে ২৫% জমা দিতে হবে, বিক্রয় বিফল হলে ইএমডি ফেরতযোগ্য নয়। সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে তার ডাক দেওয়ার আইনগত যোগ্যতা সাপেক্ষে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির সফল ডাকদাতা/ ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে।**
(৯) **ডাক/ক্রয় অর্থে অবশিষ্ট ৭৫ % অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় সুনিশ্চিত করার অথবা অনুমোদিত অফিসারের একক সিদ্ধান্তে লিখিতভাবে সম্মতিক্রমে ও ওইরূপ সম্প্রসারিত সময়কালে ১৫ দিনের মধ্যে (ব্যাঙ্কের কার্যকালে) আদায় দিতে হবে। সফল ডাকদাতা কোনও কারণে পেমেন্ট করতে ব্যর্থ হলে ডাকদাতার ইতিমধ্যেই জমা দেওয়া টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক-এর স্বাধীনতা থাকবে নিলাম বাতিল করার ও নতুন নিলাম পরিচালনার।**
(১০) **সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।**
(১১) **অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।**
(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদুর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৮(৬) এর অধীনে অগ্রিমের জন্য উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদের জন্য পনের/ত্রিশ দিনের নোটিশ।
(১৪) আরও বিশদ ডাউনলোডের জন্য, প্রক্রিয়া সম্মতি এবং শর্তাবলী, অনুগ্রহ করে দেখুন : **https://www.bankofindia.co.in**।

তারিখ: ০৭.১১.২০২৫
স্থান: কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.E. ET. No. 80, 81 & 82/PW/Eng/APAS/25 Dt. 06-11-25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

1st Call 4th Corrigendum Notice

N.I.E. EQ. No. 31/WS/ Eng/25 Dt. 26-08-2025

Bid Submission period: 01.12.25 instead of 04.11.25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-QUOTATION 2nd Call

N.I.E. EQ. No. 03/WS/AMRUT/ Eng/25-26 Dt. 09.04.25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Chakdaha Municipality
Chakdaha, Nadia

Tender Notice

Chakdaha Municipality invites e-tenders vide **Tender Reference No.: WBMAD/CM/PWD/APAS/ NIT-1/25-26 & Tender Id: 2025_MAD_940200_1, Tender Id.: 2025_MAD_940200_2, and Tender Id.: 2025_MAD_940200_3** for the construction of stormwater drains. For further information, please visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
Chakdaha Municipality

স্পিনজালে আটক অজিরা, সিরিজে এগোল মেন ইন ব্লু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছিল মাত্র ১৬৭ রানের পুঁজি, টি-২০ ক্রিকেটে যা বর্তমান মানদণ্ডে খুব বেশি কিছু নয়। তবুও এই স্বল্প রান নিয়েই বল হাতে ম্যাজিক দেখালেন ভারতের বোলাররা। ওয়াশিংটন সুন্দর, অর্শদীপ সিং, অক্ষর প্যাটেল, বরুণ চক্রবর্তী এবং শিবম দুবের বোলিং দাপটে ৪৮ রানের জয়ে সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেল সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত। কুইন্সল্যান্ডের মাঠে টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় অস্ট্রেলিয়া। ভারতীয় ব্যাটারদের শুরুটা ছিল সাবধানী। প্রথম তিন ম্যাচে একেবারেই ছন্দে না থাকা শুভমান গিলের ব্যাটে অবশেষে দেখা মিলল কিছুটা স্থিরতার। কোচ গৌতম গম্ভীর তাঁকে নিয়ে ম্যাচের আগে আলাদা সেশন করেন, যার ফল মাঠে স্পষ্ট; ৩৯ বলে ৪৬ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস। যদিও স্ট্রাইক রেট ছিল ১১৭, কিন্তু মন্থর পিচে এই ইনিংসই পরবর্তীতে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ওপেনার অভিষেক শর্মা।

Howrah Municipal Corporation
Office of the Borough-V
107/C, Kashinath Chatterjee Lane, Howrah-711102, Ph- 033- 2678 0031

E-TENDER NOTICE

E-Tender No. - TN/ 007 / APAS / B-V / 25-26, Date :04.11.2025

For details of N.I.T. please refer to Notice Board of Borough–V. Visit the sites: **www.wbtenders.gov.in** (for tender submission) and also refer to **www.myhmc.in**. **Bid submission starting date 07.11.2025 at 6:00 P.M. (ON-LINE). Bid submission closing date 27.11.2025 at 6:00 P.M. (ON-LINE).**

Sd/-
Assistant Engineer
H.M.C.

Howrah Municipal Corporation
Borough Committee-IV
82, Narasingha Dutta Road, Howrah-711101

E-TENDER

NIT No: E-TN/002/A.E./Br-IV/ 25-26, Date : 06.11.2025

For details of N.I.T. please refer to Notice Board of Borough-IV & also H.M.C. website i.e. **www.myhmc.in & www.wbtenders.gov.in** Bid submission starting date **14.11.2025.** Bid submission closing date **24.11.2025.**

Sd/-
Assistant Engineer
Borough-IV, H.M.C.

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Executive Officer, Krishnanagar Municipality invites NIeT No: **WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-5/2ND-CALL/APAS/2025-26, WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-6/2ND-CALL/APAS/2025-26, WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-8/2ND CALL/APAS/2025-26, WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-10/2ND CALL/APAS/2025-26, WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-11/2ND CALL/APAS/2025-26 & WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-12/2ND CALL/APAS/2025-26** for Construction of Cement Concrete Road,Construction / Repairing of Drain etc.under APAS within Krishnanagar Municipality. The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in for details. Tender Id: 2025_MAD_933831_1 to 2025_MAD_933831_5, 2025_MAD_933910_1 to 2025_MAD_933910_3, 2025_MAD_934461_1 to 2025_MAD_934461_6, 2025_MAD_935175_1 to 2025_MAD_935175_14, 2025_MAD_936045_1 to 2025_MAD_936045_7 & 2025_MAD_935119_1 to 2025_MAD_935119_7.**

Sd/- Executive Officer
Krishnanagar Municipality

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ২২২-এস/১/ভিজু-II তারিখ ০৩.১১.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, দ্বিতীয় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং:** ডিএন-১২৮-২৫-২৬; **কাজের নাম:** শিয়ালদহ ডিভিশনের ব্রিজ নং. ৩টি, ১০টি (আপ), ৫৩, ৬৪(আপ), এল্ড/২৬, ১০ (ডাউন)-এর জরুরি মেরামত এবং শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভিন্ন ব্রিজে বিভিন্ন ব্রিজ বোর্ডের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৫৩,৯১,৬৭৬.৭১; **ইএমডি:** ₹ ১,০৭,৬০০.০০; **কাজ সমাপ্তির সময়:** ৮ (আট) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৮-১১-২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টায়। ১. টেন্ডারের নথিপত্র ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। বিড উপরের ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করা হবে। ২. ভারতীয় রেলওয়ের স্ট্যান্ডার্ড জেনারেল কন্ডিশনস অফ কন্ট্রাক্ট ২০২২ অনুসারে, ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য। ৩. **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়:** ২৮.১১.২০২৫ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে।

SDAH-248/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1249/25-26 Dated 01.11.2025	Repair & Upgradation work of Concrete Road with Drain from H/O Bicchu Sharma to H/O Sukumar Biswas in Ward No.- 03 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S.,Booth No.-130,(Proposal Serial No.-1) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 4,34,207.00
WBMAD/ULB/ RSM/1250/25-26 Dated 01.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Shyamol Mandal to H/O Samir Dhar in Ward No.- 03 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-130,(Proposal Serial No.-2)Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 4,23,971.00
WBMAD/ULB/ RSM/1251/25-26 Dated 01.11.2025	Repair & Upgradation Work of Surface Drain from H/O Naresh Roy to H/O Rajib Roy in Ward No.-03 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S., Booth No.-130, (Proposal Serial No.-03), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,15,606.00
WBMAD/ULB/ RSM/1252/25-26 Dated 01.11.2025	Repair & Upgradation Work of R.C.C. Slab Casting Culvart Across drain from Shimultala Main Road towards Lakshmi Das at Molla Para in Ward No. - 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-297, (Proposal Serial No.-01), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,19,367.00
WBMAD/ULB/ RSM/1253/25-26 Dated 01.11.2025	Repair & Upgradation work of Concrete Road with Guardwall from Mansur Molla towards Sudharsan Kabar at Molla Para in Ward No.-08 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No- 297 (Proposal Serial No - 03), within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 3,54,385.00
WBMAD/ULB/ RSM/1254/25-26 Dated 01.11.2025	Repair and Upgradation Concrete Road with Drain from Meherab Hossion towards Jafar Molla at Molla Para in Ward No.- 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S., Booth No.-297, (Proposal Serial No.-5) Within 251, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,94,182.00
WBMAD/ULB/ RSM/1255/25-26 Dated 01.11.2025	Repair and Upgradation work of Concrete Road from Ranajit Das towards Asit Gayen at Khudirampally in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 142 (Proposal Serial No - 01), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 3,71,916.00
WBMAD/ULB/ RSM/1257/25-26 Dated 01.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Rajak Gazi to H/O Nasiruddin Gazi in Ward No.-07 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-296, (Proposal Serial No.-02), Within 151 Sonarpur Uttar A.C	Rs. 3,25,243.00
WBMAD/ULB/ RSM/1258/25-26 Dated 01.11.2025	Repair & Upgradation Work of Drain Cover from H/O Rahaman Laskar to H/O Ramjan Molla in Ward No.-07 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S.,Booth No.-296, (Proposal Serial No.-03), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,07,346.00
WBMAD/ULB/ RSM/1259/25-26 Dated 01.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Rafic ali Gazi to H/O Jaynal Mandal in Ward No.-07 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-296, (Proposal Serial No.-05), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,86,385.00
WBMAD/ULB/ RSM/1260/25-26 Dated 01.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Sukur Mandal to H/O Samsed Bibi in Ward No.-07 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-296,(Proposal Serial No.-6) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,06,006.00

Bid Submission end date: **25.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website https://wbtenders.gov.in **Tender Notice No. 1961, Dt. 31/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/ APAS/NIT-54/25-26/SL=1 to 2,** Last Date of Bid Submission **26/11/2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website https://wbtenders.gov.in **Tender Notice No. 1960, Dt. 31/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-53/25-26/SL=1 to 5,** Last Date of Bid Submission **26/11/2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website https://wbtenders.gov.in **Tender Notice No. 1957, Dt. 31/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-50/25-26/SL=1,** Last Date of Bid Submission **26/11/2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website https://wbtenders.gov.in **Tender Notice No. 1956, Dt. 31/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-49/25-26/SL=1 to 10,** Last Date of Bid Submission **25/11/2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 358/2025-2026, Dated- 06-11-2025

e-Tenders are invited by the General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil works at Murshidabad District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **07-11-2025 after 10.00 am.** Bid submission end date- **28-11-2025 upto 3.00 pm.**

Date: 06.11.2025 **Sd/- General Manager**

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Construction of Culvert and Repairing of Drain near Bhiringi Manasatola, Ward No.- 19, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/263(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_938717_1 • Estimated Amount : 4,78,161.00/-

2) Name of the Work: Repairing of Road near Bhiringi Dharmarajtola, Ward No.- 19, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/263(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_938717_2 • Estimated Amount : 68,805.00/-

3) Name of the Work: Construction of Concrete Road and Repairing of Drain behind Bhiringi Jagaran Club, Ward No.- 19, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/263(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_938717_3 • Estimated Amount : 3,90,120.00/-

4) Name of the Work: Repairing of Road near Sandha Nayak's House at Dharmarajtola, Ward No.- 19, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/263(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_938717_4 • Estimated Amount : 54,525.00/-

Last Date : 24th November 2025, up to 01:55 pm
For details : **wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website https://wbtenders.gov.in **Tender Notice No. 1959, Dt. 31/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-52/25-26/SL=1,** Last Date of Bid Submission **26/11/2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website https://wbtenders.gov.in **Tender Notice No. 1958, Dt. 31/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-51/25-26/SL=1 to 5,** Last Date of Bid Submission **26/11/2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website https://wbtenders.gov.in **Tender Notice No. 1955, Dt. 31/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-48/25-26/SL=1,** Last Date of Bid Submission **25/11/2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website https://wbtenders.gov.in **Tender Notice No. 1954, Dt. 31/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-47/25-26/SL=1 to 8,** Last Date of Bid Submission **22/11/2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

এসএলআর/এলভিপিএইচ লিজে দেবার জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ লিজ-কেজিপি-২৫-২১ **তারিখ ঃ ০৪.১১.২০২৫**

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিশন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে **https://www.ireps.gov.in/ ওয়েবসাইট-এ বিজ্ঞাপিত মতো ট্রেনগুলিতে পার্সেল পরিবহনের কাজে ০৩ (তিন) বছর সময়সীমার জন্য এসএলআর/এলভিপিএইচ লিজে দেওয়ার** জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন ঃ **ক্যাটিগরি ঃ** পার্সেল। **ক্যাটালগ নং ঃ** লিজ-কেজিপি-২৫-২১। **ই-অকশনের তারিখ ঃ** ১৮.১১.২০২৫। **অকশন শুরুর সময় ঃ** সকাল ১০.৩০ মিনিট। **অকশন বন্ধের সময় ঃ** বিকাল ৫.৫০ মিনিট। আগ্রহী পার্টিরা এবং কন্ট্রাক্টররা এ-বিষয়টি লক্ষ্য করবেন এবং ট্রেনগুলির বিশদ বিবরণ এবং ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। কোনও অনুসন্ধানের/স্পষ্টীকরণের জন্য, যদি থাকে, অনুগ্রহ করে নিম্ন- স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

(PR-809) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1281/25-26 Dated 01.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Nirmal Mondal to H/O Mriganka Dutta in Ward No. - 03 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-133, (Proposal Serial No.-1) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,77,888.00
WBMAD/ULB/ RSM/1282/25-26 Dated 01.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Haradhan Ch. Das to H/O Kamal Kanti Mandal in Ward No. - 03 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S., Booth No.-133, (Proposal Serial No.-2) Within 151, Sonarpur Uttar A.C	Rs. 3,35,782.00
WBMAD/ULB/ RSM/1283/25-26 Dated 01.11.2025	Repair & Upgradation Work of Covered Drain From H/O Sunit Ghosh Dostidar to H/O Provas Mandal in Ward No. - 03 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-133, (Proposal Serial No.-03), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 3,62,287.00
WBMAD/ULB/ RSM/1285/25-26 Dated 01.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Bisu Das to H/O Babu Giri in Ward No.- 03 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-129, (Proposal Serial No.-2) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,83,684.00
WBMAD/ULB/ RSM/1287/25-26 Dated 01.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road From H/O Sankar Sardar to H/O Dilip Sardar at Panchpota khalpar in Ward No. - 03 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S., Booth No.-134, (Proposal Serial No.-03), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs.1,62,745.00
WBMAD/ULB/ RSM/1288/25-26 Dated 01.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road From H/O Laltu Das to H/O Swapan Sardar at khalpar in Ward No. - 03 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-134, (Proposal Serial No.-04), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs.1,83,894.00
WBMAD/ULB/ RSM/1289/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of Brick Pavement Road from Post Office to H/O Bobay Ghosh (Proposed Sl. No.- 2) at Booth No.- 244 of Ward No.- 34 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs.2,56,215.00
WBMAD/ULB/ RSM/1290/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of Brick Pavement Road from H/O Ratan Babu to H/O Sanjay Das (Proposed Sl. No.- 3) at Booth No.- 244 of Ward No.-34 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs.1,22,075.00
WBMAD/ULB/ RSM/1293/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of Surface Drain & Culvert from Ali biye bari goli to H/O Sanjib Ghosh (Proposed Sl. No.- 2) at Booth No.- 178 of Ward No.-34 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs.1,83,583.00
WBMAD/ULB/ RSM/1294/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of Concrete Road from H/O Sumon Sir towards Boral Bank (Proposed Sl. No.- 3) at Booth No.- 177 of Ward No.- 34 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs.2,77,935.00
WBMAD/ULB/ RSM/1295/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of Concrete Road from Kisore Kali Bari to H/O Anita Kar towards Nasir Gola (Proposed Sl. No.- 2) at Booth No.- 177 of Ward No.- 34 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs.4,11,595.00
WBMAD/ULB/ RSM/1296/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of Concrete Road from H/O Dabu to H/O Swapan Adak (Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 177 of Ward No.- 34 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs.2,87,565.00
WBMAD/ULB/ RSM/1298/25-26 Dated 01.11.2025	Repair and Upgradation work of Cover Drain from Ashok Naskar towards Goutam Sikary at Naskarpara in Ward No.- 09 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 21 (Proposal Serial No.-02), within 147 Sonarpur Dakshin Dakshin A.C.	Rs.1,95,084.00

Bid Submission end date: **26.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of various work in different booths, in ward no.-05, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.
Tender reference: NIT-212/BM/ 2025-26/ APAS/A, NIT-212/BM/2025-26/APAS/B, NIT-212/BM/2025-26/ APAS/C, NIT-212/BM/2025-26/APAS/D Date: 06.11.2025
1. Last date of receiving application documents- **17.11.2025 at 12 P.M.** 2. Last date of purchasing tender documents- **21.11.2025 at 4 P.M.** 3. Date for dropping of tender documents- **25.11.2025 at 3 P.M.** 4. Date for Opening of tender document- **25.11.2025 at 4 P.M.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

Installation of Minimast in Ward No. - 13 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference:
WBMAD/NIeT/212/BM/2025-26/APAS
Date: 06.11.2025
Tender ID: 2025_MAD_940430_1,
Bid Submission Start date- **06.11.2025 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **14.11.2025 at 14:00.** 2. End date- **29.11.2025 at 10:00.** 3. Bid opening date- **01.12.2025 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

Sahajadapur Gram Panchayat
Dakshin Bijaynagar, Joynagar-II, South 24 Parganas

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 30 Nos. scheme vide **NIT No: 393/SAHA/APAS/SAN-X/25-26, 394/SAHA/APAS/SAN-XII/ 25-26 & 395/SAHA/APAS/SAN-XIII/25-26, Dated- 04.11.2025.** Documents Downloaded/Sale & Bid Submission Start date : **05.11.2025 from 11:00 AM** and Closing date (Online) : **24.11.2025 up to 12:00 Noon.** Tender opening date (Online) : **26.11.2025 on 12:30 P.M.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in Tender id: 2025_ZPHD_938142_(1-8), 2025_ZPHD_938172_(1-9) & 2025_ZPHD_938244_(1-13)** also available at undersigned G.P.

Sd/-
Pradhan
Sahajadapur Gram Panchayat

Sapuipara Basukati Gram Panchayat
Sapuipara, Nischinda, Howrah – 711 227

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of **15 nos.** development work vide **Memo No :- 328/NIT/ APAS/SBGP/25-26, 329/NIT/APAS/SBGP/25-26 & e-NIT No.- WB/HOW/ BJ/SBGP/NIT 05/2025-26, WB/HOW/BJ/SBGP/NIT 06/2025-26, Date: 06/11/2025.** Documents Download/Sale & Bid Submission Start Date (Online): **06/11/2025 at 06:00 PM.** Bid Submission End Date (Online): **25/11/2025 (NIT-05), 26/11/2025 (NIT-06) up to 11.00 AM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **27/11/2025 (NIT-05), 28/11/2025 (NIT-06) at 11.00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Sapuipara Basukati Gram Panchayat

BONGAON MUNICIPALITY

Installation of LED Light in Ward No.- 14 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference:
WBMAD/NIeT/213/BM/2025-26/APAS
Date: 06.11.2025
Tender ID: 2025_MAD_940474_1,
Bid Submission Start date- **06.11.2025 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **14.11.2025 at 14:00.** 2. End date- **29.11.2025 at 10:00.** 3. Bid opening date- **01.12.2025 at 10.00**. All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

Installation of Minimast in Ward No. - 9 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference:
WBMAD/NIeT/211/BM/2025-26/APAS
Date: 06.11.2025
Tender ID- 2025_MAD_940380_1,
Bid Submission Start date- **06.11.2025 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **14.11.2025 at 14:00.** 2. End date- **29.11.2025 at 10:00.** 3. Bid opening date- **01.12.2025 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট.) এইচএমসি -এইচএমসি এর বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৪১(একচল্লিশ) টি বৈদ্যুতিক কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদারি লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট এবং সাম্প্রতিক জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (চলতি তিনমাসের), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শুরুর তারিখ : ০১.১১.২০২৫ সন্ধ্যে ৬ টার সময়।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ২১.১১.২০২৫ সন্ধ্যে ৬ টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : **https://wbtenders.gov.in**
১৭৪(১)/২৫-২৬
৬.১১.২৫

সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1199/25-26 Dated 30.10.2025	Construction of Drain from Sangita Ghosh's House to Bandan Bank in Ward no-26 & 17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 13, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 3,99,000.00
WBMAD/ULB/ RSM/1200/25-26 Dated 30.10.2025	Construction of Concrete Road from Lakhan Mondal's House to Swapan Sardar's House in Ward no-17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-13(Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,91,978.00
WBMAD/ULB/ RSM/1201/25-26 Dated 30.10.2025	Repairing of Drain With Cover slab from Biswanath Ghosh's house to Srirup's house in Ward No-17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-13, Proposal Sl No-3, Within 147, Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,89,304.00

Bid Submission end date: **19.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

BONGAON MUNICIPALITY

Installation of High Mast with LED Light and street light in Ward No. - 07 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference:
WBMAD/NIeT/209/BM/2025-26/APAS
Date: 06.11.2025
Tender ID: 2025_MAD_940235_1, 2025_MAD_940235_2
Bid Submission Start date- **06.11.2025 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **14.11.2025 at 14:00.** 2. End date- **29.11.2025 at 10:00.** 3. Bid opening date- **01.12.2025 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

Installation of 45watt LED Street Lights with 7.0 Mtr. Steel Tubular Pole H/o Himaddri Mukherejee, Booth No.183 & Ward No.05 under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference:
WBMAD/NIeT/208/BM/2025-26/APAS
Date: 06.11.2025
Tender ID- 2025_MAD_938428_1,
Bid Submission Start date- **06.11.2025 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **14.11.2025 at 14:00.** 2. End date- **29.11.2025 at 10:00.** 3. Bid opening date- **01.12.2025 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

RAMJIBONPUR MUNICIPALITY
P.O.- RAMJIBONPUR
DIST- PASCHIM MEDINIPUR PIN CODE-721242 Dial: 03225 279523
E-mail: ramjibonpur_municipality@yahoo.co.in,

Notification

রামজীবনপুর পৌরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিলার দ্বারা অনুমোদিত খসড়া "Municipal Solid Waste Management Bye Laws-2025" টি নাগরিকদের জ্ঞাতার্থে আগামী ইং ০৪/১১/২০২৫ হইতে ০৩/১২/২০২৫ তাং পর্যন্ত পৌর কার্য্যালয়ে রাখা থাকিবে। উক্ত বিষয়ে নাগরিকদের কোনো অভিযোগ বা পরামর্শ থাকিলে, তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।

Sd/- K. Tewari
Chairman
Ramjibonpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1284/25-26 Dated 01.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road From H/O Subodh Bishas to H/O Swapan Pramanik in Ward No.- 03 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 129, (Proposal Serial No.-01),Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 6,93,531.00
WBMAD/ULB/ RSM/1286/25-26 Dated 01.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Gitashree Pathak to H/O Tanushree Das in Ward No.- 03 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S., Booth No.-134, (Proposal Serial No.-1) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 5,49,993.00
WBMAD/ULB/ RSM/1291/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of Surface Drain from Dilip Chakraborty to H/O Manos Bose (Proposed Sl. No.- 5) at Booth No.- 244 of Ward No.- 34 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs.5,02,128.00
WBMAD/ULB/ RSM/1292/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of Surface Drain & Culvert from Metro Chemical to New Boys Club (Proposed Sl. No.-1) at Booth No.- 178 of Ward No.-34 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs.7,87,045.00
WBMAD/ULB/ RSM/1297/25-26 Dated 01.11.2025	Repair and Upgradation work of Cover Drain from Nandalal School to Asit Sardar's House at Rabindra Sarani in Ward No.- 09 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 21 (Proposal Serial No.-01),within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.7,85,138.00
WBMAD/ULB/ RSM/1299/25-26 Dated 01.11.2025	Repair and Upgradation work of Concrete Road from Mitali Marik towards Sitala Mandir Near Buribattala in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 99 (Proposal Serial No - 01), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.9,76,840.00

Bid Submission end date: **26.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** ***Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality***

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067

NOTICE

Notice Inviting e-Tender issued under **Memo No. 2091/Part-II/Admn./1398 dated November 03, 2025** & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2025_SCARD_937695_1** is hereby invited from eligible/bonafide and resourceful Contractors/reputed Engineering Firms/Companies / Engineers' Co-operative Societies having adequate credentials for execution of the:-
i) Remodelling works of the **2nd, 3rd and 4th Floor Bathrooms** at North Side of the ICMARD Building,
ii) Painting of damp treated areas of the Hostel Rooms, Staircase Area and entire area of the Hall No. 301 and
iii) Area development works of the vacant land at the southern part of the Building at Ground Floor behind 'Sankalita', SHG Product Display & Sales Counter.
The last date for submission/uploading of Bid through online is **November 24, 2025.**
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/www.icmard.org**

November 04, 2025 **Sd/- Managing Director**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

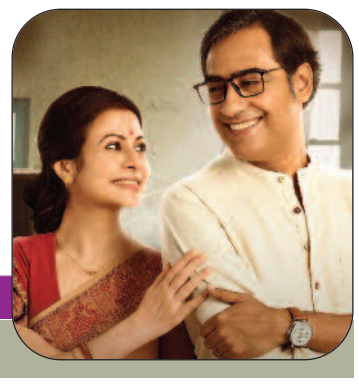

নারী অধিকারের বার্তা বহন করছে ‘স্বার্থপর’

পরিচালকের মুন্সিয়ানা এই ছবিতে ছেয়ে গেছে। এই ছবিতে শুধুমাত্র মুখ্য চরিত্র দুটি অর্থাৎ কৌশিক সেন এবং কোয়েলের চরিত্রই নয় বরং এদেরকে আবর্তিত করে যে সমস্ত পার্শ্ব চরিত্রগুলি রয়েছে তারাও যথেষ্ট ভাবে নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ পেয়েছেন। সেদিক থেকে বলাই বাহুল্য যে অন্নপূর্ণা বসু ছবিটিকে প্রচন্ড মার্জিতভাবে, ধৈর্য সহকারে উপস্থাপিত করেছে যা দর্শকদের কাছে মর্মস্পর্শী হয়েছে।

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

নারী অধিকারের বার্তা এবং ভাই বোনের সম্পর্কের টানাপোড়েনের এক নতুন দিক উদ্ভাসিত করেছেন পরিচালক অন্নপূর্ণা বসু। সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত তার সিনেমা ‘স্বার্থপর’ এই ধরনের গল্পকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। ছবিটি মুক্তি পেয়েছে ১৭ই অক্টোবর। সুরিন্দর ফিল্মসের প্রযোজনায় নির্মিত এই ছবিটি নারী অধিকারের এক দারুন বার্তা এবং চোখে জল আনা সম্পর্কের সমীকরণ সকলের সামনে তুলে ধরেছে। এখানে শুধুমাত্র সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে সহোদর এবং ভগিনীর মধ্যে কেবলমাত্র বিরোধিতাই পরিলক্ষিত হয়নি বরঞ্চ পরিলক্ষিত হয়েছে এক অন্য দিক যে দিকটা তুলে ধরেছে বোনকে না জানিয়ে বোনের যে অধিকার রয়েছে সেই পৈতৃক ভিটাটি বিক্রি করে দেওয়ার ঘটনা। ছবিটির গল্প গতে বাঁধা প্লটের হলেও পরিচালকের মুন্সিয়ানা এবং ছবিটির উপস্থাপনা করার ধরন এক অনন্য মাত্রা যোগ করেছে ছবিটির মধ্যে।এই ছবিটিতে অভিনয় করেছে কোয়েল মল্লিক, কৌশিক সেন, অনির্বাণ চক্রবর্তী, রঞ্জিত মল্লিক, ইন্দ্রজিৎ এবং অন্যান্যরা। ছবিটির সূচনাতেই দেখা যায় যে ভাই (কৌশিক সেন) এবং বোন (কোয়েল মল্লিক) এর মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক। হঠাৎই একদিন বোন জানতে পারে যে দাদা তাকে না জানিয়েই তার বাপের বাড়ির পৈতৃক ভিটেটা বিক্রি করে দিচ্ছে। বোন এই ব্যাপারে মনে মনে ক্ষুন্ন হয় পৈত্রিক ভিটে টা কেবলমাত্র বিক্রি করে দিচ্ছে বলে নয় বরং তাকে কিছু না জানিয়ে তার দাদা এই ধরনের সিদ্ধান্ত কেন নিচ্ছে তার জন্য। এটা যে অন্যায় সেটা বোঝাবার জন্য বোন রুখে দাঁড়ায়। ভাই বোনের মধ্যে শুরু হয় বাকবিতন্ডা। ধীরে ধীরে এই পারিবারিক সমস্যা গড়ায় আদালত পর্যন্ত। বোনের ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই এই ছবিতে পরিলক্ষিত হয়েছে। এই ছবিতে পরিলক্ষিত হয়েছেন নারীর আত্মসম্মানের বিষয়টা। ছবিটির মাধ্যমে পরিচালক তুলে ধরেছেন যে স্বার্থপর মানেই এখানে কিন্তু কৌশিক সেন সত্যিকারের স্বার্থপর তেমনটা কিন্তু নয় উল্টে বলা যায় যে পরিস্থিতির জন্য তিনি স্বার্থপর। এখানে দুটি প্রধান চরিত্রই পরিস্থিতির শিকার।

কৌশিক সেনের চরিত্রটি বেশ অভিনব এবং এই চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৌশিক সেন তার সবটুকু উজাড় করে দিয়েছেন এই চরিত্রটিতে অভিনয় করার জন্য। সিনেমা হলে তার অভিনয় রীতিমতো তাক লাগিয়ে দেয়। কৌশিক সেনের বোনের চরিত্রে কোয়েল মল্লিক অনন্য। জমকালো লুক ছেড়ে এই চরিত্রে তার সাদামাটা অভিনয় এতটাই স্বাভাবিক যে দর্শকদের চোখে জল আনবে। বলা যায় এই ছবিতে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে তিনি ছবিটিকে নিজেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন।

কোয়েল মল্লিকের হাজবেন্ডের চরিত্রে ইন্দ্রজিৎ যথাযথ অভিনয় করেছে। তার সাবলীল অভিনয় এই ছবির গল্পের পরিস্থিতি গুলোর সাথে মানানসই।

কোয়েল মল্লিক এর উকিলের চরিত্রে রঞ্জিত মল্লিকের অভিনয় দুর্দান্ত। অনেক বছর পর তিনি একটি ভালো চরিত্রে নিজেকে এত সুন্দর ভাবে মেলে ধরেছেন। ছবিটির অন্তিম লগ্নে তার দীর্ঘ মনোলগ দর্শকদের কাছে হৃদয়স্পর্শী হয়েছে।কৌশিক সেনের সমর্থনকারী উকিলের চরিত্রে অভিনেতা অনির্বাণ চক্রবর্তী বেশ বাস্তবচিত অভিনয় করেছেন। রঞ্জিত মল্লিক এবং তার মধ্যে ওকালতির লড়াইটা এখানে খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

ছবিটির সবচেয়ে শক্তিশালী এবং প্রশংসনীয় দিকটি হল কোয়েল মল্লিক এবং কৌশিক সেনের অনবদ্য অভিনয়। বাঘা বাঘা দু'জন অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় এই সিনেমায় একে অপরকে যেন ছাপিয়ে গেছে।

পরিচালকের মুন্সিয়ানা এই ছবিতে ছেয়ে গেছে। এই ছবিতে শুধুমাত্র মুখ্য চরিত্র দুটি অর্থাৎ কৌশিক সেন এবং কোয়েলের চরিত্রই নয় বরং এদেরকে আবর্তিত করে যে সমস্ত পার্শ্ব চরিত্রগুলি রয়েছে তারাও যথেষ্ট ভাবে নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ পেয়েছেন। সেদিক থেকে বলাই বাহুল্য যে অন্নপূর্ণা বসু ছবিটিকে প্রচন্ড মার্জিতভাবে, ধৈর্য সহকারে উপস্থাপিত করেছে যা দর্শকদের কাছে মর্মস্পর্শী হয়েছে।

ছবিটির কয়েকটি ভালো দিকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সবল চিত্রনাট্য যা সাবেকিয়ানা প্লট হলেও বর্তমান আধুনিকতার যুগে দর্শককে ধরে রেখেছে। এই ছবিটির অসাধারণ সিনেমাটোগ্রাফি চিরাচরিত সিনেমার একঘেয়েমি টা অনেকটা কাটিয়ে দিয়েছে। ছবিটির সংলাপ বুনন অত্যন্ত মজবুত এবং সুগঠিত যেটা দেখে দর্শকদের মনেই হবে না যে এটা পরিচালকের প্রথম ছবি। ছবিটির প্রত্যেকটি গান অতুলনীয় এবং বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্মিত যা দর্শককে মনমুগ্ধ করতে বাধ্য। জিৎ গাঙ্গুলীর পরিচালনায় ছবির গানগুলো অভিনব মাত্রা পেয়েছে। ‘ভেঙে যায়’ ‘সুজন মাঝি রে’ এবং ‘এই শোন’ নামক তিনটি গানই বেশ মনোমুগ্ধকর। এই ছবিটিতে গান গেয়েছেন ইমন চক্রবর্তী, লগ্নজিতা চক্রবর্তী রূপঙ্কর বাগচী প্রমুখরা।সমগ্র বিষয়ে মতামতের পরিশেষে বলা যায় যে ‘স্বার্থপর’ এমন একটি বাংলা ছবি বাংলার স্বর্ণালী সিনেমা যুগের প্রস্তর স্তম্ভের একটি মুক্ত হিসেবে খচিত থাকবে।

বিহার নির্বাচনের প্রথম দফায় এনডিএর দাপট, ৯০ আসনে জয় নিশ্চিত বললেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা

পটনা, ৬ নভেম্বর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম ধাপের ভোটগ্রহণ শেষে এনডিএ জোট ইতিবাচক ফলপ্রত্যাশা প্রকাশ করেছে। আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন, ১২১ আসনের মধ্যে ৮০ থেকে ৯০ আসনে জয়লাভের সম্ভাবনা থাকায় এনডিএ আবারও রাজ্যে সরকার গঠন করবে। চিরাগ পাসোয়ান ও পবন সিং সহ বিজেপি নেতারাও এই বিজয়ের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। বিরোধী মহাগঠবন্দনকে ধ্বংসাত্মক ঘোষণা করে তারা বলেন, জনগণ তাদের পরিকল্পিত মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বুঝতে পেরেছে।ভোটের প্রথম ধাপে ১৮ জেলার ১২১ আসনে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে প্রায় ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ ভোটার অংশগ্রহণ করেছেন। আগামী ১১ নভেম্বর দ্বিতীয় ধাপের ভোট অনুষ্ঠিত হবে এবং ফলাফল ১৪ নভেম্বর জানানো হবে। নির্বাচনের এই পর্যায় বেছে দেবে অনেক জেলার ও দলের ভবিষ্যত রাজনৈতিক অবস্থান। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ও বিরোধী নেতা তেজস্বী যাদবের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাও চলছে।এনডিএ জোটের জয় দেখাচ্ছে বিহারের রাজনীতিতে তাদের পুনরুদ্ধারের দিক নির্দেশনা, যেখানে উন্নয়ন ও সুশাসনের প্রতিশ্রুতি তাদের শক্তি হিসেবে কাজ করছে। বিরোধী পক্ষের বিভাজন এবং বিশৃঙ্খল সামরিক অসুবিধার মধ্যেও ভোট যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রশাসন দাবি করেছে।

বিহারের নকশাল প্রভাবিত এলাকায় ভোট উৎসব, মহিলাদের অংশগ্রহণ

মাসৌঢ়ী, ৬ নভেম্বর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণে নক্সল প্রভাবিত মাসৌঢ়ী এলাকায় প্রচণ্ড উৎসাহ বিরাজ করছে। যেখানে আদিতে ঘরবন্দি থাকা নারীরা এবার সাহসিকতা দেখিয়ে ভোট কেন্দ্রে হাজির হয়েছেন। মাসৌঢ়ীর ২২০টি ভোটকেন্দ্রে সন্ধ্যা ৪টা পর্যন্ত ৬০ ভোট পড়েছে, যা গতকালের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, অতীতের মতো ভোটদান থেকে সরে না এসে তারা নজির স্থাপন করেছেন। নারীরা বলছেন, তএখন আর ভোট দিয়ে ভয় পাওয়ার কারণ নেই, আমাদের ভবিষ্যতের জন্য ভোট দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।দ তারা একত্রিত হয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে তাদের

অধিকারে বিশ্বাস স্থাপন করছেন।এছাড়া, বিহারের বিভিন্ন জেলায় মোট ১২১টি আসনে ৩ কোটি ৭৫ লক্ষেরও বেশি ভোটার প্রথম ধাপে অংশ নিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ও প্রতিদ্বন্দ্বী তেজস্বী যাদবের মধ্যে জোরালো লড়াই বিরাজ করছে। ভোট উৎসব পরিণতি দিতে সরকারি ও প্রশাসনিক স্তরে যথেষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে নির্ভিধায় ভোটের পরিবেশ বজায় থাকে।

দ্বিতীয় ধাপের ভোট আগামী ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে এবং ফলাফল ১৪ নভেম্বর আসবে।নির্বাচন বিহারের আগামী রাজনৈতিক পরিস্থিতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

নালন্দায় একটিও ভোট নয়, আন্ডারপাস দাবিতে গ্রামবাসীরা করলেন বয়কট

নালন্দা, ৬ নভেম্বর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ চললেও মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নিজ জেলা নালন্দার একটি গ্রাম সম্পূর্ণ ভোটবর্জনের নজির গড়েছে। হারনৌত প্র ে দিহরি পঞ্চায়েতের মুশহরী গ্রামের বাসিন্দারা আজ ভোট দেননি একটিও। তাঁদের একমাত্র দাবি; গ্রামের পাশে জাতীয় সড়ক-২০,এর ওপর তৈরি ফোর লেনের নিচে অবিলম্বে একটি অন্ডারপাস নির্মাণ করতে হবে।গ্রামটির ভোটকেন্দ্র নম্বর ২৮০,এ ৭০০-র বেশি ভোটার থাকলেও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউ বুথে যাননি। বাসিন্দাদের অভিযোগ, অন্ডারপাস না থাকায় তাঁদের তিন থেকে চার কিলোমিটার ঘুরে রাস্তা পার হতে হয়। বহুবার প্রশাসনের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েও কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। হতাশ হয়ে তাই এবার ভোটকেই প্রতিবাদের ভাষা করেছেন তাঁরা।অঞ্চলে পৌঁছে সুপার জোনাল ম্যাজিস্ট্রেট রঞ্জিত কুমার গ্রামবাসীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। ভোটকেন্দ্র ফাঁকাই থেকে যায় শেষ পর্যন্ত। নালন্দার এই বয়কটের ঘটনা প্রমাণ করছে, উন্নয়নহীনতার ক্ষোভ এখন গ্রামীণ ভোটারদের ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করেছে। গণতন্ত্রের উৎসবের দিনে এই অনাগ্রহ প্রশাসনের কাছে স্পষ্ট বার্তা;কাজের প্রতিশ্রুতি পূরণ না হলে ভোটাররাই মুখ ফিরিয়ে নেন।

দ্বারভাঙ্গায় জাল ভোটের চেষ্টা, ছয়জন আটক

দ্বারভাঙ্গা, ৬ নভেম্বর: বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলায় বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম ধাপে জাল ভোট দানের অভিযোগে ছয়জনকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে উপস্থিত নিরাপত্তাকর্মীরা সন্দেহজনক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে তাদের দ্রুত ধিরস্থ করেন। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে উঠে এসেছে, বেশ কয়েকজন বারবার ভোট দিতে চেষ্টা করছিলেন। প্রশাসন পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনে এবং তদন্ত শুরু করে।নির্বাচনী শৃঙ্খলা রক্ষায় স্থানীয় প্রশাসন কঠোর অবস্থান নিয়েছে। ভোটারদের নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু ভোট প্রদানে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে দ্বারভাঙ্গা জেলার ২৩১টি আসনে ভোট গ্রাহীত হয়েছে, দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোট ১১ তারিখ অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পূর্বে প্রতিটি অভিযোগ ও ঘটনার স্বচ্ছ তদন্ত নিশ্চিত করা হবে।